টেস অফ দি ডারবারভিলেস

টেস অফ দি ডারবারভিলস

টেস অফ দি ডারবারভিলেস

জনৈকা পবিত্রা নারীর অনিচ্ছাকৃত পদস্খলনের
বেদনা-বিধুর কাহিনী

(প্রথম খণ্ড)

টমাস হার্ডি
অঙ্কিত
শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি ও শ্রীশোভনা মাইতি
অনূদিত

'...Poor wounded name ! My bosom as a bed.
Shall lodge thee.'—**Shakespeare**

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
গ্রাম—কুলগাছিয়া ; ডাকঘর—মহেশরেখা ;
জেলা—হাওড়া
১৩৬১

প্রকাশক : শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি, এম. এ., এল এল. বি.
বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
গ্রাম ও রেলষ্টেশন—কুলগাছিয়া ; ডাকঘর—মহেশরেখা ;
জেলা—হাওড়া ; পূর্ব্ব রেলপথ।

বঙ্গানুবাদের সমস্ত স্বত্ব
প্রকাশক কর্ত্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ, রামনবমী ১৩৬১
মূল্য তিন টাকা মাত্র

ভারতবর্ষে প্রস্তুত
মুদ্রাকর : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

শিক্ষা-গুরু
শ্রীতারকনাথ সেন
সাহিত্য-গুরু
মোহিতলাল মজুমদার
পিতৃদেব
শ্রীবঙ্কুবিহারী মাইতি ; প্রজাপতি জানা
মাতৃদেবী
শ্রীসরস্বতী মাইতি ; শ্রীশৈলবালা জানা
পিতৃব্য
শ্রীবিভূতিভূষণ মাইতি
অগ্রজ
শ্রীসুধাংশুশেখর মাইতি
পরমারাধ্যগণের
চরণোদ্দেশে
আমাদের সাহিত্য-সাধনার প্রথম ফসল
'টেস'-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড
শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গীকৃত হইল।

*

এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ যখন "বঙ্গভারতী" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন তাহা পাঠ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের মনিষী-অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনুবাদকগণকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছিলেন—

'···Hardy-র "Tess"-এর অনুবাদে যে হাত দিয়েছ—এটি একটি মহতী প্রচেষ্টা। ইহা সার্থক হোক্, এই কামনা করি। অনুবাদ বেশ ভাল হচ্ছে, জান্‌বে।···'

অনুবাদকদের কথা

নিছক প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা এই গ্রন্থ অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। অনুবাদ-কার্য্য যখন কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে, তখন সহসা এই প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় এবং আমরাও স্বভাবতঃ এই কার্য্যে আর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা বোধ করি। তাহার কারণ, প্রয়োজনের খাতিরে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেও, আমরা কদাপি বিস্মৃত হই নাই যে, আমরা সাহিত্যের ব্যবসায়ী মাত্র, সাহিত্য-রচনায় উদ্যোগী হওয়া আমাদের পক্ষে অনধিকার প্রবেশের সামিল। কিন্তু আমাদের দুই কন্যা বিজয়লক্ষ্মী ও দীপলক্ষ্মীর আগ্রহাতিশয্যে আমরা এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি নাই। তাহারাই আমাদের অনিচ্ছাকে ইচ্ছায় পরিণত করিয়াছে, মন্দীভূত উৎসাহকে উজ্জীবিত করিয়াছে, কায়িক শ্রমের দ্বারা আমাদের অনবসর সাংসারিক জীবনে অবসর যোগাইয়াছে। বস্তুতঃ তাহারাই এই আরব্ধ কার্য্যটিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য দায়ী। কিন্তু সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির ভয়ে আমরা এতদিন এই অনুবাদকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই। কিন্তু পিতৃদেব শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মাইতির অদম্য উৎসাহ ও উদার আনুকূল্যে আমরা ঐ দ্বিধা ও সঙ্কোচকে জয় করিতে কৃতকাম হইয়াছি।

এইবার এই অনুবাদ-কর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। ভাবানুবাদ নয়, আক্ষরিক অনুবাদই আমাদের মতে আদর্শ অনুবাদ-কর্ম্ম। কোন একটি গ্রন্থের কাহিনীকে আত্মস্থ করিয়া অনুবাদক (ইনি যদি আবার কথাসাহিত্যিক হন, তাহাহইলে বিপদের সম্ভাবনা ও মাত্রা আরও অধিক।) যদি মূল নিরপেক্ষভাবে আপনার ভাষা, ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তাহাকে উপস্থাপিত করেন, তাহাহইলে তাহা শিল্প-কর্ম্মরূপে উত্তীর্ণ হইলেও হইতে পারে কিন্তু তাহা সার্থক অনুবাদ-কর্ম্ম হইবে না। তাহা পাঠ করিয়া পাঠক সাহিত্য-রসাস্বাদ করিতে পারেন কিন্তু সে রস মূল গ্রন্থের নয়, পক্ষান্তরে একখানি সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থের। কিন্তু অনুবাদ যদি আক্ষরিক হয়, তাহাহইলে ভাষান্তরিত করিবার কালে মূল গ্রন্থের কেবল মাত্র প্রসাধন-পারিপাট্যটুকুই নষ্ট হয়, তাহার দেহ ও প্রাণের সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হানি হয় না। কিন্তু এখানেও যে বিপদের সম্ভাবনা মোটেই নাই, তাহা নয়। ইংরাজীর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদে বাংলার এরূপ ইংরাজী-ঘেঁসা হইয়া যাওয়ার

সম্ভাবনা থাকে যে, তাহা আদৌ বাংলা কিনা, তাহাতে সন্দেহ উপজিতে পারে; ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মত (ইংরাজ চলিয়া গেলেও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ আজিও বহাল-তবিয়তে আছে।) উহাও এক কিম্ভূত-কিমাকার ইঙ্গ-বঙ্গ ভাষা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইংরাজী ও বাংলায় যিনি সমান ব্যুৎপন্ন, তাঁহার পক্ষে উহার অর্থোপলব্ধি ও রসাস্বাদ (যদি কিছু থাকে।) সম্ভব হইলেও হইতে পারে কিন্তু যিনি ইংরাজীতে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহার পক্ষে উহার অর্থোপলব্ধি ও রসাস্বাদ পঙ্গুর গিরি উল্লঙ্ঘনের মতই অসম্ভব। এই জন্য বাংলা ঠিক বাংলা হইয়াছে কিনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক; এবং তাহা হইতে হইলে প্রয়োজন অনুবাদটিকে কোন ইংরাজী-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাঠ করিতে দেওয়া। তাঁহার পক্ষে যদি উহার মর্ম্ম ও রসোপলব্ধি মূল বাংলা পাঠের মত সহজ ও সরল হয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, অনুবাদ সার্থক হইয়াছে। বলাবাহুল্য এই রীতি যে কেবল ইংরাজী—বাংলা বা বাংলা—ইংরাজী অনুবাদ-কর্ম্মেই অবলম্বনীয়, তাহা নয়; পক্ষান্তরে যে কোন ভাষা হইতে অপর কোন ভাষায় অনুবাদ সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। বর্ত্তমান অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা এই সতর্কতা যথাসম্ভব অবলম্বন করিয়াছি।

এই গ্রন্থের অনুবাদ-কার্য্যে আমি একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে অযাচিত ভাবে উপদেশ, সহযোগিতা ও নানারূপ সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকালিপদ সরকার, শ্রীকালিকৃষ্ণ নন্দী, শ্রীতুষারকান্তি জানা, শ্রীঅশোককান্তি জানা, শ্রীপতিতপাবন মাইতি, শ্রীঅমিয়কুমার মাইতি, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মান্না ও শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। শেষোক্ত জন শুধু যে টেসের অপূর্ব্ব প্রচ্ছদপদটি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা নয়; পরন্তু d' Urbervilles-এর উচ্চারণ যে ডি. আরবারভাইলস নয়, সে সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বত্রই ঐ ভুল উচ্চারণ আছে, কেবল নাম-পৃষ্ঠাদ্বয়ে উহা সংশোধিতাকারে দেওয়া হইল।

পরিশেষে ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ-এর কর্ত্তৃপক্ষ এবং কর্ম্মীবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাঁহাদের সক্রিয় ও সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা না পাইলে গ্রন্থখানির প্রকাশে আরও বিলম্ব হইয়া যাইত।

—অনুবাদকগণ

ফাল্গুন ১৩৬১

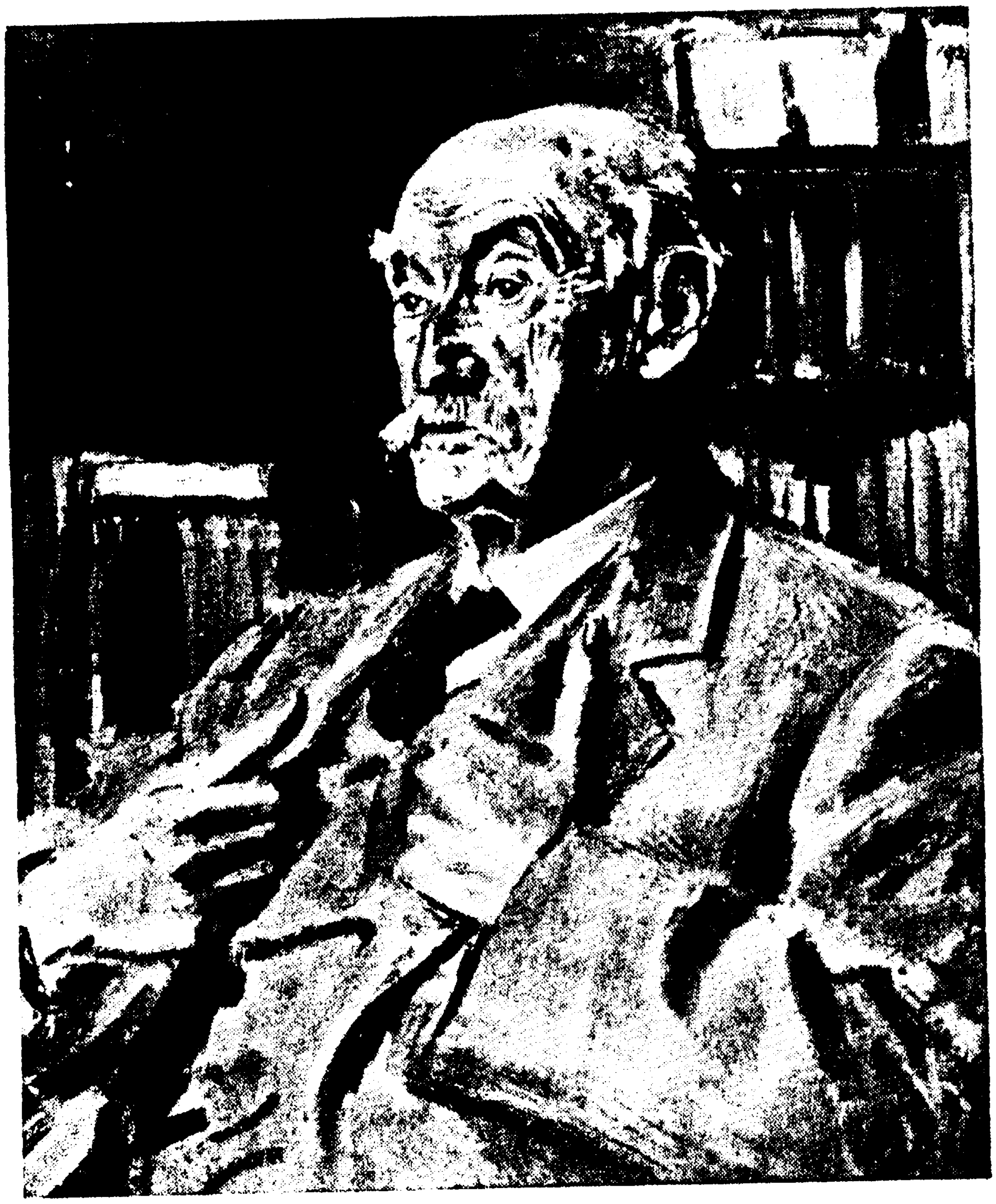

টমাস হার্ডি

(১৮৪০—১৯২৮)

কেম্ব্রিজের ফিটজউইলিয়াম মিউজিয়ামে রক্ষিত অগাস্টাস জন
অঙ্কিত চিত্র হইতে

প্রথম সংস্করণের কৈফিয়ৎ

"……এই গ্রন্থ-প্রণয়নের কৈফিয়ৎ স্বরূপ এইটুকু মাত্র জানাইতে চাই যে, পরিপূর্ণ আন্তরিকতা লইয়াই আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাকে অকপটে বিবৃত করিয়াছি; কোনরূপ মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় লই নাই। সত্যকার জীবনে যাহা প্রায়শঃই ঘটিয়া থাকে, তাহাকে শিল্প-রূপ দিবার প্রচেষ্টা হইতেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি। এই গ্রন্থে যে সব অভিমত বা ভাবাবেগ প্রকাশ পাইয়াছে—যাহা আজিকার দিনে প্রত্যেকেই বলেন এবং অনুভব করেন—তাহা যদি অতিমাত্রায় নীতিবাগীশ ও মার্জ্জিতরুচি কোন পাঠক সহ্য করিতে না পারেন, তাহাহইলে তাঁহাকে আমি St Jerome-র একটি অতি পুরাতন কথা স্মরণ করিতে পরামর্শ দিব। কথাটি এই: সত্য-প্রকাশে যদি কোন অপরাধও অনুষ্ঠিত হয়, সেও ভাল, তথাপি সত্য গোপন করা উচিত নয়।

—ট. হ.

নভেম্বর ১৮৯১

পঞ্চম ও পরবর্ত্তী সংস্করণগুলির ভূমিকা

এই উপন্যাসের নায়িকার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহা ঘটিবার পর তাহার পক্ষে জীবন-নাট্যের প্রধানা চরিত্রের ভূমিকায় আর অভিনয় করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে; অন্ততঃ পক্ষে ঐ ঘটনা ঘটিবার পর তাহার জীবনে আশা ও উদ্যমের কার্য্যতঃ যে অবসান ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা নির্ভয়েই বলা যায়। এই ঘটনা সংঘটিত হইবার পর জীবনের যাত্রাপথে তাহার যে মহা-অভিযান সুরু হয়, তাহাই এই গ্রন্থের আখ্যান-অংশ। এহেন বিষয় যে-গ্রন্থের উপজীব্য বস্তু, তাহাকে যদি পাঠক-সাধারণ অভিনন্দন জানান, শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা যদি আবার আমার মতে সায়ও দেন যে, মানব-জীবনের একটি সুবিদিত বিপর্য্যয়ের তমসাচ্ছন্ন দিক সম্বন্ধে সাধারণতঃ যতটুকু বলা হইয়া থাকে, কথাসাহিত্যের উদারতর পরিপ্রেক্ষিতে তাহাপেক্ষা ঢের বেশী বলিবার অবকাশ আছে, তাহাহইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে সুনিশ্চিতরূপে সর্ব্ববাদীসম্মত রীতি-নীতির ব্যতিক্রম সাধিত হইয়াছে।

কিন্তু যেরূপ আগ্রহ ও আদরের সহিত টেস অফ দি ডারবারভিলস ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার পাঠকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, সমাজের বাহিরের নিয়ম-কানুনের সহিত হুবহু খাপ না খাওয়াইয়া, পরন্তু যাহা তাহার অন্তরের কথা, সেই অনুযায়ী যদি কাহিনী-রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, তাহাহইলে তাহা পুরাপুরি ভুল হইবে না। তাহার উদাহরণ বর্ত্তমান গ্রন্থখানি। এ স্থলে সাফল্য আংশিক এবং অসমান হইলেও, প্রচেষ্টাটি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় নাই, তাহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। পাঠকদের এই অপ্রত্যাশিত সাড়ার জন্য আমি তাঁহাদের আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ নিবেদন করি। কিন্তু আমার আপসোস এই যে, এই সংসারে যেখানে মানুষ বন্ধুত্বের এত কাঙাল, যেখানে মাথা কুটিলেও এক জন মনের মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যেখানে ইচ্ছা করিয়া কেহ যদি কাহাকেও ভুল না বুঝে, তাহাহইলে তাহা মস্ত বড় দয়ার কাজের সামিল হয়, সেখানে এই বিপুলসংখ্যক পাঠক-পাঠিকাগণের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হইল না, করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ হইতে পারিলাম না!

এই সব শুভাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে পত্র-পত্রিকাসমূহের সমালোচকগণও আছেন। বস্তুতঃ তাঁহারাই সংখ্যাধিক্য। তাঁহারা পরম উদারভাবে এই কাহিনীটিকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন। যে-ভাষায় তাঁহারা এ সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, অন্যদের মত তাঁহারাও আপন আপন কল্পনাপ্রবণ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এই আখ্যায়িকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বহুলাংশে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন।

যদিও এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য না নীতিমূলক, না আক্রমণাত্মক এবং যদিও ইহা দৃশ্যাংশে প্রতিচ্ছবিমূলক এবং ভাবনাংশে প্রতীতি অপেক্ষা ভাব ও ধারণায় পরিপূর্ণ, তথাপি ইহার বিষয়-বস্তু এবং যে ভাবে এই বিষয়-বস্তুকে রূপদান করা হইয়াছে—তাহাদের উভয়ের সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

এই সব আপত্তিকারীর মধ্যে যাঁহারা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ের সহিত কোন্ কোন্ বিষয় শিল্প-রূপ লাভের যোগ্য, সে সম্বন্ধে কঠোরভাবে বিবেকের নির্দ্দেশে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় নাম-পৃষ্ঠায় যে বিশেষণটি ব্যবহৃত হইয়াছে, সভ্যতার অনুশাসন অনুযায়ী তাহার যে একটি মাত্র কৃত্রিম এবং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ অর্থ হইতে পারে, তাহা ব্যতীত তাঁহারা তাহার অপর কোন অর্থ আবিষ্কারে অক্ষমতা প্রদর্শন

করেন। তাঁহাদের নিজেদেরই পুজিত খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম দিকটার বিচারেও উহার যে আত্মিক ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহাকে পর্য্যন্ত মানা ত দূরের কথা, প্রকৃতির মধ্যে এ শব্দটির যে অর্থ সুচিত হয়, তাহা এবং তাহার সহিত জড়িত অন্যান্য সৌন্দর্য্যগত ধারণাকেও তাঁহারা অস্বীকার করেন।

অপর যাঁহারা এই গ্রন্থের সমর্থকগণের সহিত এক মত হইতে গররাজী, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, এই গ্রন্থে মানব-জীবন সম্বন্ধে যে সব মতামত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেবল মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; তাহার পুর্ব্বেকার যুগের সরলতর ও অজটিলতর জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে ঐগুলি আদৌ খাটে না। ইহাকে ঠিক যুক্তি বলা চলে না। আসলে ইহা জোর করিয়া কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস মাত্র। আমি এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে করিতে পারি যে, ইহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও হইতেও পারে। কিন্তু ইহার জবাবে আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিব, যাহা ইতিপুর্ব্বে একাধিকবার বলিয়াছি। সেটি এই: উপন্যাস তর্ক-বিচারণা নয়, তাহা একটা ধারণা বা ভাবসৃষ্টি মাত্র। এই শ্রেণীর বিচারকগণ সম্বন্ধে Schiller Goethe-কে লিখিত তাঁহার পত্রাবলীর একটিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে এইখানেই ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হইয়া যায়। তিনি বলিতেছেন: 'এই শ্রেণীর লোকেরা জীবনের প্রতিচ্ছবিমূলক সাহিত্যে আপনাদের নিজস্ব চিন্তাধারারই অন্বেষণ করেন এবং যাহাতে উহাদের সাক্ষাৎ পান, তাহাকেই উচ্চতর সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, বিরোধের মূল কারণ অন্য কোথাও নয়, একেবারে প্রাথমিক মূলনীতিগুলিতেই। কাজেই ইহাদের সহিত কোন একটা বোঝাপড়ায় আসা নিতান্ত অসম্ভব।' পুনরায় বলিতেছেন 'যখনই আমি দেখি যে, কাব্য-সাহিত্যের বিচারে কেহ আভ্যন্তরীন প্রয়োজন এবং সত্য অপেক্ষা অন্য কিছুকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তখন তাঁহার সহিত আমার কোন বাদ-বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকে না।'

প্রথম সংস্করণের পরিচায়িকাতে আমি ইঙ্গিত দিয়াছিলাম যে, এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ সহ্য করিতে পারিবেন না, এরূপ নীতি-বাগীশ এবং সূক্ষ্মরুচি-সম্পন্ন পাঠকদের আবির্ভাব অসম্ভব নয়। আমার অনুমান সত্য প্রমাণ করিয়া পুর্ব্বোল্লিখিত আপত্তিকারীগণের সহিত ইহারাও যথারীতি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের এক জন এরূপ বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন যে

বইখানাকে তিন বারের বেশী পড়িতে পারেন নাই। যে দোষ-গুণ বিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করিলে 'এইরূপ একজন পাপীয়সীর' পাপমুক্তি সম্ভব হইতে পারে, তাহা আমি করিতে পারি নাই বলিয়া তিনি ক্ষুন্ন হইয়াছেন। আর একজন এই বলিয়া আপত্তি জানাইয়াছেন যে, এরূপ একখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থে 'Devil's pitchfork', 'a lodging-house carving-knife'. 'a shame-bought parasol'—প্রভৃতি নোংরা জিনিষ আমদানী করিয়া আমি কাজটা ভাল করি নাই। আর এক ভদ্রলোক এই গ্রন্থে দেবতাগণ সম্বন্ধে নাকি অসম্মানজনক বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ইহার ভাবভঙ্গীতে মনে হয়, যেন এই বিষয়ে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তিনি মাত্র আধঘণ্টার জন্য সাধু খৃষ্টানে পরিণত হইয়াছেন। তবে তিনি তাঁহার ঐ একই স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যবশতঃ গ্রন্থকারকে মার্জ্জনা না করিয়া পারেন নাই ; বলিয়াছেন 'তিনি তাঁহার যতটুকু সাধ্য, তাহাই দিয়াছেন।' তাঁহার এই অনুকম্পার প্রতিদানে কোন কৃতজ্ঞতা, কোন ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়। তবে এই সমালোচক-পুঙ্গবকে এই নিশ্চয়তাটুকু দিতে পারি যে, দেবতাগণের বিরুদ্ধে —একবচন বা বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই—অ-ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বলার পাপ আমিই প্রথম করিলাম না, যাহা তিনি মনে করেন বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের মধ্যে কেহ এরূপ উক্তি করেন নাই। ফলে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, আমিই প্রথম এই পাপে লিপ্ত হইলাম, তাহাহইলে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তবে এই ধরণের পাপ-কর্ম্ম সাত রাজার শাসন যত পুরাতন, ততদিন হইতেই ওয়েসেক্সে চলিয়া আসিতেছে। Shakespeare ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ছিলেন কিনা জানি না, সম্ভবতঃ ছিলেন না। কিন্তু তিনিও Lear-এ Glos'ter ওরফে Ina-র মুখ দিয়া ইহা বলাইয়াছেন—

> 'As flies to wanton boys are we to the gods ;
> They kill us for their sport.'

* * *

জুলাই ১৮৯২

ট. হ.

উপরিস্থিত মন্তব্যগুলি এই গ্রন্থ-প্রকাশের প্রথম দিকে লিখিত হইয়াছিল। তখন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এই গ্রন্থের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে যে প্রবল সমালোচনার ঝড় বহিয়া যায়, তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে আমার মন এই প্রতিক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তথাপি ঐগুলি বাদ দিই নাই এই জন্য যে, অকিঞ্চিৎকর হইলেও কথাগুলির কিছু মূল্য আছে এবং একদা যে এ সম্পর্কে কিছু বলিয়াছিলাম, তাহার সাক্ষ্যও রক্ষিত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তখন যদি এগুলি না লিখিতাম, তাহাহইলে সম্ভবতঃ এখন আর ঐ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতাম না। এই গ্রন্থ-প্রকাশের পর হইতে যে স্বল্প কাল অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে যে মুখর সমালোচকগণের অভিযোগের উত্তরে আমি ঐ জবাব দিয়াছিলাম, তাঁহারা 'নীরব হইয়া গিয়াছেন।' তাঁহাদের এই স্তব্ধতা যেন প্রমাণ করিয়া দিল যে, তাঁহাদের এবং আমার এই চেঁচামিচির আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না।

* * *

ট. হ.

জানুয়ারী ১৮৯৫

টেস অফ দি ডারবারভিলস

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব্ব ... ... কুমারী
দ্বিতীয় পর্ব্ব ... ... কলঙ্কিতা

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় পর্ব্ব ... ... নবজীবন
চতুর্থ পর্ব্ব ... ... কর্ম্মফল

তৃতীয় খণ্ড

পঞ্চম পর্ব্ব ... ... ঋণশোধ
ষষ্ঠ পর্ব্ব ... ... দীক্ষিতা
সপ্তম পর্ব্ব ... ... পূর্ণাহুতি

টেস

প্রথম পর্ব্ব—কুমারী

প্রথম পর্ব্ব

কুমারী

...এক...

মে মাসের শেষ দিকের একটি সন্ধ্যায় জনৈক মাঝামাঝি বয়সের লোক শ্যাস্টন হইতে ব্ল্যাকমোর বা ব্ল্যাকমুর উপত্যকার কাছাকাছি মারলট গ্রামে তাহার বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। তাহার চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছিল যে, তাহার পা দুইখানি অত্যন্ত দুর্ব্বল। চলিবার সময় সে একদিকে হেলিয়া হেলিয়া চলিতেছিল; ইহার জন্য তাহাকে একটা সরল রেখার বাম দিকে অনুলম্বিত বোধ হইতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার মাথা সামনের দিকে সজোরে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন কোন একটা অভিমতকে সমর্থন করিতেছে, যদিও সে সত্যই কোন বিষয়-বিশেষের কথা ভাবিতেছিল না। একটি খালি ডিমের ঝুড়ি তাহার বাহুতে ঝোলান ছিল। খুলিবার জন্য বুড়ো আঙ্গুলের বার বার ব্যবহারে জীর্ণ টুপিটার একাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। খানিকটা পথ গিয়াছে, এমন সময় পাঁশুটে রং-এর ঘোড়ায়-চড়া জনৈক প্রবীণ ধর্ম্মযাজকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আনমনে গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছিলেন।

ঝুড়ি-হাতে লোকটি বলিল 'সু-রাত্রি টি'।

ধর্ম্মযাজকটি প্রত্যভিবাদন জানাইয়া বলিলেন, 'সু-রাত্রি, সার জন।'

লোকটি দুই এক পা আগাইয়া গেল। তারপর কি যেন ভাবিয়া ফিরিল।

'দেখুন মশায়, কিছু যদি মনে না করেন ত, একটা কথা বলি। গেল হাটবার ঠিক এই সময় এই রাস্তায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বললাম "সু-রাত্রি", আর আপনি এখনকার মত উত্তর দিলেন, "সু-রাত্রি, সার জন"।'

ধর্ম্মযাজকটি উত্তর দিলেন 'তা করেছিলাম।'

'এর আগে—প্রায় মাসখানেক পুর্ব্বেও বলেছিলেন।'

'তা বলে থাকতে পারি।'

'আমার মত হতভাগা---যে সাদাসিদা জ্যাক ছাড়া আর কিছু নয়, তাকে বারবার "সার জন" বলে ডাকবার মানেটা কি?'

ধর্ম্মযাজকটি দুই এক পা নিকটে আগাইয়া আসিলেন, তারপর বলিলেন, 'এ আমার খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।'

তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'নূতন কাউন্টি ইতিহাস লিখবার জন্যে বংশতালিকা খুঁজতে গিয়ে আমি একটা জিনিষ আবিষ্কার করি। তার জন্যেই আমি ঐরূপ বলেছিলাম। আমি ধর্ম্মযাজক ট্রিংহ্যাম হচ্ছি ষ্টাগফুট লেনের প্রত্নতত্ত্ববিদ্। ডারবিফিল্ড, আপনি জানেন না যে, আপনার জন্ম হয়েছে প্রাচীন এবং অভিজাত ডি, আরবারভাইলস বংশে। এঁদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত নাইট সার প্যাগান ডি, আরবারভাইল। ব্যাট্‌ল য়্যাবি রোলে উল্লেখ আছে, তিনি উইলিয়াম দি কন্‌কারের সঙ্গে নরম্যাণ্ডি থেকে এসেছিলেন।'

'না মশায়, একথা কখনো শুনিনি।'

'কিন্তু কথাটা সত্য। আপনার চিবুকটা একবার তুলুন ত দেখি, যেন মুখটা ভাল করে দেখতে পাই। হাঁ, এ ত স্পষ্টই ডি, আরবারভাইলস নাক এবং চিবুক। একটু পালটেছে মাত্র। যে বার জন নাইট নরম্যাণ্ডির লর্ড অব এ্যাসট্রেম্যাভিলাকে গ্ল্যামরগ্যান-বিজয়ে সাহায্য করেছিলেন, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ তাঁদের একজন। ইংলণ্ডের এই অঞ্চলে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের বহু জমিদারী ছিল। রাজা ষ্টিফেনের সময়কার পাইপরোলে তাঁদের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে একজন এমন ধনী ছিলেন যে, রাজা জনের সময় তিনি নাইট্ হসপিটালারগণকে একটা গোটা জমিদারীই দান করেছিলেন। দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের সময়ে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্রায়ান ওয়েষ্টমিনিষ্টারের মহাপরিষদে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অলিভার ক্রমওয়েলের সময়ে আপনাদের বংশের প্রভাব প্রতিপত্তি একটু কমেছিল বটে, কিন্তু সে তেমন গুরুতর কিছু নয়। দ্বিতীয় চার্লসের সময় আপনাদের রাজভক্তির জন্যে আপনাদিগকে নাইট্‌স অব দি রয়েল ওক করা হয়েছিল। এইরূপে বংশের পর বংশ আপনাদের মধ্যে "সার জন" ছিল। ব্যারনেট্‌সির মত নাইটহুড যদি বংশগত বা জন্মগত হোত—যা প্রাচীন কালে ছিল—যখন নাইট-পিতার পুত্রও নাইট হোত—তা'হলে আজ আপনিও "সার জন" হোতেন।'

'ও কথা বলবেন না।'

পায়ের উপর চাবুকের আঘাত করিয়া ধর্ম্মযাজকটি বেশ একটু জোরের সহিতই বলিলেন 'মোটের উপর এরকম বংশ ইংলণ্ডে খুব কমই আছে।'

ডারবিফিল্ড বলিল 'চোখে যে আঁধার দেখচি! য়্যাঁ, সত্যি নেই? আর আমি কিনা এখানে বছরের পর বছর এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যেন আমি এ অঞ্চলের সবচেয়ে দীন হীন একটা কাঠুরিয়ার বেশী আর কিছু নই।……আচ্ছা, ধর্ম্মযাজক ট্রিংহ্যাম, আমার সম্বন্ধে এ সংবাদ আপনি কতদিন জেনেছেন?'

ধর্ম্মযাজকটি উত্তর দিলেন যে, যতদূর তাঁহার মনে পড়ে, একথা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, ইহা যে কোনদিন পুনরায় জানা যাইবে, তাহার সম্ভাবনাও ছিল না। গত বৎসর বসন্তকালে তাঁহার অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হয়। সেই সময় আরবারভাইলস পরিবারের উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিতে করিতে তিনি একটি শকটের উপর ডারবিফিল্ডের নাম খোদাই দেখতে পান। তারপর তিনি তাহার পিতা ও প্রপিতামহদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে থাকেন এবং পরিশেষে নিঃসংশয়ভাবে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আরও বলিলেন—

'প্রথমে আপনাকে এই অপ্রয়োজনীয় সংবাদ জানিয়ে বিব্রত করতে চাই নি। কিন্তু জানেন তো, আমাদের বিচার-বিবেচনার চেয়ে আমাদের প্রবৃত্তি সময়ে সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে? আমার মনে হোল, আপনি বোধ হয় এর পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে জেনে থাকবেন।'

'ব্ল্যাকমোরে আসার পূর্ব্বে আমাদের বংশের অবস্থা যে বেশ ভাল ছিল, তা অবশ্য দু'একবার শুনেছি। কিন্তু একথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নি, এই মনে করে যে, আজ যেখানে আমরা একটা ঘোড়া রেখেছি, সেদিন সেখানে না হয় দুটো ছিল। আমাদের একটা পুরাতন রূপোর চামচ ও একটা খোদাই করা সিল-মোহর আছে। কিন্তু ভগবান, একটা চামচ আর মোহর—সে আর এমন কি বস্তু!……এই সকল মহান্ আরবারভাইলসগণের সহিত আমার সম্পর্ক আছে, একথা যে ভাবাও যায় না। শুনা যায়, আমার প্রপিতামহ অনেক কিছু গোপন করতেন। কোথা থেকে তিনি এসেছিলেন, একথা কাকেও তিনি বলেন নি।……আচ্ছা, সাহস করে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, এখন আমাদের ধোঁয়া কোথায় উঠে? অর্থাৎ আমরা ডি আরবারভাইলসরা এখন কোথায় বাস করি?'

'আপনারা কোথাও বাস করেন না। কাউন্টি পরিবার হিসাবে আজ আপনারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন।'

'সে ত খুবই দুঃখের কথা!'

'হাঁ, ভুলে-ভরা বংশ-বিবরণী থেকে যা পাওয়া যায়, তা থেকে এই ধারণাই হয় যে, পিতৃপুরুষের দিক থেকে আপনারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। আপনাদের স্মৃতি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

'তাহলে আমাদের সমাধিস্থল কোথায়?'

'কিংসবেয়ার-সাব-গ্রিণ হলে। শ্রেণীর পর শ্রেণী ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে আপনারা শায়িত আছেন। পারবেক প্রস্তরের শ্বেত চন্দ্রাতপ-তলে আপনাদের কুশপুত্তলি আজও দেখতে পাওয়া যায়।'

'আমাদের বংশের প্রাসাদ বা জমিদারী কোথায়?'

'কিছুই নেই।'

'জমি জায়গাও নেই?'

'না, তাও নেই। অথচ একদিন এ জিনিষ আপনাদের প্রচুর ছিল। পুর্ব্বেই বলেছি, আপনাদের বংশের বহু শাখা-প্রশাখা ছিল। এই কাউন্টির কিংসবেয়ার, সার্টন, মিলপণ্ড, লালষ্টেড, ওয়েলব্রিজ প্রভৃতি স্থানে আপনাদের বসবাস ছিল।'

'আর কি আমরা সে সব ফিরে পাব না?

'তা বলতে পারি না।'

কিছুক্ষণ থামিয়া ডারবিফিল্ড প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা, এই সংবাদে আমার কি উপকার হতে পারে?'

'শক্তিমানেরও কেমন করে পতন হয়—এই চিন্তা দ্বারা শিক্ষা লাভ করা ছাড়া এতে আর কোন উপকার হবে না। স্থানীয় ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদের কাছে এ সংবাদের কিছু মূল্য আছে বটে। তা'ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কাউন্টির কুটিরবাসীদের মধ্যে আরও কয়েকটি বংশের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের অতীত গৌরব ঠিক এইরূপই। বিদায়।'

'ধর্ম্মযাজক ট্রিংহাম, চলুন না, একটু বিয়ার পান করি। রোলিভারের মত না হলেও পিওর ড্রপের মদও নিতান্ত মন্দ নয়।'

'না, ধন্যবাদ! আজ আর নয়। ডারবিফিল্ড, আপনিও ত দেখ্‌ছি আজ যথেষ্টই পান করেছেন।'

এই বলিয়া ধর্ম্মযাজকটি স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। যাইবার কালে এই অদ্ভুত কাহিনী লোকটিকে শোনান সমীচীন হইয়াছে কিনা—এই সন্দেহ তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল।

তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর ডারবিফিল্ড গভীর আত্ম-বিস্মৃতির সহিত কয়েক পদ অগ্রসর হইল। তারপর সামনে ঝুড়িটি রাখিয়া পথের ধারে তৃণাস্তীর্ণ ভূমিতে বসিয়া পড়িল। কয়েক মিনিটের মধ্যে, দূরে একটি যুবককে দেখা গেল। যেদিক হইতে ডারবিফিল্ড আসিয়াছিল, সেই দিক হইতে সেও আসিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ডারবিফিল্ড হাত তুলিয়া নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিতে, সে দ্রুতপদে তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

'ওহে ছোকরা, এই ঝুড়িটা নাও। আমি তোমাকে আমার একটা কাজে পাঠাতে চাই।'

বাখারির মত রোগা যুবকটি ভ্রূভঙ্গী করিল। 'জন ডারবিফিল্ড, তুমি কে যে আমায় হুকুম কর বা ছোকরা বলে ডাক? তুমিও আমার নাম জান, আর আমিও তোমাকে চিনি।'

'জান, জান? সে ত একটা গোপন কথা। আচ্ছা, এখন আমার হুকুম মান। আমি তোমাকে দিয়ে একটা সংবাদ পাঠাতে চাই। দেখ, ফ্রেড, আমি যে খুব বড় বংশে জন্মেছি—এই গোপন কথাটা তোমায় না জানিয়ে থাকতে পারছি না। আজ বিকালেই মাত্র এই কথা জানতে পারলাম।' বলিতে বলিতে পরম আরাম ভরে ডারবিফিল্ড ডেজি-পুষ্পাকীর্ণ ভূমিতলে ক্লান্ত দেহটাকে এলাইয়া দিল।

ডারবিফিল্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুবকটি তাহাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ-করিতে লাগিল।

শায়িত মানুষটি বলিতে লাগিল, 'যদি নাইটরা ব্যারোনেট হোত, যা হয়ে থাকে, তাহলে আজ আমি সার জন ডি, আরবারভাইল। আমার সম্বন্ধে সব কিছু ইতিহাসে লেখা আছে। আচ্ছা, ছোকরা, তুমি কিংসবেয়ার-সাব-গ্রিনহিল বলে কোন জায়গা জান?'

'হাঁ জানি। আমি গ্রিণহিলের মেলা দেখতে গিয়েছি।'

'সেই সহরের গির্জ্জার তলে শায়িত আছেন……'

'আমি যে জায়গার কথা বলছি, সে ত সহর নয়, একটা ছোট্ট গ্রাম মাত্র।'

'জায়গার জন্যে কিছু যায় আসে না। সে প্রশ্ন আমাদের নয়। সেখানের গ্রাম্য গির্জ্জার তলে আমার শত শত পূর্ব্বপুরুষ, বর্ম্ম ও মণিখচিত পোষাকে সজ্জিত হয়ে সীসার তৈরী বহু টন ওজনের শবাধারে শায়িত আছেন। সাউথ

ওয়েসেক্স কাউন্টিতে এমন কোন লোক নেই, যে আমার চেয়ে মহত্তর ও অধিকতর গৌরবজনক বংশের গর্ব্ব করতে পারে।'

'তাই নাকি!'

'এখন এই ঝুড়িটা নিয়ে মারলটে যাও। পিওর ড্রপ ইনে পৌছে, তাদের বোলো, যেন তারা আমার জন্যে গাড়ী আর ঘোড়া পাঠিয়ে দেয়। ঐ সঙ্গে ছোট্ট এক বোতল রম্ পাঠাতেও যেন না ভুলে। ঐ বাবদ আমার নামে খরচ লিখে রাখতে বোলো। তারপর এই ঝুড়িটা নিয়ে আমার বাড়ীতে যেও এবং আমার স্ত্রীকে ধোপার কাজ করতে বারণ করে দিও। তার আর ও কাজ করবার দরকার নেই। তাকে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বোলো। আজ তাকে আমি একটা বড় রকমের খবর দোব।'

যাবে কি না যাবে—যুবকটিকে ঐরূপ ভাবিতে দেখিয়া ডারবিফিল্ড পকেট হইতে তাহার অতি সামান্য সঞ্চয়ের একটি শিলিং বাহির করিল।

'এই নাও, ছোকরা, তোমার পারিশ্রমিক।'

শিলিংটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডারবিফিল্ড সম্বন্ধে যুবকটির ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

'সার জন, আপনাকে ধন্যবাদ, আর কিছু করতে হবে, সার জন?'

'হাঁ, বাড়ীতে বোলো যে, আজ রাত্রে আমি ভেড়ার মাংসভাজা খেতে চাই। যদি তা সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়, তাহলে ব্লাকপট হলেও চল্‌বে। যদি তাও না পারে, তাহলে নিতান্ত পক্ষে যেন চিটারলিং-এর ব্যবস্থা করে।'

ছোকরাটি ঝুড়িটি লইয়া যাইবে যাইবে করিতেছে, এমন সময় পল্লীর দিক থেকে ব্রাসব্যাণ্ডের শব্দ শোনা গেল।

ডারবিফিল্ড প্রশ্ন করিল, 'এটা কিসের বাজনা? আমার জন্যে নয় ত?'

'এটা মেয়েদের ক্লাব-ভ্রমণের বাজনা। কেন, আপনার মেয়েও ত এর একজন সভ্য।'

'সত্যি কথা বলতে কি, বড় বড় জিনিষের কথা ভাবতে ভাবতে, আমি একথা একেবারেই ভুলে গেছি। আচ্ছা, এখন তুমি মারলটে যাও, আর গাড়ী পাঠিয়ে দিও। আমি হয়ত ক্লাব হয়েও যেতে পারি।'

যুবকটি চলিয়া গেল। আর ডারবিফিল্ড অস্তমান সূর্য্যের স্তিমিত আলোকে তৃণ এবং ডেজি-পুষ্পাকীর্ণ ভূমিতলে শয়ন করিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ঐ পথে আর কোন লোক আসিল না; নীল শৈলমালা

বেষ্টিত প্রান্তরের মধ্যে মানুষের শব্দ বলিতে কেবল সেই ব্যাঙের অস্পষ্ট ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

...দুই...

রমণীয় ব্ল্যাকমোর উপত্যকার উত্তর-পূর্ব্বদিকের তরঙ্গায়িত অংশে মারলট গ্রামটি অবস্থিত। জন-বসতি-বিরল এই অঞ্চলটি চতুর্দ্দিকে শৈলমালা-পরিবেষ্টিত। লণ্ডন হইতে মাত্র চারি ঘণ্টার পথ হইলেও, ইহার অধিকাংশ স্থানে আজিও কোন ভ্রমণকারী বা প্রান্তর-চিত্রকরের পদার্পণ হয় নাই।

গ্রীষ্মকালে—যখন বারিপাত বন্ধ হইয়া যায়—তখন ব্যতীত অন্য সময়ে চতুর্দ্দিকস্থ শৈলমালার শৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে, এই উপত্যকাখানির পূর্ণ রূপটি দৃষ্টিগোচর হয়। বিশ্রী আবহাওয়ার দিনে, যখন ইহার সঙ্কীর্ণ পথগুলি দুর্গম ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়, তখন ইহার অভ্যন্তরে যদি কেহ বিনা-প্রদর্শকে প্রবেশ করে, তাহাহইলে ইহাকে তাহার ভাল না লাগিবারই কথা।

এই উর্ব্বর এবং সুরক্ষিত অঞ্চলটির মাঠগুলি চির-হরিৎ এবং ঝরণাগুলি চির-প্রবহমাণ। দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে চকমাটির গিরিমালা, যে-গুলি আবার হ্যামব্লেডন হিল, বুলব্যারো, নেটেলকম্বটাউট, ডগবেরি, হাইষ্টয় এবং বাবডাউন প্রভৃতি উচ্চভূমির ঊর্দ্ধ ভাগ স্পর্শ করিয়াছে। উপকূল-ভাগ হইতে যদি কোন পথিক বিশ মাইল এই চকমাটির প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া উত্তরাভিমুখে আসে, তাহা হইলে তাহার সম্মুখে দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হইবে। এমন স্থানে সে আসিয়া পৌঁছিবে, যেখানে সমতলভূমি সহসা খাড়াইভাবে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। সেখানে সে আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিবে যে, একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য-মণ্ডিত অঞ্চল মানচিত্রের মত তাহার পদতলে প্রসারিত। পশ্চাতে তাহার উন্মুক্ত-দ্বার পর্ব্বত-শ্রেণী, উপরে প্রখর কিরণবর্ষী জ্বলন্ত সূর্য্য। আর ঐ প্রান্তর এত বৃহৎ, যেন মনে হয়, উহার চারিধারে পর্ব্বত-শ্রেণীর কোন বন্ধনীই নাই। পথঘাট শুভ্র, অমলিন। লতা-গুল্মগুলি এত খর্ব্বাকৃতি যে, মনে হয়, যেন কেহ ঐগুলিকে কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছে। আর আবহাওয়াটা কেমন যেন বর্ণহীন। মনে হয়, যেন এখানে, এই উপত্যকায় জগৎটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং নমনীয়ভাবে গঠিত হইয়াছে। ঐ উচ্চতা হইতে নিম্নের ক্ষেতগুলিকে চারণভূমি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। আর গুল্ম-লতাগুলিকে এত ক্ষুদ্র দেখায় যে, মনে হয়, যেন ঘাসের হালকা সবুজের উপর ঘন সবুজ রং-এর সুতায়

বোনা অসংখ্য জাল বিছানো রহিয়াছে। নীচের আবহাওয়া নিষ্প্রভ ও বিষাদময়। উহার মধ্যে এমন একটা নীলাভ আমেজ আছে, যাহাকে শিল্পীরা মধ্যদূর বলিয়া থাকেন। আর দূর-দিগন্ত গভীর সামুদ্রিক নীলের মত দেখায়। কর্ষণোপযোগী জমির পরিমাণ খুব কম ও সীমাবদ্ধ। সামান্য ব্যতিক্রমগুলি গ্রাহ্য না করিলে, সমগ্র দৃশ্যটা দাঁড়ায় এইরূপ—বৃহৎ পর্ব্বতমালা ও উপত্যকা-ভূমির মধ্যে ঘন সবুজ তৃণ এবং তরু-লতায় ঢাকা ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও উপত্যকা-ভূমি। এই হইল ব্ল্যাকমোর উপত্যকা।

কি ঐতিহাসিক, কি নৈসর্গিক, উভয় দিক দিয়া অঞ্চলটির মূল্য আছে। প্রাচীনকালে উপত্যকাটিকে শ্বেত হরিণের বন বলা হইত। এ সম্বন্ধে একটা কৌতুককর গল্প প্রচলিত আছে। রাজা তৃতীয় হেনরী তাঁহার রাজত্বকালে একটি সুন্দর শ্বেত হরিণকে এই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া, কেহ যাহাতে ইহাকে হত্যা না করে, তাহার আদেশ দিয়াছিলেন। টমাস ডি লা লিণ্ড নামে জনৈক ব্যক্তি উক্ত আদেশ অমান্য করিয়া হরিণটিকে বধ করেন এবং তাহার জন্য তাঁহার গুরুতর অর্থদণ্ড হয়। সেই সময় এবং অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত, স্থানটি গভীর অরণ্যাবৃত ছিল। গিরি-গাত্রে সুপ্রাচীন ওকবৃক্ষ সমূহের ঘন বীথিকা, অবিন্যস্ত শালতরু-শ্রেণী এবং পশুচারণ ক্ষেত্রে ছায়া বিতরণকারী বিরাট কোটর-বিশিষ্ট বৃক্ষরাজি অতীতের সাক্ষীরূপে আজিও বিদ্যমান।

বনভূমি আজ আর নাই কিন্তু তাহার ছায়ার সহিত বিজড়িত কতকগুলি প্রথা আজিও বাঁচিয়া আছে। অনেকগুলি অবশ্য রূপান্তরিত বা ছদ্মবেশে প্রচলিত। উদাহরণ স্বরূপ, আজিকার অপরাহ্নের মে-নৃত্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখন যাহা ক্লাব-আনন্দ বা ক্লাব-ভ্রমণ নামে পরিচিত, উহা সেই মে-নৃত্যেরই নামান্তর।

মারলটের তরুণ-তরুণীগণের নিকট ইহা বড়ই আকর্ষণীয় বস্তু। কিন্তু কোথায় ইহার আসল আকর্ষণ নিহিত আছে, এই উৎসবে যোগদানকারীদের সে সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। প্রতি বৎসর শোভাযাত্রা করিয়া ভ্রমণ এবং নৃত্যের মধ্যে ইহার বিশেষত্ব নাই। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে যোগদানকারীদের সকলেই নারী। পুরুষদের ক্লাবে এই ধরণের উৎসবগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, একেবারে বিরল ছিল না। নারীজাতির স্বভাব-সুলভ লাজুকতার জন্যই হউক, বা তাহাদের পুরুষ-স্বজনবর্গের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের জন্য হউক, এই ধরণের মেয়েদের ক্লাবগুলি পুরুষদের ক্লাবের মত গৌরব বা পূর্ণতা

অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ঐ অঞ্চলের সেরিলিয়া উৎসব কেবল মারলট ক্লাবেই অনুষ্ঠিত হইত। জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে না হউক, কোন একটি উদ্দেশ্যে নিয়োজিত-প্রাণা ভগিনীর মত, এই উৎসব শত শত বৎসর ধরিয়া বাঁচিয়া আছে।

শোভাযাত্রিণীদের পরিধানে ছিল সাদা রং-এর গাউন—যাহা ওল্ডষ্টাইল দিনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। মনে পড়িয়া যায়, সেই দিনগুলির কথা, যখন মানুষের আনন্দোচ্ছলতা আর প্রকৃতির পট-পরিবর্ত্তন একই সুরে বাঁধা ছিল—যখন দূর হইতে আকর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের আবেগকে বৈচিত্র্যহীন সাধারণত্বে পরিণত করে নাই। প্রথমে তাহারা জোড়া বাঁধিয়া গ্রাম্য গির্জ্জাটিকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল। সবুজ তৃণ-গুল্ম-লতা-বেষ্টিত কুটীর দ্বারের সম্মুখ দিয়া যখন তাহারা পথ অতিবাহিত করিতেছিল, তখন সূর্য্যালোক তাহাদের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া এক অপরূপ মায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছিল। মনে হইতেছিল, যেন কল্পনা ও বাস্তবে মৃদু দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। সকলেই শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও, ঐ শুভ্রতা এক রূপ ছিল না। কাহারও রং ছিল বিশুদ্ধ শুভ্র, কাহারও বা একটু নীলাভ, কাহারও অনেকদিন অব্যবহৃত থাকার দরুণ একটু বিবর্ণ শুভ্র, কাহারও বা জর্জ্জিয় ধরণের শুভ্র ছিল।

ইহা ছাড়া, প্রত্যেকের ডান হাতে ছিল ত্বকহীন উইলো-শাখা আর বাম হাতে ছিল শুভ্র ফুলের গুচ্ছ। ঐগুলি শ্বেত ফ্রকের ঔজ্জ্বল্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। উইলো-শাখার ত্বকোন্মোচন এবং শুভ্র ফুল নির্ব্বাচন তাহারা পরম যত্ন সহকারে করিয়াছিল।

শোভাযাত্রার মধ্যে কয়েকটি মধ্যবয়স্কা, এমন কি প্রাচীনা নারীও ছিল। এই জাঁকজমক-পূর্ণ উৎসবে তাহাদের রূপালী কেশ এবং বার্দ্ধক্য ও দুঃখ-ক্লিষ্ট মুখগুলি কেমন যেন বেমানান ও করুণ মনে হইতেছিল। যাহাদের উদ্বেগাকুল এবং তাপদগ্ধ জীবনে চরম নিরানন্দের দিনগুলি দ্রুত ঘনাইয়া আসিতেছে—তারুণ্য-চপল সঙ্গিনীদের অপেক্ষা তাহাদের কথাই বলা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাহাদের কথা থাক। যাহাদের ধমনীতে জীবনের উষ্ণ শোণিত-ধারা দ্রুত প্রবহমাণ, তাহারাই আমাদের উদ্দেশ্য।

দলের অধিকাংশই ছিল তরুণী কিশোরী। তাহাদের অজস্র চুলে-ভরা মাথার উপর সান্ধ্য সূর্য্যের কিরণ-ছটা প্রতিফলিত হইয়া স্বর্ণ, কৃষ্ণ ও বাদামী রং-এর বিচিত্র বিভাস বর্ণায়িত হইতেছিল। তাহাদের কাহারও বা চোখ দুইটি, কাহারও

বা নাকটি, কাহারও বা মুখখানি ছিল সুন্দর। কাহারও বা তনুখানি ছিল সুন্দর, সুঠাম। কিন্তু যাহাকে নিখুঁত সুন্দরী বলা হয়, তাহাদের মধ্যে সে রকম কেহ ছিল না। বহু জনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তাহাদের এই অসংযত প্রকাশ হেতু তাহাদের অধর-ওষ্ঠ ছিল যেমন অসম্বদ্ধ, তেমনই তাহাদের মস্তকগুলি ছিল অবিন্যস্ত। তাহাদের ভাব-ভঙ্গীতে এমন একটা আড়ষ্টতা সহজেই লক্ষ্য হইতেছিল, যাহার জন্য স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল যে, তাহারা খাঁটি গ্রাম্য বালিকা এবং আজিও সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইবার মত সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

সূর্য্যালোকে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, তেমনই তাহাদের প্রাণ-মনকে উদ্দীপ্ত করিবার মত প্রত্যেকেরই অন্তরের মণি-কোঠায় ছিল এক একটি ছোট গোপন-সূর্য্য। সেগুলি কি? হয়ত কোন স্বপ্ন, কোন ভালবাসা, কোন সৌখিন কামনা—অন্ততঃপক্ষে কোন সুদূর অস্পষ্ট আশা, যাহা কিছুমাত্র পুর্ণ না হইয়াও, আজিও বাঁচিয়া আছে। আশা ত কোন দিন মরে না! এই কারণে তাহাদের কাহাকেও নিরানন্দ মনে হইতেছিল না; বরং অনেকেই আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পিওর ড্রপ ইনকে প্রদক্ষিণ করিয়া মাঠে নামিবার জন্য তাহারা বড় রাস্তার মোড় ঘুরিয়া একটা কাঠের ফটক অতিক্রম করিতেছে, এমন সময় একটি মেয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল---

'হায় ভগবান্, হায় ভগবান্! টেস ডারবিফিল্ড, তোমার বাবা গাড়ীতে চড়ে ঘর আসছে যে!'

এই চীৎকার শুনিয়া একটি কিশোরী বালিকা ঘুরিয়া তাকাইল। বালিকাটি দেখিতে বেশ সুশ্রী এবং লাবণ্যময়ী। দলের অন্যান্যদের অপেক্ষা সুন্দরী না হইলেও, তাহার চঞ্চল এবং সুগঠিত মুখখানি, আয়ত এবং সরল চোখ দুইটি তাহার দেহ ও বর্ণ-সুষমাকে ঔজ্জ্বল্য-মণ্ডিত করিয়াছিল। মাথায় সে একটি লাল ফিতা পরিয়াছিল। শুভ্র সজ্জায় সজ্জিত দলটির মধ্যে সে-ই কেবল ঐ সহজ-লক্ষ্য অলঙ্কারটির অধিকারিণী ছিল। মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই, সে দেখিতে পাইল, পিওর ড্রপ ইনেরই একটি গাড়ীতে চড়িয়া তাহার বাবা আসিতেছেন। গ্রাউনের আস্তিন কনুই পর্য্যন্ত গুটাইয়া কোঁকড়ান চুলের একটি চমৎকার স্বাস্থ্যবতী মেয়ে গাড়ীখানা চালাইতেছিল। সে হইতেছে প্রতিষ্ঠানটির সদানন্দময়ী পরিচারিকা, যে তাহার নিজস্ব সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যের ফাঁকে, কখনও বা ঝাড়ুদারের

কখনও বা গাড়োয়ানের কাজও করিত। ডারবিফিল্ড হেলান দিয়া বসিয়া এবং পরম আরামে চোখ দুইটি বুঝাইয়া মৃদু আবৃত্তির সুরে গুন গুন করিয়া গাহিতেছিল। গানের মর্ম্মটি এইরূপ :—

'কিংসবেয়ারে আমার বংশের বিরাট প্রাসাদ আছে। সেখানে সীসার তৈরী শবাধারে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা শায়িত আছেন।'

টেস ছাড়া অপর সকলে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার বাবা সকলের সম্মুখে নিজেকে হাস্যাস্পদ করিতেছেন—এই ধারণায় সে লজ্জায় ঘামিয়া উঠিল। তারপর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

'আসল কথা, বাবা আজ বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে গাড়ী করে বাড়ী আসতে হয়েছে। আজ আবার আমাদের ঘোড়াটার জিরোবার দিন কিনা!'

'ন্যাকামি রেখে দাও। দেখতে পাচ্ছনা, হাতে বাজারের ঝুড়ি রয়েছে? হো হো…'

টেস বলিল 'তোমরা যদি তাঁর সম্বন্ধে ঠাট্টা কর, তাহলে আমি আর এক পা এগোব না।'

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার গণ্ডের রক্তিমাভা তাহার সমস্ত মুখখানি ও গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার চোখ দুইটি অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল এবং সে মাটির দিকে চোখ নামাইল। তাহারা সত্যই তাহাকে আঘাত দিয়া ফেলিয়াছে—ইহা বুঝা মাত্র তাহারা আর কিছু বলিল না এবং অনতিবিলম্বে দলটির মধ্যে পুনরায় শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। একটা গভীর আত্মমর্য্যাদা-বোধের জন্য টেস মাথা তুলিয়া আর তাহার বাবার গানের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারিল না। কেবল যেখানে নৃত্য হইবার কথা ছিল, সেই ঘাসে-ঢাকা বেড়া-দেওয়া অঙ্গনটির দিকে নীরবে সঙ্গিনীদের অনুগমন করিল। যখন তাহারা গন্তব্যস্থলে পৌছিল, তখন সে তাহার মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছে এবং পূর্ব্বের মত সঙ্গিনীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বা তাহাদিগকে উইলো-শাখার দ্বারা মৃদু আঘাত করিতে সুরু করিয়াছে।

জীবনের এই বয়সে টেস ভাবাবেগে-ভরা একটা পাত্র ছাড়া আর কি! ঐ ভাবাবেগে আজিও অভিজ্ঞতার রং লাগে নাই। গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিলেও, আজিও সে গ্রামীন সুরে কথা বলা একেবারে ছাড়িতে পারে নাই।

শৈশবের নানা চিহ্ন আজও তাহার দেহে বর্ত্তমান। নারীত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ সত্ত্বেও, আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চলা-ফেরার মধ্যে গণ্ডদেশে দ্বাদশ বৎসরের রক্তিমাভা, নয়ন-যুগলে নবম বর্ষের দীপ্তি এবং মুখখানির বঙ্কিম রেখায় পঞ্চম বর্ষের নমনীয়তা দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

খুব কম লোকের চক্ষে টেসের চেহারার ঐ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছিল। আবার যাহারাও ঐ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তাহাদের খুব অল্পেরই মনে উহা রেখাপাত করিয়াছিল। পথিকদের কেহ কেহ পথ অতিবাহিত করিবার কালে তাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হইয়া বিস্মিতচিত্তে ভাবিতেছিল, জীবনে আর তাহাকে কোন দিন দেখিবার সৌভাগ্য হইবে কি না! কিন্তু অধিকাংশের নিকট সে একটি সুশ্রী এবং শ্যামলা পল্লীবালা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরিচালিকা-পরিচালিত বিজয়-রথে উপবিষ্ট ডারবিফিল্ড দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল; তাহার কণ্ঠস্বরও আর শুনা গেল না।

তারপর নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে দলটি প্রবেশ করিলে নৃত্য সুরু হইল। দলটিতে কোন পুরুষ না থাকায়, তরুণীগুলি প্রথমে নিজেদের মধ্যে জোড় বাঁধিয়া নৃত্য সুরু করিল। তারপর দিবাবসানে যখন শ্রমিকদের ছুটি হইল, তখন তাহাদের সহিত গ্রামের কর্ম্মহীন লোক এবং পদচারীরা একে একে সেখানে আসিয়া জুটিতে লাগিল এবং নৃত্যে যোগদান করিবার জন্য সঙ্গিনী বাছিতে আরম্ভ করিল।

নাচ দেখিবার জন্য যে-দর্শকদল জুটিয়াছিল, দেখা গেল, তাহাদের মধ্যে এমন তিনজন রহিয়াছে, যাহাদিগকে উচ্চ বংশজাত বলিয়া স্পষ্ট মনে হয়। কাঁধে তাহাদের ঝোলান ব্যাগ এবং হাতে মোটা লাঠি; তাহাদের চেহারার সাদৃশ্য এবং বয়সের তারতম্য দেখিয়া নিঃসন্দেহে মনে হয়, তাহারা তিনটি ভাই। জ্যেষ্ঠের পরিধানে ছিল সাদা রং-এর গলাবন্ধ, উঁচু ওয়েষ্ট-কোট পাতলা-ধার-ওয়ালা টুপি। দ্বিতীয়টিকে দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল, সে সাধারণ আণ্ডার-গ্রাজুয়েট; তৃতীয়টির আকৃতি বা প্রকৃতিতে এমন কোন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ছিল না, যাহার দ্বারা তাহার পরিচয়টি জানা যায়। তাহার ভাব-ভঙ্গীতে এমন একটা এলোমেলো ভাব প্রকাশ পাইতে ছিল যে, বেশ বুঝা যাইতেছিল, সে আজিও কোনও নির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বন করে নাই। সে যে সব কিছুর বিষয়ে একটি অনুসন্ধিৎসু ছাত্র, তাহার সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বুঝা যাইতেছিল।

তাহারা তাহাদের যে-সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিল, তাহা হইতে বুঝা গেল,

যে হুইটসান ছুটি কাটাইবার মানসে তাহারা ব্ল্যাকমোর উপত্যকা পরিভ্রমণে আসিয়াছে। তাহাদের গতিপথ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত শ্যাস্টন সহর হইতে উত্তর-পুর্ব্বদিকে। বড় রাস্তার উপর নির্ম্মিত কাঠের ফটকের উপর ভর দিয়া তাহারা ঐ নৃত্য এবং তরুণীদের সকলেরই শ্বেত পোষাক পরিবার অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। বেশ দেখা গেল যে, বড় দুইটি ভাই সেখানে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু পুরুষ-সঙ্গীহীন তরুণীদের ঐ নৃত্য তৃতীয়টিকে কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া তুলিল। সে ঐ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ততা দেখাইল না। কাঁধ হইতে ব্যাগ খুলিয়া লাঠি ও ব্যাগ ঝোপের উপর রাখিয়া সে ফটকটি খুলিল।

'এনজেল, তুমি কি করছ?' জ্যেষ্ঠটি জিজ্ঞাসা করিল।

'আমি ওদের সঙ্গে এক চক্কর নাচতে চাই; তোমরাও চল না—দুই এক মিনিটে আমাদের এমন কি দেরী হবে?'

জ্যেষ্ঠ উত্তর দিল—

'না, না, ছেলেমানুষি রেখে দাও। একদল গেঁয়ো মেয়ের সঙ্গে সকলের সামনে নাচা! ভেবে দেখ দেখি, যদি কেউ আমাদের দেখে ফেলে! এস এস, চলে এস। ষ্টাওয়ার ক্যাসেলে পৌঁছবার পুর্ব্বেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। এর মধ্যে কাছাকাছি রাত্রে থাকার মত জায়গা আর নেই। তা ছাড়া A Counterblast to Agnosticism-এর একটা অধ্যায় অন্ততঃ আজ শেষ করতেই হবে; কষ্ট করে বইটা এনেছি যখন।'

'আচ্ছা বেশ। তুমি আর কাথবার্ট ততক্ষণ এগোও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তোমাদের ধরে ফেলব। ফেলিক্স, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।'

বড় দুই ভাই একরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অনুরোধে সম্মতি দিল। যাহাতে ছোট ভাইটি সহজে তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহার ভার লাঘব করিবার জন্য তাহারা তাহার ব্যাগটি লইয়া গেল। কনিষ্ঠটি নৃত্যাঙ্গনে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণের জন্য নৃত্যে বিরতি হইল। তখন সে সাহস সঞ্চয় করিয়া কাছের দুই একটি বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'বড় দুঃখের কথা, বন্ধুগণ তোমাদের জুড়িরা কোথায়?'

দলের মধ্যে যে-টি সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, সে উত্তর দিল 'তারা এখনও কাজ

থেকে ফিরেনি। একে একে তারা এসে জুটবে; যতক্ষণ তারা না আসছে, ততক্ষণ আপনিই আমাদের একজন জুড়ি হোন না।'

'নিশ্চয়ই হব; কিন্তু এত জনের মধ্যে একজন আর কি হবে!'

'মোটে না থাকার চেয়ে একজনই ভাল। মেয়ে হয়ে কেবল মেয়ের মুখ দেখা এবং মেয়ের সঙ্গেই নাচা বড়ই একঘেয়ে লাগে। এখন আসুন, আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নিন।'

উহাদের মধ্যে লাজুক-ভাবাপন্ন একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল 'ছি ছি, অত বেহায়া হয়োনা।' যাহা হউক, আহ্বান পাইয়া তরুণটি এদিক ওদিক একবার চোখ বুলাইয়া একটু বাছিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু দলটির সকলেই তাহার কাছে এত অপরিচিত যে, তাহার পক্ষে নির্ব্বাচন করা কঠিন হইল। হাতের কাছেই যাহাকে পাইল, তাহাকেই সে বাছিল। বলা বাহুল্য, এই ভাগ্যবতীটি ঐ বাক্‌পটু মেয়েটিও নয়, আর টেসও নয়। উচ্চবংশ, পূর্ব্বপুরুষের কঙ্কালমালা কীর্ত্তিপূর্ণ ইতিহাস, ডি, আরবারভাইল মুখাবয়ব আজ পর্য্যন্ত জীবন-সংগ্রামে সাহায্য করা ত দূরের কথা, টেসকে সামান্য একটা নাচের জুড়ি সংগ্রহ করিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও সাহায্য করিল না। ভিক্টোরিয় যুগের চাকচিক্য-হীন নরম্যান শোণিত ইহার বেশী আর কি করিতে পারে!

যে-তরুণীটির সৌভাগ্যে সেদিন অন্যগুলি স্তিমিত ও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল, তাহার নাম জানা যায় নাই। কিন্তু সেদিনের সেই সন্ধ্যায় পুরুষ-সঙ্গী লাভের প্রথম সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল বলিয়া, সকলেই তাহাকে একটু ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিল। তবে দৃষ্টান্তের এমনই শক্তি যে, গ্রামের যে সকল ছোকরারা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহারাও এইবার তাড়াতাড়ি অঙ্গনে ঢুকিয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, অতি সাধারণ মেয়েটিরও জুড়ির অভাব নাই।

ঢং ঢং করিয়া গির্জ্জার ঘড়িটি বাজিয়া উঠিল। সেই ছাত্রটি এতক্ষণ প্রায় আত্মবিস্মৃতের মত নৃত্য করিতেছিল; সে সহসা বলিয়া উঠিল 'তাকে এখনই যেতে হবে। তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলতে হবে।'. নাচ বন্ধ করিয়া সরিয়া আসিতেই তাহার দৃষ্টি টেসের উপর পতিত হইল। কেন তাহাকে সে, পছন্দ করে নাই—এই নীরব ভৎ'সনা যেন তাহার আয়ত চোখ দুইটিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেটিও ঐ নীরব ভাষা বুঝিতে পারিয়া হৃদয়ে ব্যথা বোধ করিল। তবে এই বলিয়া সে মনকে প্রবোধ দিল যে, টেসেরই লাজুকতার

জন্যই সে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। এই ভাবিতে ভাবিতে সে নৃত্যাঙ্গন ত্যাগ করিল।

দীর্ঘ বিলম্বের জন্য সে এক প্রকার ছুটিয়াই চলিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া উচ্চভূমিতে আরোহণ করিল। কিন্তু এখনও সে তাহার ভাইদের সঙ্গ ধরিতে পারে নাই। নিঃশ্বাস লইবার জন্য থামিয়া সে পিছনে তাকাইল। দেখিল যে, বেড়া-ঘেরা সবুজ আঙিনায় তখনও শুভ্র পোষাক-পরিহিতা তরুণীগুলি নৃত্য করিতেছে। মনে হইল যেন, তাহারা ইহারই মধ্যে তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু একজন তাহাকে এত শীঘ্র ভুলিতে পারে নাই। দেখিল, একটি শুভ্র মূর্ত্তি বেড়ার ধারে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বেশ বুঝিতে পারিল যে, যাহার সহিত সে নৃত্য করিয়াছিল, এ মেয়েটি সে নয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত তুচ্ছ হইলেও, কি জানি কেন, তাহার মনে হইল যে, তাহার অবহেলায় মেয়েটি আঘাত পাইয়াছে। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, কেন সে তাহাকে আহ্বান করে নাই! মনে হইতে লাগিল, যদি সে তাহার নামটি জানিয়া রাখিত! মেয়েটি যেমন নম্র, তেমনই তাহার চোখ দুইটি মৌন ভাষায় মুখর। সৌখিন পোষাকে তাহাকে বড়ই পেলব মনে হইতেছিল। তাহার সম্বন্ধে যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছে।

কিন্তু এখন আর করিবার কিছু ছিল না। তাই সব ভাবনা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সে আগাইয়া চলিল।

…তিন…

টেস ডারবিফিল্ড কিন্তু এত সহজে ঘটনাটিকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। এখন তাহার সঙ্গীর অভাব নাই। কিন্তু নাচিবার উৎসাহ তাহার আর বিন্দুমাত্র ছিল না। কেবলই তাহার সেই তরুণটির কথা মনে পড়িতেছিল। তাহার কথা বলার ভঙ্গীটি কি সুন্দর! কই এখানের ছেলেরা ত তেমন মধুর ভাবে কথা কহিতে পারে না! অবশেষে তরুণ পথিকটির অপসৃয়মান মূর্ত্তিখানি পাহাড়-গাত্রে সূর্য্যালোকে মিলাইয়া গেল। এতক্ষণে তাহার সাময়িক অবসাদ কাটিয়া গিয়াছে এবং পুনরায় নাচিবার মত মনের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছে।

সন্ধ্যার আঁধার না নামা পর্য্যন্ত, সে তাহার সঙ্গীদের সহিত রহিল। হৃদয়ের ব্যথা খানিকটা লাঘব হওয়ায়, সে কিছুটা উৎসাহের সহিত নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিল বটে কিন্তু সেই নাচের মধ্যে তাহার প্রাণের যোগ ছিল না। তাই নৃত্যকালে সঙ্গিনীদের প্রেম-নিবেদন, আনন্দ-অশ্রু, হাসি-কান্না তাহার চিত্তে কোন সাড়াই জাগাইতে পারিল না। ইচ্ছা করিলে, সেও যে তাহাদের মত কাহারও না কাহারও প্রণয়-পাত্রী হইতে পারিত—এ চিন্তা তাহার মনে স্থানও পাইল না। তাই তাহাকে নৃত্যে সঙ্গিনীরূপে পাইবার জন্য যখন ছোকরাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছিল, তখন তাহাতে সে কিছুমাত্র উৎফুল্ল হইতে পারিল না; বরং যখন তাহারা ঐ ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিতেছিল, তখন সে তাহাদিগকে ভৎর্সনাই করিয়াছিল।

নৃত্যাঙ্গনে হয়ত আরও কিছুক্ষণ সে থাকিত। কিন্তু সহসা পিতার অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গী ও আচরণের কথা মনে পড়িয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। তাঁহার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং পল্লী-প্রান্তে যেখানে তাহার পৈতৃক কুটীরখানি অবস্থিত, দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবিত হইল।

কুটীর হইতে তখনও সে বেশ খানিকটা দূরে—এমন সময় আর এক ধরণের ছন্দিত শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। এ শব্দ তাহার অতি পরিচিত। কুটীরের ভিতর পাথরের মেঝের উপর জোরে দোলা নাড়ান এবং তাহারই তালে তালে নারী-কণ্ঠে একটি পরিচিত সঙ্গীতের দুই এক কলি গীত হইতেছিল—

হেরেছি তাহারে আমি সবুজ বনানীতলে
এস প্রিয়, বলিব সে কোথায়!

দোলা নাড়ান এবং সঙ্গীত বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে শিশু-কণ্ঠের ক্রন্দন শুনা যাইতেছিল।

'ছোট্ট চোখ দুটি, মোমের মত গাল দুটি, চেরী ফুলের মত মুখটি, সুঠাম পা দুটি! আমার বাছার সবই সুন্দর!'

এই আদরের পর পুনরায় দোলা নাড়ান এবং গান চলিতেছিল। এই অবস্থায় টেস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সঙ্গীতের সুর-মাধুর্য্য সত্ত্বেও কুটীরের ভিতরের দৃশ্য অবর্ণনীয় রুক্ষতায়

টেসের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। উন্মুক্ত প্রান্তরের দীপ্ত আনন্দোৎসব, শুভ্র বেশ-বাস, পুষ্পের স্তবক, উইলো-শাখা, সবুজ তৃণোপরি ছন্দে ছন্দে প্রদক্ষিণ, পথিকটির প্রতি মধুর অনুরাগ—এই সব হইতে এই এক-দীপালোকিত কুটীর-কক্ষের পীত বিষণ্ণতা! কত পার্থক্য! ইহার সহিত—মায়ের গৃহকর্ম্মে সহায়তা না করিয়া বাহিরে সময় কাটাইয়া সে যেন কত বড় অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে—এই চিন্তা যুক্ত হইয়া তাহার সমস্ত অন্তরকে তীব্র আত্মগ্লানিতে ভরিয়া দিল।

মা তখনও কাপড় কাচার কাজে ব্যস্ত। ছোট ছোট ভাই-বোনগুলি তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, যে-সাদা ফ্রক পরিয়া এতক্ষণ সে নৃত্য করিতেছিল এবং অসাবধানে যাহার প্রান্তভাগ ঘাসের সবুজ রং-এ রাঙাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা তাহারই মায়ের হাতে কাচা এবং ইস্ত্রি করা। এই কথা মনে হওয়া মাত্র, তাহার অন্তরে অনুশোচনার তীক্ষ্ণ হুল বিদ্ধ হইল।

অভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী এক পায়ের উপর ভর দিয়া গামলার পাশে মা কাপড় কাচার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আর মাঝে মাঝে দোলা নাড়াইতেছিলেন। বহু বর্ষের একটানা ব্যবহারে দোলার তলাটা প্রায় চেপটা হইয়া গিয়াছিল। তাই দোলাটি নাড়াইতে যেমন প্রচণ্ড শব্দ হইতেছিল, তেমনই তাহার ঝাঁকুনিতে দোলায় শায়িত শিশুটি তাঁতের মাকুর মত এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

দোলা দুলিয়া চলিয়াছে। আর তাহারই আন্দোলনে উত্থিত বায়ু-তরঙ্গে কক্ষের দীর্ঘায়িতা দীপ-শিখাটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মায়ের দুই কনুই বাহিয়া জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। টেসকে দেখিয়া মা গান থামাইলেন। সংসারের চাপে মা সব সখ-আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিলেও, সঙ্গীত-প্রীতিটা আজিও ছাড়িতে পারেন নাই। তাই যখনই কোন নূতন গানের সুর ব্ল্যাকমোর উপত্যকায় ভাসিয়া আসিত, তাহাকে আয়ত্ত করিতে তাঁহার সপ্তাহ খানেকের বেশী সময় লাগিত না।

মায়ের সারা অঙ্গে তখনও অস্তমিত যৌবনের শেষ রশ্মিটুকু যাই যাই করিয়াও যায় নাই। টেসের দেহ-লাবণ্য যে তাহার মায়ের কাছ হইতেই পাওয়া, মা ও মেয়েকে এক সঙ্গে দেখিলে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

টেস বলিল 'মা, আমিই দোলা নাড়াচ্ছি। না হয়, আমাকে কাপড়গুলো

নিঙড়াতে দাও। আমি মনে করেছিলাম, তোমার কাজ বুঝি অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে।'

সব কাজ তাঁহার উপর ফেলিয়া বাহিরে সময় কাটাইবার জন্য মা যে টেসের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নয়। সত্য কথা বলিতে কি, জোয়ান কোন দিনই কাজের জন্য তাহাকে তিরস্কার করেন নাই; বরং যখন কাজের চাপ বেশী মনে হইত, তখন পরে করিবার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া, তিনি নিজের ভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতেন। আজ যেন মাকে সে অন্যান্য দিন অপেক্ষা বেশ একটু খোশমেজাজেই দেখিতে পাইল। মায়ের চোখে কেমন একটা স্বপ্নালুতা এবং অন্যমনস্কভাব, কেমন একটা আনন্দ-আলোক সে লক্ষ্য করিল।

মা বলিলেন 'টেস, এসেছ মা! ভালই হয়েছে। তোমার বাবাকে আনতে আমি এখনই যাব। কিন্তু ইতিমধ্যে যা ঘটেছে, তা আগে তোমাকে জানাই। শুনলে তুমি খুশিই হবে।'

টেস প্রশ্ন করিল 'আমার বেরিয়ে যাবার পর?'

'হাঁ।'

'এই জন্যে কি বাবা আজ বিকালে এমন কাণ্ড করে বসেছিলেন, যার জন্যে লজ্জায় আমার মাথা মাটিতে মিশে গেছল!'

'হাঁ, ব্যাপারটা কতকটা তাই। আজকেই সবে জানা গেল যে, আমাদের মত মানী বংশ আর নেই। আমরা অতি বনেদী বংশ। আমাদের আসল নাম হচ্ছে ডি, আরবারভাইল। আচ্ছা, টেস, সত্যি করে বলত, কথাটা শুনে তোমার বুক আনন্দে ফুলে উঠছে কিনা? এই জন্যেই তোমার বাবা আজ গাড়ী চড়ে এসেছিলেন। লোকে কিন্তু মনে করেছে যে, মাতাল হওয়ার জন্যেই তাকে গাড়ী করে আনতে হয়েছে।'

'আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু মা, এতে কি আমাদের কিছু উপকার হবে?'

'অবশ্যই হবে। আমরা ত খুবই আশা করছি, এবার আমাদের ভাগ্য ফিরবে। খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে, আমাদেরই কোন ধনী আত্মীয় আমাদের খোঁজ করবেই। স্ন্যাস্টন থেকে ফিরবার পথে তোমার বাবা খবরটা জানতে পেরেছেন।'

সহসা টেস প্রশ্ন করিল 'বাবা কোথায়?'

মা উত্তরের ছলে একটা অপ্রাসঙ্গিক সংবাদ দিলেন ; 'ডাক্তার দেখাতে তিনি আজ স্ট্যাস্টনে গিয়েছিলেন। ডাক্তার বলেছেন যে, তাঁর অসুখটা ক্ষয়-রোগ নয়। তবে হৃৎপিণ্ডের চার দিকে চর্ব্বি জন্মেছে। ঠিক এইরকম।' বলিতে বলিতে তিনি বুড়ো আঙ্গুল এবং তর্জ্জনী এক করিয়া ইংরাজী 'সি'-র মত করিলেন। 'ডাক্তার বলেছেন যে, এখনও এই ফাঁকটুকু আছে।' তারপর আঙ্গুল দুইটি এক জায়গায় করিয়া বলিলেন 'যখনই এটা বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই তোমার বাবার মৃত্যু ঘটবে। তবে কতদিনে ওটা বন্ধ হবে, তা বলা যায় না। তা সে দশ বছরেও হতে পারে, দশ মাসেও হতে পারে, আবার দশ দিনেও হতে পারে।'

কথাটা শুনামাত্র টেস কেমন একটা আতঙ্ক-গ্রস্ত হইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, এই হঠাৎ সৌভাগ্যোদয় সত্ত্বেও তাহার পিতাকে অনন্ত আঁধারে মিশিয়া যাইতে হইবে! পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল 'বাবা কোথায় ?'

বার বার এই প্রশ্ন মায়ের ভাল লাগিল না। বলিলেন 'বাছা, চটিও না। সংবাদটা শুনা থেকে তিনি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে, আধঘণ্টাটাক আগে রোলিভার সরাইখানায় গিয়েছেন। তা ছাড়া মৌচাকের বাক্সের বোঝা নিয়ে কালই তাঁকে যেতে হবে। তাই একটু তাজা হয়ে আসতে গেছেন। রাত বারটার একটু পরেই বেরোতে হবে। পথ ত কম নয়!'

অধৈর্য্যের সহিত টেস উত্তর দিল 'তাজা হতে গেছেন!' তাহার দুই চোখ বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। 'হা ভগবান! শরীর তাজা করবার জন্যে মদের দোকানে যাওয়া? আর মা, তুমিও তাতে রাজী হলে!'

তাহার এই তিরস্কার, তাহার এই মনোভাব ঘরখানার আবহাওয়াকে কেমন যেন নিষ্প্রভ করিয়া দিল! ঘরের আসবাব পত্র, প্রদীপটি, খেলায় মত্ত ছেলের দল এবং মা নিজেও যেন কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন।

মা বেদনার্দ্র স্বরে বলিলেন 'আমি কি মা যেতে দিয়েছি! এতক্ষণ আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তুমি ফিরলে তোমায় ঘরে রেখে তোমার বাবাকে আনতে যাব!'

'আমিই যাব, মা।'

'না টেস। তুমি তাঁকে আনতে পারবে না।'

টেস আর জিদ করিল না। মায়ের আপত্তির কারণ তাহার অবিদিত

ছিল না। সাজ-পোষাক পরিতে পরিতে মা বলিলেন 'টেস, মা, Complete Fortune-Teller-খানা বাইরের ঘরে রেখে এস ত।' বইখানা টেবিলের উপর হাতের কাছেই পড়িয়া থাকে। বার-বার পকেটে ঢুকাইবার ফলে বইটার ধার অক্ষরের কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে। টেস বইখানা হাতে করিল। একটু পরেই মা বাহির হইয়া গেলেন।

মিসেস ডারবিফিল্ডের জীবনে সমস্ত সুখ-আহ্লাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সন্তান লালন-পালনের শত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও, কেবল আজিও যেটা তিনি ছাড়িতে পারেন নাই, সেটি হইতেছে অশক্ত, অক্ষম স্বামীকে খুঁজিবার ছলে মাঝে মাঝে সরাইখানায় যাওয়া। রোলিভার সরাইখানায় স্বামীকে খুঁজিয়া পাওয়া এবং সংসারের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া ঘণ্টা দুই তাঁহার পাশে বসিয়া সময় কাটান—ইহার মধ্যেই তিনি তাঁহার দুঃখ-জর্জ্জর জীবনে খানিকটা শান্তির সন্ধান পাইতেন। বেদনা-মলিন সংসারে উহাই যেন একটু আলো, একটু দীপ্তি আনিয়া দিত। বাস্তব জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট একপ্রকার আধ্যাত্মিক স্বপ্নালুতায় পর্য্যবসিত হইত। মনে হইত, যেন একটা শান্ত, স্নিগ্ধ আত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত করাইবার কারণ ছাড়া ঐ গুলি আর কিছুই নয়। মনে হইত, যেন উহারা দেহ ও আত্মাকে আর নিষ্পিষ্ট করে না। দৃষ্টির বাহিরে, ছোট ছোট শিশুগুলি, যাহাদিগকে কতদিন অবাঞ্ছিত মনে করিয়াছেন, সহসা অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া কামনার ধন রূপে দেখা দিত। নিত্যকার জীবনের ঘটনাবলীতে যেন আর রূপ-রসের অভাব থাকিত না। স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মনে হইত, তাঁহারা যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে প্রথম জীবনের বর-বধূতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি বিস্মৃত হইয়া আর একবার প্রেমের আলোকে তিনি তাঁহাকে আদর্শ প্রণয়ীরূপে দেখিয়া লইতেন।

ঘরের মধ্যে রহিল একা টেস, আর ছোট ছোট ভাইবোনগুলি। প্রথমেই সে বাহিরের ঘরে গিয়া চালের মধ্যে Fortune-Teller-খানাকে গুঁজিয়া রাখিল। কাঠ-পাথর প্রভৃতি প্রাণহীন বস্তুকে বন্য মানুষেরা যেমন ভীতির চক্ষে দেখে এবং তাহাদের সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য পুজা-অর্চ্চনা করে, তেমনই ঐ বইখানা সম্বন্ধে মায়ের চিত্তে কেমন একটা ভীতির ভাব ছিল। যাহার জন্য তিনি বইখানাকে কখনও সারা রাত্রি শুইবার ঘরে রাখিতেন না। প্রয়োজন হইলে বইটাকে আনা হইত। কিন্তু প্রয়োজন ফুরাইলে সঙ্গে

সঙ্গে বাহিরের ঘরে রাখিয়া আসা হইত। মা ও মেয়েকে একসঙ্গে দেখিলে মনে হইত, যেন ভিক্টোরিয় যুগ এবং জেকোবিয়ান যুগ একত্র মিশিয়াছে। দুই জনের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান! একজন নানা অন্ধ কুসংস্কারে ভরা—যাহার কথাবার্ত্তায় এখনও গ্রাম্য সুরের টান পর্য্যন্ত রহিয়াছে। আর একজনের চিত্ত শিক্ষায়-দীক্ষায় উজ্জ্বল—এবং যাহার ভাষা অতি পরিমার্জ্জিত।

বাহিরের ঘর হইতে আঙিনার উপর দিয়া ফিরিতে ফিরিতে টেস ভাবিতে লাগিল, কি কারণে আজ বইখানার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে যে-সংবাদ আজ জানা গিয়াছে, সেই সম্বন্ধেই যে বইখানার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু একবারের জন্যও সে ভাবিতে পারিল না যে, তাহার সম্পর্কেই বইখানার প্রয়োজন হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ সব চিন্তা মন হইতে সবলে দূর করিয়া দিয়া ইস্ত্রি করিবার জন্য সে কাপড় জামায় জল ছিটাইতে লাগিল। এই কাজে নয় বৎসরের ভাই এব্রাহাম, সাড়ে বার বৎসরের বোন এলিজা-লুইসা তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। আর আর ছোট ভাইবোনগুলি ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টেস এবং এলিজা-লুইসার বয়সের তফাৎ চারি বৎসরের। ঐ সময়ের মধ্যে তাহার যে আর ভাই-বোন হয় নাই, তাহা নয়। তবে তাহাদের কেহই বাঁচিয়া নাই। এই কারণে যখন মা বাড়ীতে না থাকিতেন, তখন টেসকেই তাঁহার স্থান লইতে হইত। এব্রাহামের পর দুইটি বোন—হোপ (আশা) ও মডেষ্টি (নমিতা)। তাহার পরেরটি তিন বছরের একটি ভাই। কোলের ভাইটির বয়স এখনও বৎসর পার হয় নাই।

এই অসহায় প্রাণীগুলি ডারবিফিল্ড-তরণীর যাত্রী। তাহাদের সুখ-দুঃখ, আহ্লাদ-আনন্দ, বাঁচা-মরা—সব কিছুই নির্ভর করিতেছিল তাহাদের পিতা-মাতার বিচার-বিবেচনার উপর। যদি তাঁহারা দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, অনশন-মৃত্যুর মধ্যে তরণী বাহিতে চাহিতেন, তাহা হইলে ঐ অর্দ্ধ ডজন বন্দীগুলিরও তাঁহাদের সঙ্গী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ত দূরের কথা, অপর কোন সুবিধাজনক সর্ত্তেও তাহারা জন্ম পরিগ্রহ করিতে সম্মত ছিল কি না, এই পৃথিবীতে আনিবার পূর্ব্বে এই প্রশ্ন তাহাদিগকে একবারের জন্যও করা হয় নাই। যে-কবির প্রচারিত দর্শন, গভীরতা এবং অভ্রান্তির জন্য ঐকালে তাঁহারই রচিত সঙ্গীতের মত সমধিক প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়াছিল—সব কিছুর পশ্চাতে প্রকৃতির মঙ্গলময় হস্তের নির্দ্দেশ আছে—এই তত্ত্ব তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, ডারবিফিল্ড পরিবারকে দেখিয়া, তাহা জানিবার জন্য কেহ কেহ স্বতঃই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিবে।

রাত্রি ক্রমেই গভীরতর হইতে লাগিল। কিন্তু না ফিরিলেন বাবা, না ফিরিলেন মা। টেস বার বার দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শুধু তাহাই নয়, মনশ্চক্ষে সারা মারলট গ্রামখানা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ফেলিল। কল্প-নেত্রে সে দেখিতে পাইল, একে একে গ্রামের কুটীরগুলিতে দীপ নিভিয়া আসিতেছে এবং গ্রামবাসীরা নিদ্রাদেবীর কোলে ঢুলিয়া পড়িতেছে। এই সঙ্গে যে দীপ নিভাইতেছে, তাহার মূর্ত্তি এবং তাহার প্রসারিত হস্তখানিও তাহার মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠিল।

বেশ বুঝিতে পারিল, তাহার মাকেও আনিতে কাহাকেও পাঠাইতে হইবে। যাহার শরীর ভাল নয় এবং রাত্রি বারটার একটু পরেই যাহাকে দূরপথে যাত্রা করিতে হইবে, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সরাইখানায় থাকা তাহার পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক—এই কথা সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই দুশ্চিন্তায় সে অস্থির হইয়া উঠিল।

ছোট ভাইটিকে ডাকিয়া বলিল 'ভাই এব্রাহাম, একবার রোলিভারে যেতে পারবে ? কিছু ভয় নেই।'

শুনিবা মাত্র এব্রাহাম তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং টুপিটা মাথায় দিয়া রাত্রির নিকষ কালোয় মিশিয়া গেল। আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সেও ফিরিল না। মনে হইতে লাগিল, যেন কুহকিনী সরাইখানার মায়াজালে তাহারা সকলেই আটকাইয়া গিয়াছে।

অবশেষে সে নিজেই যাইতে মনস্থ করিল।

এতক্ষণে লিজা-লুও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমন্ত ভাইবোনগুলিকে তালা বন্ধ করিয়া সে পথে নামিয়া পড়িল। একে রাত্রির গভীর অন্ধকার, তাহার উপর আঁকা-বাঁকা সঙ্কীর্ণ পথ। তাই তাড়াতাড়ি চলিতে পারিল না। যে-যুগে এখনকার মত ইঞ্চি পরিমাণ জমির এত উচ্চ মূল্য ছিল না, সেই যুগে তৈয়ারী হইলেও, পথখানি ছিল অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা ও অপরিসর।

···চার···

ঐ দীর্ঘ এবং অসংলগ্ন পল্লীর এই প্রান্তে রোলিভারের সরাইখানাই একমাত্র

মদের দোকান, যাহা আধা-লাইসেন্সে চলিত। এই কারণে আইনানুযায়ী কেহ উহার মধ্যে মদ্যপান করিতে পারিত না। রেলিং-এর গায়ে ইঞ্চি ছয়েক চওড়া এবং গজ দুই লম্বা একটা তক্তা তার দিয়া ঝোলান থাকিত। যে-সকল পথিক তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মদ্যপান করিতে চাহিত, তাহারা ঐ তক্তার উপর তাহাদের পান-পাত্র রাখিয়া মদ্য ভরিয়া লইত এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া পান করিত। পান-শেষে পলিনেসিয়ার ধরণে তলানিটুকু ধূলিপূর্ণ পথে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইত। যাইবার কালে ভাবিয়া যাইত যে, যদি ভিতরে বিশ্রামের জন্য একটা আসন পাইত, তাহাহইলে কত আরামেরই না হইত!

পথিকদের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। উহারা ছাড়া স্থানীয় বাসিন্দারাও ছিল। তাহারাও পথিকদের মত একই বাসনা পোষণ করিত; আর ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়।

অদ্য সন্ধ্যায় দ্বিতলের একটি প্রশস্ত শয়ন-কক্ষে দশ-বার জন লোকের মজলিস বসিয়াছিল। গৃহস্বামিনী মিসেস রোলিভারের সদ্য-পরিত্যক্ত একখানি পশমী শালে জানালাটি ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সমবেত ব্যক্তিগণের সকলেই মারলটের কাছাকাছি পাড়ার অধিবাসী। প্রায়ই তাহারা এখানে আসিয়া থাকে। এই অসংলগ্ন গ্রামখানির একমাত্র পুরা-লাইসেন্স-প্রাপ্ত সরাবখানা হইতেছে পিওর ড্রপ। কিন্তু কেবল দূরের জন্যই যে এ প্রান্তের অধিবাসীরা সেখানে যাইতে উৎসাহ বোধ করিত না, তাহা নয়। রোলিভারে আসার অন্য কারণও ছিল। রোলিভার যে-মদ্য পরিবেশন করিত, তাহা পিওর ড্রপের চেয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া, অনেকে বাহিরে দাঁড়াইয়াও তাহার মদ্য পান করিতে রাজী ছিল, তথাপি রোলিভার ছাড়িয়া পিওর ড্রপে যাইতে চাহিত না।

ঘরের ভিতর একটা লিকে-লিকে চৌপায়া শুইবার খাটে কয়েক জন বসিয়াছিল। কেহ কেহ চেষ্ট-ড্রয়ারের উপর, কেহ কেহ ওককাঠের কোফারের উপর, কেহ বা হাত-মুখ ধুইবার মঞ্চে, কেহ বা টুলের উপর আপন-আপন বসিবার আসনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। যে যেখানেই বসুক, তাহাদের বসিবার ধরণে বেশ বোধ হইতেছিল যে, তাহারা চমৎকার আরামেই বসিয়াছে। মদ্যপানের ফলে তাহাদের মানসিক অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল, যেন তাহাদের আত্মা জরাব্যাধি-গ্রস্ত এই নশ্বর দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন স্বর্গধামে বিচরণ করিতেছে! উহার ফলে ঘরখানি এবং তাহার আসবাবপত্রগুলি যেন বৈভব্যের গরিমায় ও জাঁক-জমকে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

জানালায় ঝোলান পশমী শালটি মূল্যবান পর্দ্দা এবং চেষ্ট-ড্রয়ারের পিতলের হাতলগুলি কক্ষ-দ্বারের স্বর্ণ-বলয় বলিয়া মনে হইতেছিল। আর খাটিয়ার মশারি টাঙ্গাইবার বাঁকান খুঁটিগুলি যেন সোলোমনের মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিরাটকায় স্তম্ভগুলির মত বিরাজ করিতেছিল।

টেসের উপর কুটীরের ভার দিয়া মিসেস ডারবিফিল্ড ক্ষিপ্রগতিতে রোলিভারে আসিলেন। সামনের দুয়ার খুলিয়া অন্ধকার সিঁড়িঘর পার হইয়া দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি-দুয়ারটি এমন ভাবে খুলিয়া ফেলিলেন, যেন উহার কল-কব্জা তাঁহার কত পরিচিত। আঁকা-বাঁকা সিঁড়িটা অবশ্য তাঁহাকে অতি সন্তর্পণেই পার হইতে হইয়াছিল। তারপর যেখানে মজলিস বসিয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইতেই, সকলে তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পায়ের শব্দে সচকিত হইয়া গৃহস্বামী চীৎকার করিয়া বলিলেন '—আমার কয়েকজন বন্ধুকে নিজ ব্যয়ে আপ্যায়ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি মাত্র।' তারপর উঁকি মারিয়া যখন দেখিতে পাইলেন যে, আগন্তুকটি আর কেহ নয়, মিসেস ডারবিফিল্ড, তখন আশ্বস্ত হইয়া সহাস্যমুখে বলিলেন 'ও হরি, তুমি মিসেস ডারবিফিল্ড? আমি মনে করেছিলাম, বুঝি কোন সরকারী কর্ম্মচারী।'

মিসেস ডারবিফিল্ড কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া যেখানে তাঁহার স্বামী উপবিষ্ট ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামী মৃদুস্বরে আপন মনে গান গাহিতেছিলেন। গানের ভাবার্থ সেই একই—'আমরা ধনী ও মানী বংশের লোক, আমাদের বহু কীর্ত্তি আছে, ইত্যাদি।'

মিসেস ডারবিফিল্ড হৃষ্টচিত্তে অস্ফুটস্বরে স্বামীকে বলিলেন 'আমার মাথায় একটা চমৎকার মতলব এসেছে। শুনবে? ও জন, তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ না?'—এই বলিয়া কনুই দিয়া তিনি তাঁহাকে একটু ঠেলা দিলেন। কিন্তু ইহাতেও জনের গান থামিল না। তিনি তাঁহাকে এমন ভাবে দেখিতে লাগিলেন, যেন মিসেস ডারবিফিল্ড জানালার বাহিরে, আর তিনি ভিতরে।

গৃহস্বামিনী বলিলেন 'বাছা, অত জোরে গান গেয়োনা। কোন সরকারী কর্ম্মচারী যদি এই পথে যাবার সময় গান শুনতে পায়, তাহলে আমার লাইসেন্সটি যাবে।'

মিসেস ডারবিফিল্ড গৃহস্বামিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনি আমাদের খবর সব শুনেছেন ত? উনি নিশ্চয় বলেছেন।'

"হাঁ কিছু কিছু শুনেছি, কিন্তু ও থেকে তোমাদের কিছু উপকার হবার সম্ভাবনা আছে কি ?'

জোয়ান ডারবিফিল্ড বিজ্ঞের মত উত্তর দিলেন 'সেটা বলতে পারি না। তবে গাড়ীতে চড়তে না পাওয়ার চেয়ে গাড়ীর কাছে যেতে পারাও ত খানিকটা লাভের।' তারপর কণ্ঠস্বর নামাইয়া ধীরে ধীরে স্বামীকে বলিতে লাগিলেন 'দেখ খবরটা শুনার পর থেকে একটা কথা ভাবছি। সেটা হচ্ছে, চেজ নদীর কাছাকাছি ট্যান্টি্রজে একটি ধনী মেয়ে আছেন; তার নামও ডি, আরবারভাইল।'

'য়ঁ্যা, তাই নাকি ?'

মিসেস ডারবিফিল্ড পুনরায় কথাটা বলিলেন। 'মেয়েটি নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞাতি হবেন। আমার ইচ্ছা, টেসকে তার কাছে পাঠিয়ে আমাদের সহিত তাঁর যে সম্পর্ক, সেটা জানাই।'

'তোমার কাছেই এই প্রথম শুনলাম যে, ডি, আরবারভাইল নামে একটি মেয়ে আছেন। কিন্তু ধর্ম্মযাজক ট্রিংহাম এ সম্বন্ধে আমায় কিছু বলেন নি। তবে এটা ঠিক যে, মেয়েটির নাম ডি, আরবারভাইল হলেও, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের দূর সম্পর্কীয়া কোন জ্ঞাতি হবেন।'

এই আলোচনার কালে মাতা-পিতার কেহই লক্ষ্য করিল না যে, কখন এব্রাহাম আসিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে বাড়ী ফিরিবার জন্য বলিবার অপেক্ষায় আছে।

'মেয়েটির অবস্থা বেশ ভাল। তিনি নিশ্চয়ই টেসকে ঠেলতে পারবেন না। মনে হয় ভালই হবে; আর একই বংশের দুটি শাখার মধ্যে কেন সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে না, তা বুঝতে পারি না।'

খাটিয়ার তলা হইতে এব্রাহাম উত্তর দিল 'সে ভারি মজার হবে। টেস যখন তার বাড়ী যাবে, আমরাও তখন তার সঙ্গে যাব। গাড়ীতে চড়ব, দামী জামা-কাপড় পরব।'

'আরে এব্রাহাম যে! তুই কখন এলি ? আর কি যা তা বকছিস ? যা সিঁড়িতে খেলা করগে। এখনই ঘর যাব।......হাঁ, এই মেয়েটির কাছে টেসের যাওয়া খুবই দরকার। সে নিশ্চয়ই মেয়েটির মনের মত হবে এবং ঐ সূত্রে টেসের ভাল ঘরে ভাল বরে বিয়েও হয়ে যেতে পারে। আর এটা যে ঘটবে, তা আমি ভালভাবেই জানি।'

'কেমন করে জানলে?'

'ফরচুন টেলার বইখানা আজই দেখছিলাম। টেসের জীবনে যে ওটা ঘটবেই তা স্পষ্ট দেখলাম। আচ্ছা জন, টেসকে তুমি আজ দেখেছ কি? বলতে নেই, তবু না বলে থাকতে পারছি না ; টেসকে আজ যেন রাজ-রাণীর মত দেখাচ্ছিল।'

'এ সম্বন্ধে টেসের মতামত জেনেছ কি?'

'তাকে এ সম্বন্ধে এখনও কিছু বলিনি। ডি, আরবারভাইল নামে যে একটি অবস্থাশালিনী মেয়ে আছেন, সে খবর এখনও সে পায়নি। ভাল ঘরে ভাল বরে পড়বার সম্ভাবনা যখন এতে রয়েছে, তখন টেসের এতে অমত করবার কি কারণ থাকতে পারে?'

'টেসটা বড় অদ্ভুত কিনা!'

'কিন্তু আমি মা ; আমি তাকে যত জানি, তত তুমি জান না। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

সঙ্গোপনে এই কথাবার্ত্তা চলিলেও, পাশেই যাহারা ছিল, উহার কিছু কিছু তাহাদের কানেও গেল। তাহারা বেশ বুঝিল, ডারবিফিল্ড দম্পতি আজ একটা গুরুতর আলোচনায় মত্ত এবং তাহাদের কন্যা টেসের জীবনে শীঘ্রই যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

একজন ফোড়ন কাটিল 'টেস মেয়েটি সত্যিই চমৎকার। তবে জোয়ান ডারবিফিল্ড সাবধান থাকবেন, যেন বয়ে না যায়!'

আলোচনাটা উপস্থিত সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। একটু পরেই সিঁড়িতে কাহার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

গৃহস্বামিনী তাঁহার অভ্যস্ত রীতি অনুসারে চীৎকার করিয়া বলিতে সুরু করিলেন 'নিজ ব্যয়ে কয়েকজন বন্ধুকে আপ্যায়ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি মাত্র।' একটু পরেই দেখা গেল, আগন্তুক আর কেহ নয়, আলোচনার মুখ্য বিষয়-বস্তু স্বয়ং টেসই।

মদ্যের তীব্র গন্ধে পরিপূর্ণ কক্ষের আবহাওয়া কুঞ্চিত-কপোল মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে বেমানান না হইলেও, উহার মধ্যে টেসকে কেমন যেন বিসদৃশ মনে হইল এবং উহা মায়ের চোখেও ধরা পড়িল। টেসের কাজল-কালো আয়ত চোখ দুইটিতে ভর্ৎসনার বিজলী ঝলসিতে না ঝলসিতে মাতা-পিতা গ্লাসের অবশিষ্ট মদ্যটুকু পান করিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া নামিতে সুরু করিলেন।

তাহাদিগকে নামিতে দেখিয়া মিসেস রোলিভার বলিলেন 'বাছারা, পথে চেঁচামিচি কোর না। যদি কর, আমার লাইসেন্স যাবে, আমাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাবে, আরও কত কি যে করবে, তা ভগবানই জানেন!'

তাহারা বাড়ী চলিল। ডারবিফিল্ডের একা চলিবার মত অবস্থা ছিল না। তাই মা ও মেয়ে দুই জনে তাঁহার দুই হাত ধরিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, ডারবিফিল্ড যে খুব বেশী মদ্যপান করিয়াছিলেন, তাহা নয়; কিন্তু তাঁহার শরীর এমনই হইয়া গিয়াছিল যে, সামান্য পান করিলেও তিনি আর দৃঢ় থাকিতে পারিতেন না। এতক্ষণ তাঁহার মুখে কোন কথা ছিলনা; কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি হইতেই তাঁহার কণ্ঠে পুনরায় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। গানের ভাবার্থ সেই একই—'আমরা ধনী ও মানী বংশের লোক। আমাদের নানা কীর্ত্তি আছে, ইত্যাদি।'

'চুপ চুপ, জ্যাকি, তোমার বংশই যে একমাত্র ধনী ও মানী বংশ ছিল, তা ত নয়। একবার য়্যাঙ্কটেলস, হোরসিস এবং ট্রিংহামদের কথা ভাব দেখি। তারাও একদিন খুব বড় ছিল; অবশ্য তোমাদের মত বড় ছিলনা বটে। কিন্তু তারাও ত তোমাদেরই মত আজ দীন হীন হয়ে গেছে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি বড় বংশের মেয়ে নই এবং তাতে আমার লজ্জারও কোন কারণ নেই।'

'অতটা নিশ্চিত হয়ো না। তোমার কথাবার্ত্তা চাল-চলন দেখে ত বেশ মনে হয় যে, তুমি যে ঘরের মেয়ে সে ঘরও একদিন খুব বড় ঘর ছিল। তবে তোমার পতনটাই হয়েছে সব চেয়ে বেশী।'

টেসের মনে তখন বংশ-গৌরবের ভাবনা ছিল না। সে কেবলই ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া বাবা এই অবস্থায় মৌচাকের বাক্সের বোঝা লইয়া যাইবেন। তাই কথার মোড় ঘুরাইবার জন্য সে বলিল 'আমার মনে হয়, কাল অত সকালে বাবা মৌচাকের বাক্সের বোঝা নিয়ে যেতে পারবেন না।'

'কে আমি? খুব পারব, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমি আবার ঠিক হয়ে উঠব।'

সকলে যখন শয্যা গ্রহণ করিল, তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। আর মৌচাকের বাক্সের বোঝা লইয়া কাষ্টারব্রিজে যাত্রা করিবার শেষ সময় রাত্রি দুইটা। পথের দূরত্ব কুড়ি হইতে ত্রিশ মাইল এবং পথও অত্যন্ত দুর্গম; ঘোড়া এবং গাড়ী উভয়ই নিকৃষ্ট ধরণের। বড় ঘরটাতে ভাই-ভগিনী-

গুলি সহ টেস ঘুমাইতেছিল। রাত্রি যখন দেড়টা, তখন মা সেই ঘরে আসিলেন। মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে টেসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মা বলিলেন 'টেস, মা, যা দেখছি, তোমার বাবা বোধ হয় যেতে পারবেন না।'

টেস বিছানায় উঠিয়া বসিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে যে অদৃশ্য অন্তর্ভূমি বিদ্যমান, তাহাতে সে হারাইয়া গিয়াছে।

সে উত্তর দিল 'কিন্তু যাকে হোক ত যেতেই হবে। অমনই দেরি হয়ে গেছে। তার উপর যদি কালও না যাওয়া হয়, তাহলে মৌচাকের বাক্সগুলা এবছর আর বিক্রি হবে না।'

এই অবস্থায় মিসেস ডারবিফিল্ড একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ; বলিলেন 'আচ্ছা টেস, একটা কাজ করলে হয় না ? যারা কাল তোমার সঙ্গে নেচেছিল, তাদের কেউ একজন যায় না ?'

'না, না, মা, সে আমি কিছুতেই হতে দেব না।' টেস সগর্ব্বে উত্তর দিল। 'বাবা কেন যেতে পারলেন না, তা যখন জানাজানি হয়ে যাবে, তখন লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। যদি এব্রাহাম আমার সঙ্গে যায়, আমিই যেতে পারি।'

অবশেষে মা এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন। ঘরের এক কোণে এব্রাহাম তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তাহাকে একরূপ জোর করিয়া জাগাইয়া পোষাক পরান হইল। তখনও সে যেন ভিন্ন জগতে বিচরণ করিতেছে! ইতিমধ্যে টেস তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া তৈয়ারী হইয়া আসিল ; তারপর লণ্ঠন হাতে ভাই-ভগিনী আস্তাবলের দিকে চলিল জরা-জীর্ণ গাড়ীটাতে পূর্ব্বেই মাল বোঝাই দেওয়া হইয়াছিল। এখন টেস কেবল প্রিন্সকে আস্তাবল হইতে বাহির করিয়া আনিল। ঘোড়াটাকে দেখিয়া মনে হইল, তাহার অবস্থা গাড়ীটার চেয়েও কাহিল।

হতভাগ্য প্রাণীটি একবার রাত্রির নিকষ অন্ধকারের প্রতি, একবার মসীলিপ্ত লণ্ঠনটির প্রতি, একবার ঐ মনুষ্য-মূর্ত্তি দুইটির প্রতি বিস্ময়াহত নয়নে তাকাইতে লাগিল। বিশ্ব-চরাচর যখন সুপ্তিমগ্ন, নিষুতি রাত্রির সেই নীরব প্রহরে, কেন যে তাহাকেই কেবল বাহিরে যাইয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, ইহার কোন হেতুই সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। টেস এবং এব্রাহাম কতকগুলি আধপোড়া বাতি লণ্ঠনটির মধ্যে ঢুকাইয়া উহাকে গাড়ীর বোঝাতে ঝুলাইয়া দিল। তারপর ঘোড়াটাকে চালাইয়া দিল। সামনেই যে পথ, তাহা

অত্যন্ত উঁচু-নীচু বলিয়া তাহারা দুর্ব্বল ঘোড়াটার ভার লাঘব করিবার জন্য পাশেপাশে চলিতে লাগিল। এতক্ষণ প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতই এব্রাহাম পথ চলিতেছিল; ক্রমেই সে জাগিতে আরম্ভ করিল। নক্ষত্র-খচিত কৃষ্ণ আকাশের পটভূমিকায় পথিপার্শ্বের অন্ধকার বস্তুপুঞ্জ যে বিচিত্র অবয়ব ধারণ করিতেছিল, তাহাদের সম্বন্ধে সে অনর্গল কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আত্মগোপনের স্থান হইতে শিকারের উপর বাঘ যে ভাবে ঝাপাইয়া পড়ে, অন্ধকারে এক একটা গাছকে ঠিক সেই রকম দেখাইতেছিল। কোন কোনটাকে বিরাটকায় দৈত্যের ঝাঁকড়া মাথার মত মনে হইতেছিল।

শীঘ্রই তাহারা ষ্টাওয়ার ক্যাস্‌ল নামে ছোট একটি সহর—যেন কতকটা অর্দ্ধ-জাগরিত অবস্থায়—পার হইয়া গেল। এইবার তাহারা উচ্চভূমিতে পৌঁছিয়াছে। বাম পার্শ্বে বুলব্যারো বা বিলব্যারোর মৃত্তিকা-পরিখা-বেষ্টিত সমুন্নত পর্ব্বতমালা—যেন আকাশের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এখান হইতে পথটা অপেক্ষাকৃত মসৃণ। তাই তাহারা এবার গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে উঠিয়া এব্রাহাম চিন্তাস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভণিতার সুরে এব্রাহাম ডাকিল 'দিদি!'

'কি ভাই!'

'আমরা মানী ও ধনী বংশে জন্মেছি—এই সংবাদে কি তুমি খুশি হওনি?'

'না, বিশেষ খুশি হইনি!'

'কিন্তু একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছে, এতেও কি তুমি আনন্দিত হও নি?'

মুখ তুলিয়া টেস বলিল 'কি বলছ?'

'আমাদের নূতন ধনী কুটুম্বটি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিবেন।'

'আমার বিয়ে? ধনী কুটুম্ব? কিন্তু ধনী কুটুম্ব ত আমাদের কেউ নেই, ভাই। আচ্ছা, এসব তোমার মাথায় ঢুকালে কে?'

'আমি যখন বাবা-মাকে আনতে রোলিভারে গেছলাম, তখন তাঁরা ঐ কথা বলাবলি করছিলেন। ট্যান্‌ট্রিজ না কোথায়, কে একজন ধনী মেয়ে আছেন। তিনি নাকি আমাদের কুটুম্ব। মা বললেন, তুমি যদি তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের পরিচয় দাও, তাহলে নিশ্চয় তিনি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিবেন।'

এই সংবাদে টেস একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার মুখে ভাষা ফুটিল না। এব্রাহাম কিন্তু চুপ করিল না। বলার আনন্দেই সে বলিয়া চলিয়াছে ; কাজেই শ্রোতা থাক আর না থাক, তাহাতে তাহার কিছু যায় আসে না। তাই দিদির এই অকস্মাৎ গাম্ভীর্য্য তাহার চিত্তে কোন রেখাপাত করিল না। গাড়ীতে বোঝাই মালের উপর ঠেস দিয়া ঊর্দ্ধমুখে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের কথা সে বলিয়া চলিল। এই বিশ্ব-সংসারের সব কিছুই একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, অতএব কোন কিছুতে ক্ষোভ বা অভিযোগের কিছু নাই—এই দৃষ্টিতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন জগৎ ও জীবনকে দেখিয়া থাকেন, তেমনই বহু যোজন দূরে মর্ত্ত্যভূমিতে ঐ যে দুইটি মানব-শিশু নিশীথিনীর নিস্তব্ধ যামে পথ বাহিতেছে—তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জের কোন উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগের কারণ নাই—যেন পরম নির্লিপ্ততার সহিত তাহারা তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। এব্রাহাম প্রশ্ন করিল, ঐ যে সুদূর নভোমণ্ডলে লক্ষ-কোটি জ্যোতিষ্ক মিট মিট করিয়া জলিতেছে, তাহারা তাহাদের নিকট হইতে কত দূরে? উহাদের আড়ালে কি ভগবান রহিয়াছেন? এই ভাবে আপন মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন সে করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ঐ অর্থহীন প্রলাপের মাঝে মাঝে সে ধনী কুটুম্বটির কথা এবং টেসের বিবাহের কথাও বলিতে ভুলিতেছিল না। এই বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টি-রহস্য অপেক্ষা ঐ গুলিই যেন তাহার কল্পনাকে অভিভূত করিয়াছিল বেশী। টেসের যদি সত্যই ধনী ভদ্রলোকের সঙ্গে বিবাহ হয়, তাহাহইলে নিশ্চয়ই সে এমন অর্থ পাইবে, যাহার দ্বারা একটি স্পাইগ্লাস কেনা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। আর সেই কাচের মধ্য দিয়া যখন সে ঐ গ্রহ-তারাগুলিকে দেখিবে, তখন ঐগুলি তাহাদের অতি নিকটেই মনে হইবে।

পরিবারের সকলের মুখেই তাহার বিবাহের কথা আলোচিত হইতে থাকায়, অসহ্য বিরক্তিতে টেসের অন্তর তিক্ত হইয়া গিয়াছিল।

সে অধৈর্য্যের সহিত চীৎকার করিয়া বলিল 'এব্রাহাম, ওসব কথা তুমি বন্ধ করবে কি?'

'দিদি, তুমি না বলেছিলে ঐ নক্ষত্রগুলা ঠিক আমাদের এই পৃথিবীর মত?'

'হাঁ।'

'সকলগুলাই আমাদের মত?'

'তা ঠিক জানি না। তবে তাই মনে হয়। কখনো কখনো ওগুলাকে আমাদের বাগানের আপেলগুলার মত মনে হয়। বেশীর ভাগই চমৎকার নিখুঁত, আবার কয়েকটা পোকায়-খাওয়া।'

'আচ্ছা দিদি, আমাদের এই পৃথিবীটা চমৎকার, না পোকায়-খাওয়া?'

'পোকায়-খাওয়া।'

'এতগুলা নিখুঁত থাকা সত্ত্বেও, আমরা এই পোকায়-খাওয়াটাতে এলাম কেন? এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি আছে?'

'সত্যি তাই।'

'আচ্ছা দিদি, তুমি যা বলছ, তা কি ঠিক?' এই অদ্ভুত সংবাদে সে যেন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। 'আচ্ছা দিদি, আমরা যদি একটা নিখুঁত পৃথিবীতে জন্মাতাম, তাহলে কি হোত?'

'তাহলে বাবাকে ক্ষয়রোগে ভুগে ভুগে এমন করে মরণের দিকে এগিয়ে যেতে হোত না। তিনিই আজ এই বোঝা নিয়ে কাষ্টারব্রিজে যেতে পারতেন; আর মা যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও হাতের কাজ ফুরাতে পারেন না—তাঁকেও তা করতে হোত না।'

'আর তুমিও দিদি ধনীর মেয়ে হয়ে জন্মাতে। এমন করে বিয়ে করে ধনী হবার চেষ্টা তোমায় করতে হোত না।'

'ওঃ এবি! তোমাকে আমি নিষেধ করছি, বারবার তুমি এসব কথা বোল না।'

টেসের নিকট হইতে এই ধমক খাইয়া এব্রাহাম এবার একা একাই ভাবিতে সুরু করিল এবং তাহার ফলে অল্প ক্ষণের মধ্যেই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ঘোড়া চালানর ব্যাপারে বিশেষ দক্ষ না হইলেও, টেস ভাবিল, বেশ খানিক ক্ষণ সে একাই চালাইতে পারিবে। এই সাহসে সে এব্রাহামকে ঘুমাইতে দিল এবং ঘুমন্ত অবস্থায় সে যাহাতে গাড়ী হইতে পড়িয়া না যায়, এই জন্য মৌচাকের বাক্স দিয়া একটা পাখীর বাসার মত তৈয়ারী করিয়া দিল। তারপর লাগাম হাতে করিয়া পুর্ব্বের মত ঘোড়া চালাইয়া চলিল।

কিন্তু প্রিন্সের জন্য বিশেষ মনোযোগও প্রয়োজন হইল না। তাহার দেহে এমন শক্তি ছিল না যে, সে উদ্দাম বেগে ছুটিতে পারে। এব্রাহাম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; এখন তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার কেহ নাই। তাই মৌচাকের বাক্সগুলিতে হেলান দিয়া টেস গভীর আত্ম-বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া

গেল। পথের দুই পার্শ্বে সুবৃহৎ তরুশ্রেণী এবং ঘন-পল্লবিত লতা-গুল্মের যে ছেদহীন মূক-মৌন শোভাযাত্রা চলিয়াছিল, তাহা যেন বাস্তবাতীত কোন স্বপ্নরাজ্যের ছবি! মাঝে মাঝে হাহা শব্দে বাতাস বহিতেছিল। মনে হইতেছিল, উহা যেন কোন বিরাট ব্যথিত আত্মার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস!

তারপর নিজের জীবনের দিকে চাহিয়া সব কিছুই তাহার যেন কেমন অর্থহীন মনে হইল। পিতার এই যে বংশ-গর্ব্ব, ইহা নিছক অহমিকা ছাড়া আর কি! তাহাকে কোন ধনী যুবকের হাতে তুলিয়া দিবার যে রঙ্গীন স্বপ্ন-বয়নে মাতা ব্যস্ত, তাহার পশ্চাতে কি যুক্তি আছে? যাহাকে কন্যার স্বামী রূপে দেখিবার জন্য তিনি আশা পোষণ করিবেন, তাহাদের নগ্ন দারিদ্র্য এবং অসার বংশ-গৌরবে তিনি যে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন না, তাহাতে নিশ্চয়তা কি! মাতা-পিতার সব কিছুই তাহার নিকট যুক্তিহীন আতিশয্য বলিয়া মনে হইল। এই ভাবে কোথায় দিয়া যে সময় কাটিয়া গিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পরিল না। হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকুনিতে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখিল, সেও এব্রাহামের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

ঘুমে অচেতন হওয়ার পর তাহারা যে বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল। আরও দেখিল যে, তাহাদের গাড়ী আর আগাইতেছে না। তৎপরিবর্ত্তে এমন একটা অস্বাভাবিক গোঙানির শব্দ তাহার কানে আসিল, যাহা সে জীবনে শুনে নাই। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার শুনা গেল 'ওখানে কে?'

তাহাদের লণ্ঠনটি নিভিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আর একটা লণ্ঠনের আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। উহার জ্যোতি তাহাদের টির চাইতে ঢের বেশী। একটা সাংঘাতিক কিছু যে ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না। ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম এমন একটা কিছুর সহিত আটকাইয়াছে, যাহার জন্য পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

দারুণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া টেস গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি ভয়ঙ্কর সত্য আবিষ্কার করিল। ঐ যে গোঙানি, উহা আর কাহারও নয়। পিতার একমাত্র সহায়-সম্বল প্রিন্সের বিদীর্ণ বক্ষ হইতেই ঐ গোঙানি উত্থিত হইতেছিল। প্রতিদিন যেমন যায়, আজিও তেমনই অতি নিঃশব্দে এবং তীর বেগে সকালের ডাকগাড়ী ছুটিতেছিল। তাহাই তাহাদের মন্থরগামী

এবং আলোকহীন গাড়ীখানার উপর প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। ডাকগাড়ীর সামনে যে সূচাল লৌহদণ্ড থাকে, তাহাই তীক্ষ্ণ তরবারির মত হতভাগ্য প্রিন্সের বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ফলে যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে তাহার জীবন-শোণিত ফোয়ারার মত হুসহুস শব্দে বাহির হইয়া পথের উপর পড়িতেছে।

উন্মাদিনীর মত টেস হাত দিয়া ঐ রক্ত-স্রোত বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইল। তাহার ফল এই হইল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ, পোষাক-পরিচ্ছদ রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। অসহায়ভাবে ও নির্নিমেষ নয়নে সে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রিন্সও যতক্ষণ পারিল, নিশ্চল নিষ্কম্পভাবে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিল। তারপর সহসা তাহার প্রাণহীন দেহখানা একটা স্তূপের মত ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

এতক্ষণে ডাকগাড়ীর চালকটি তাহার কাছে আসিয়াছে। আসিয়াই সে প্রিন্সের তখনও উত্তপ্ত দেহখানা বন্ধন মুক্ত করিয়া একপাশে টানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু ততক্ষণে প্রিন্স ত মরিয়া গিয়াছে ! আর কিছু করিবার নাই দেখিয়া, সে তাহার নিজের গাড়ীর ঘোড়াটার কাছে যাইল। দেখিল, সেটির দেহে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

'তুমি ভুল দিকে গাড়ী চালাচ্ছিলে।' লোকটি বলিল। 'কিন্তু আমার ত বিলম্ব করবার উপায় নেই। ডাক নিয়ে এখনই যেতে হবে। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া তোমার পক্ষে আর কিছু করার নেই। আমি যত শীঘ্র পারি, তোমার সাহায্যের জন্যে কাউকে না কাউকে পাঠাচ্ছি। সকাল হতে দেরি নেই। তুমি ভয় পেয়ো না।'

এই বলিয়া সে নিজের গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। পলকের মধ্যে সমস্ত আবহাওয়াটা যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। একে একে পাখীরা সব জাগিল। তাহাদের কলরবে প্রভাত-আকাশ মুখরিত হইল। অন্ধকারে অবলুপ্ত পথ-রেখার শুভ্রতা আবার জাগিয়া উঠিল। কিন্তু টেসের রক্তহীন মূর্ত্তি শুভ্রতায় তাহাকেও হার মানাইল। সামনের বিপুল রক্ত-ধারা ক্রমেই জমিয়া যাইতেছিল এবং চিকচিক করিতেছিল। ত্রিকোণ কাচখণ্ডের উপর সূর্য্যালোক পড়িয়া যেমন শতশত বর্ণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, তেমনই ঐ জমাট রক্ত-ধারার উপর নবারুণের লোহিত কিরণ পতিত হইয়া অনুরূপ বর্ণ-বিভূতি সৃষ্টি করিতেছিল। পার্শ্বেই প্রিন্সের স্পন্দনহীন কঠিন শীতল দেহ পড়িয়া আছে। চোখ দুইটি তাহার অর্দ্ধ-নিমীলিত ; বক্ষের ক্ষতটি এত ক্ষুদ্র

মনে হইতেছিল যে, কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না, ঐ পথেই তাহার প্রাণ-প্রবাহিনী উৎসারিত হইয়া গিয়াছে।

ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া টেসের সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠিল। 'এ আমারই কাজ, আমিই এর জন্যে দায়ী; আমার কোন মার্জ্জনা নেই। এবার কি করে আমাদের চলবে! কেমন করে বুড়া মা-বাবা, ছোট ছোট ভাই-বোনগুলি বাঁচবে! এবি, এবি!' সমস্ত দুর্ঘটনার মধ্যে এবি একবারের জন্যও জাগে নাই। তাহাকে একরূপ ধাক্কা দিয়াই সে জাগাইল। 'ভাইরে, মৌচাকের বাক্সের বোঝা নিয়ে আর আমরা যেতে পারব না! প্রিন্স মরে গেছে!'

কত বড় সর্ব্বনাশ ইহারই মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে শিশু এব্রাহামেরও বেশী সময় লাগিল না। সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার পেলব কপালে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের কপালের কুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিল।

টেস আত্মবিলাপ করিয়া বলিল 'কেন কাল এত আনন্দ করলাম, এত নাচলাম, এত হাসলাম! আমি এত মূর্খ, ভাবলেও নিজের উপর নিজেরই ঘৃণা হয়!'

অশ্রুপূর্ণ নয়নে এব্রাহাম বলিল, 'দিদি, একটা পোকা-ধরা জগতে আমরা বাস করি বলেই কি আমাদের ভাগ্যে এটা ঘটল? যদি নিখুঁত জগতে বাস করতাম, তাহলে হয়ত এটা ঘটত না।'

পাথরের তৈয়ারী প্রতিমার মত টেস নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, অপেক্ষার যেন আর শেষ নাই। তারপর একটা শব্দে চকিত হইয়া দেখিল, ডাকগাড়ীর চালক তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। তারপর প্রিন্সের স্থলে নূতন ঘোড়াটিকে জুড়িয়া মালপত্র কাষ্টারব্রিজে লইয়া যাওয়া হইল।

সন্ধ্যার দিকে শূন্য গাড়ীখানা আবার দুর্ঘটনার স্থানে আসিল। পথপার্শ্বে একটা পরিখায় প্রিন্সের মৃতদেহ সকাল হইতে পড়িয়া আছে। রাস্তার মধ্যস্থলে রক্ত-চিহ্ন তখনও একেবারে মুছিয়া যায় নাই। পথবাহী যান-বাহনের চক্রে তাহা অস্পষ্ট হইয়াছে মাত্র। যে-গাড়ী এতদিন প্রিন্স টানিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাই তাহার মৃতদেহকে মারলটে বহিয়া আনিল। প্রিন্সের মৃতদেহ যখন গাড়ীতে বোঝাই করা হইতেছিল, তখন অস্তমান সূর্য্যের আলোকে তাহার লৌহ-পাদুকাগুলি চকচক করিয়া উঠিল।

টেস তাহার বহু পুর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিল। কেমন করিয়া ঐ চরম দুঃসংবাদ বৃদ্ধ মাতা-পিতার নিকট ব্যক্ত করিবে, ইহা ভাবিয়া সে কুল-কিনারা পাইল না। বাড়ী ফিরিয়া তাঁহাদের মুখের ভাবে তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ঐ দুঃসংবাদ বহু পুর্ব্বেই তাঁহাদের নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে; কিন্তু যে আত্মগ্লানির তুষানল তাহার অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, ইহাতে তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। তাহার অবহেলার জন্যই যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এই অভিযোগ হইতে সে নিজেকে কোন মতে নিষ্কৃতি দিতে পারিল না।

এই দুর্ঘটনা ঐ দারিদ্র্য-জর্জ্জরিত সংসারে কত বড় বিপর্য্যয় যে আনিয়া দিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পিতা-মাতার বিন্দুমাত্র কষ্ট হইল না। এইবার অর্দ্ধাশন ও অনশনই যে সংসারের একমাত্র পরিণাম এবং অবশেষে মৃত্যুই যে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করিবে, ইহা যেন তাঁহারা দিব্যালোকেই দেখিতে পাইলেন। তথাপি তাঁহারা বিচলিত হইলেন না, ক্রোধ করিলেন না। ঐ নিদারুণ শাস্তি বিধাতার দান বলিয়া পরম আত্ম-সমর্পিতের মত তাঁহারা উহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। তাই টেসকে তাঁহারা তিরস্কার করিলেন না। টেসই বরং নিজেকে যতটা অপরাধী মনে করিল, এমনটি কেহই করিল না।

প্রিন্সের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া গ্রামের মুচি এবং কসাই চামড়া ও মাংসের লোভে আসিয়া জুটিল। উহার পরিবর্ত্তে তাহারা সামান্য কয়েকটি শিলিং দিতে চাহিল। অস্থি-চর্ম্মসার প্রিন্সের দেহের জন্য উহার বেশীই বা আর কি দিবে? কিন্তু ডারবিফিল্ড উহা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

'না, প্রিন্সের দেহ আমি বিক্রি করব না। আমরা—ডি, আরবারভাইলরা যখন নাইট ছিলাম, তখন বিড়াল-কুকুরের খাদ্য হবে বলে কি আমাদের মরা ঘোড়া বিক্রি করতাম? তাছাড়া যে-প্রিন্স সারা জীবন ধরে আমাদের সেবা করেছে, আজ সামান্য কয়েকটি শিলিং-এর লোভে তার মৃতদেহ মুচি-কসাই-এর হাতে ছেড়ে দেব? না, তা হতে পারে না। দাও তাদের শিলিং ফিরিয়ে।'

গত কয়েক মাসে সামান্য একটু সব্জি-বাগানের জন্যও ডারবিফিল্ড যাহা করেন নাই, আজ তিনি তাহাই করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া প্রিন্সের শেষ-শয্যা রচনার জন্য তিনি সমাধি-স্থল খনন করিলেন।

কবর খনন সমাপ্ত হইল। তারপর পত্নীর সহায়তায় তিনি দড়ি বাঁধিয়া

প্রিন্সের মৃতদেহ টানিয়া লইয়া চলিলেন। ছেলে-মেয়েরা পিছু পিছু চলিল—যেন তাহারা শবানুগমন করিতেছে। এব্রাহাম ও লিজালু নিঃশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। হোপ ও মডেষ্টি কিন্তু আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না। অসহ্য বেদনায় তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহাদের দুঃসহ শোকাবেগ উচ্চৈঃস্বরে রোদনের মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিল। তারপর প্রিন্সকে যখন কবরে নামাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন তাহারা উহার চারিধারে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। বাঁচিবার একমাত্র সম্বলকে কাড়িয়া লওয়া হইল। এইবার তাহারা কি করিবে?

কাঁদিতে কাঁদিতে এব্রাহাম প্রশ্ন করিল 'প্রিন্স কি স্বর্গে যাচ্ছে?'

এইবার কবরে মাটি দেওয়া আরম্ভ হইল। এতক্ষণের অবরুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মানিল না। ছেলেরা পুনরায় তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কেবল কাঁদিল না টেস। তাহার চোখে এক বিন্দু অশ্রু নাই। তাহার রক্তহীন পাণ্ডুর মুখখানা দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে-ই যেন নিজেকে প্রিন্সের হত্যাকারিণী সাব্যস্ত করিয়াছে।

…পাঁচ…

মাল-বহা ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন ছিল ঘোড়াটিই। এবার তাহা বন্ধ হইয়া গেল। চরম দারিদ্র্য না হইলেও দুঃখ-কষ্টের কালো ছায়া সংসারটির উপর পড়িল। চলিত ভাষায় যাহাকে বলে 'গতরকুড়ে', ডারবিফিল্ড ছিলেন তাহাই। এক কালে তাঁহার দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল। কিন্তু তখন পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজ যখন পরিশ্রমের প্রয়োজন হইল, তখন দেহে কণামাত্রও শক্তি অবশিষ্ট নাই। দিন-মজুরের কঠিন শ্রমে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই প্রয়োজনের সময় তিনি সংসারের কোনই কাজে লাগিলেন না।

টেস কিন্তু সারাক্ষণই ইহাই ভাবিতেছিল যে, সে-ই যখন পিতামাতাকে দুঃখ-দারিদ্র্যের কর্দ্দমে টানিয়া আনিয়াছে, তখন তাহা হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা তাহারই কর্ত্তব্য। এমন সময় মা তাঁহার বাসনা ব্যক্ত করিলেন।

সান্ত্বনার সুরে তিনি বলিলেন 'টেস, সুখ-দুঃখকে সমান ভাবে নিতে হবে, কাতর হলে ত চলবে না, মা। ঠিক প্রয়োজনের সময়ে আমাদের বংশ-গৌরবের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এখন তোমাকে আত্মীয়-স্বজনের

কাছে যেতে হবে। চেজের কাছাকাছি একটা জায়গায় মিসেস ডি, আরবারভাইল নামে একটি ধনী মহিলা আছেন। তিনি খুব সম্ভব আমাদেরই আত্মীয় হবেন। তুমি যদি তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দাও, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।'

টেস উত্তর দিল 'না, মা, তা আমি পারব না। সত্যিই যদি ঐ রকম কোন মহিলা থাকেন, তাহলে তিনি যদি আমাদের দুঃখে কেবল মাত্র সহানুভূতি দেখান, তাহলেই ঢের হোল। কিন্তু তাঁর কাছে কোন সাহায্য প্রত্যাশা করা উচিত হবে না।'

'বাছা, তুমি যদি তাঁর মন জয় করতে পার, তাহলে তাঁকে দিয়ে তুমি যা খুশি করিয়ে নিতে পারবে। তাছাড়া তুমি জান না, এর মধ্যে অনেক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। আমি যা জানি, তাই বলছি।'

সে-ই সংসারের বর্ত্তমান দুরবস্থার হেতু—এই চিন্তায় টেসের চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। তাই আজ সে মায়ের ঐ প্রস্তাবকে যতটা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিল, অন্য সময় হইলে কদাপি তাহা পারিত না। কিন্তু কিছুতেই সে বুঝিতে পারিল না, কেন মা তাহাকে একটা অনিশ্চিতের পশ্চাতে ছুটাইতে চাহিতেছেন। মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, হয়ত এমন হইতে পারে যে, ইতিপূর্ব্বে মা ঐ সম্পর্কে উপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাহারই ফলে মেয়েটি যে নানা গুণে-গুণবতী এবং দয়াবতী তাহা জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু একটা গভীর আত্ম-সম্ভ্রম-বোধের জন্য সে মেয়েটিকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারিল না।

প্রতিবাদের সুরে সে বলিল 'আমি বরং কোথাও কাজের চেষ্টা করব।'

ডারবিফিল্ড পশ্চাতেই বসিয়াছিলেন। তাঁহার দিকে ফিরিয়া মা বলিলেন 'জন, তুমিই ঠিক করে দাও, টেস কি করবে। তুমি যদি মনে কর, টেসের যাওয়া উচিত, তাহলে সে না করতে পারবে না।'

ডারবিফিল্ড প্রতিবাদের মৃদু গুঞ্জন তুলিয়া বলিলেন 'আমি চাইনা যে, আমার ছেলে-মেয়েরা একজন অচেনা-অজানা জ্ঞাতির কাছে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করুক। আমি একটা মানী-গুণী বংশের কর্ত্তা। আমার সেই অনুসারে চলা উচিত।'

সে নিজে যে কারণে যাইতে আপত্তি করিতেছিল, তাহা অপেক্ষা তাহার পিতার আপত্তির কারণ তাহার নিকট বহু গুণে লজ্জাজনক মনে হইল।

বেদনা-মলিন স্বরে সে বলিল ‘মা, আমিই যখন প্রিন্সের মৃত্যুর কারণ, তখন আমাকে সংসারের জন্যে কিছু করতেই হবে। আমি তাঁর কাছে যেতে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁর কাছে কোন সাহায্য চাইব কিনা, সেটা বিচারের ভার সম্পূর্ণ আমারই হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তিনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিবেন, এ কল্পনা মনে স্থানও দিতে পারবে না। এর চেয়ে অসঙ্গত এবং অন্যায় আর কিছু হতে পারেনা।’

‘টেস ঠিক কথাই বলেছে।’ গম্ভীরভাবে ডারবিফিল্ড মন্তব্য করিলেন।

‘আমি যে ঐ কথা মনে স্থান দিয়েছি, তা তোমায় কে বললে?’ মা প্রশ্ন করিলেন।

‘কেউ বলেনি, আমারই ধারণা। যাই হোক, আমি যাব।’

পরদিন অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সে পাহাড়িয়া সহর স্যাষ্টনে যাইল। সেখান হইতে একখানা গাড়ী সপ্তাহে দুইবার ট্যান্টি্রজ হইয়া চেজ-বোরো যায়। এখানেই সেই অপরিচিতা এবং রহস্যময়ী আত্মীয়াটি বাস করেন। ঐ গাড়ী ধরিতে পারিলে পথশ্রমের কষ্ট হইতে সে অব্যাহতি পাইবে।

যেখানে সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম নয়ন মেলিয়াছে এবং যেখানে তাহার জীবন-কোরক ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়াছে, সেই শত-স্মৃতি-ঘেরা উপত্যকার উঁচু-নীচু পথ বাহিয়া জীবনের ঐ স্মরণীয় প্রভাতে টেস অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। এতদিন বিশ্ব-জগৎ বলিতে সে ঐ ব্ল্যাকমোর উপত্যকাকেই জানিয়া আসিয়াছে। ওখানের অধিবাসীদিগকেই সে একমাত্র মানবজাতি মনে করিয়া আসিয়াছে। শৈশবের বিস্ময়-ভরা দিনে উচ্চ ফটক এবং প্রাচীর-শীর্ষ হইতে সে কতদিন অনিমেষ নয়নে মারলটের পূর্ণরূপটি নিরীক্ষণ করিয়াছে! তখনও যেমন মারলট তাহার কাছে অনন্ত রহস্যের আকর ছিল, আজও তেমনই রহস্যময়ী হইয়া আছে। কক্ষ-বাতায়ন হইতে দূরের গ্রামগুলি এবং অস্পষ্ট ধূসর বর্ণের প্রাসাদগুলিকে দেখা তাহার নিত্যকার অভ্যাস ছিল। সবচেয়ে ভাল লাগিত, উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত স্যাষ্টন সহরের রাজসিক রূপটি। সন্ধ্যা-সূর্য্যের আলোকে বাতায়নের কাচগুলি প্রদীপের মত জ্বলিয়া উঠিত। উপত্যকার বাহিরে ত দূরের কথা, উহার ভিতরের সর্ব্বত্রও সে যায় নাই। উহার সম্বন্ধে তাহার যতটুকু জ্ঞান, তাহা সে গভীর পর্য্যবেক্ষণের ফলেই লাভ করিয়াছিল। উহারই ফলে

আত্মীয়-স্বজনের মুখাবয়ব তাহার কাছে যেমন পরিচিত ছিল, তেমনই পরিচিত ছিল উপত্যকাটির পাহাড়শ্রেণী এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি। ইহা ছাড়া উপত্যকাটি সম্বন্ধে আরও যাহা কিছু সে জানিত, তাহা সে গ্রাম্য পাঠশালা হইতে শিখিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সে মাত্র দুই এক বৎসর আগেও ঐ পাঠশালায় ছাত্রী ছিল এবং মেধাবী ছাত্রী বলিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে তাহার সুনামও ছিল।

ছেলে-বেলায় সে তাহার সঙ্গিনীদের অতি প্রিয় ছিল। তাহাকে প্রায়ই দুইটি সমবয়সী বালিকার সহিত বিদ্যালয় হইতে ফিরিতে দেখা যাইত। বালিকা দুইটি তাহার কোমর জড়াইয়া থাকিত এবং সে তাহাদের স্কন্ধোপরি হাত দুইটি রাখিয়া পথ চলিত।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে টেস সংসারের প্রকৃত অবস্থা ভাবিতে শিখিল। সন্তান লালন-পালন এত কষ্টকর জানিয়াও, মা যে কেন অপরিণামদর্শীর মত এতগুলি সন্তানের জননী হইলেন, ইহার জন্য সে যেন মার উপর একটু অসন্তুষ্টই ছিল। মা কিন্তু অত শত ভাবিতেন না। এ বিষয়ে মায়ের জ্ঞান-বুদ্ধি সরলা বালিকার চেয়ে বেশী ছিল না। তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণের মতই তিনিও অদৃষ্টের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা ছিলেন।

এই অসহায় ভাই-বোনগুলির প্রতি অতি শৈশবেই তাহার কর্ত্তব্য-বোধ জাগরিত হইয়াছিল। তাই স্কুল ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে গ্রামের বিভিন্ন খামার-বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সংসারের বোঝা অজ্ঞাতসারে তাহারই স্কন্ধে চাপিয়া বসিতে লাগিল। ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ আজ ডি, আরবারভাইল প্রাসাদে ডারবিফিল্ডদের প্রতিনিধিত্ব করিবার ভার তাহারই উপর পড়িয়াছে।

ট্যান্ট্রিজ ক্রশে গাড়ী হইতে নামিয়া সে পায়ে হাঁটিয়াই একটা পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। পাহাড়টি চেজ জেলার প্রান্তেই অবস্থিত। উহারই সীমানা বরাবর মিসেস ডি, আরবারভাইলের বাস-গৃহ—স্লোপস্। সাধারণতঃ পল্লী-অঞ্চলে জোত-জমার মালিকদের বাস-ভবন যে ধরণের হয় স্লোপস্ তাহা ছিল না। এইরূপ বাস-ভবন বলিতে আমরা বুঝি এমন একটা বাস-গৃহ, যাহার চতুষ্পার্শ্বে থাকিবে কৃষি ও পশু-চারণের ভূমি এবং

যাহার উপস্বত্বই মালিকের সংসার প্রতিপালনের একমাত্র উপায়। স্লোপস্ তাহার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। নিছক প্রমোদ-জীবন-যাপনের জন্যই যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, দেখিবা মাত্র তাহা বোঝা যায়।

চতুষ্পার্শ্বের ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে লাল রং-এর ইটের তৈয়ারী বাড়ীখানার কার্ণিশ পর্য্যন্ত অংশটিই প্রথমে নয়ন-পথে পতিত হইল। এইটিই যে মহিলাটির বাস-ভবন, তাহা বুঝিতে টেসের বিলম্ব হইল না। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে প্রাসাদখানির পুর্ণরূপটি লক্ষিত হইল। বেশ বুঝা গেল, গৃহখানির নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্প্রতি সমাধা হইয়াছে; একেবারে নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চতুষ্পার্শ্বের নীল বনরাজির ঘন সবুজ রং-এর সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্যই যেন বাড়ীখানার রং গভীর লাল করা হইয়াছিল। চারিদিকের হালকা রং-এর মধ্যে বাড়ীখানাকে যেন জিরানিয়াম ফুলের মত দেখাইতেছিল। বাড়ীখানার পশ্চাতে চেজের কোমল এবং নীলাভ প্রান্তরখানি আস্তরণের মত প্রসারিত দেখা যাইতেছিল। যে সামান্য কয়েকটি বনভূমি আজিও নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, চেজ তাহাদের অন্যতম। এখানে যে সব বিরাটকায় ওক এবং ইউবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা মনুষ্য-কর-রোপিত নয়। প্রকৃতিই তাহাদিগকে রোপণ করিয়াছিল। স্লোপস্-এর অলিন্দ হইতে ঐ বনভূমির সৌন্দর্য্য দৃশ্যমান হইলেও, উহা বাড়ীখানার সংলগ্ন উদ্যান-ভূমির বাহিরেই অবস্থিত ছিল।

এই প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহ এবং তদ্‌সংলগ্ন উদ্যানের সব কিছুই উজ্জ্বল, শ্যামল এবং সযত্ন-রক্ষিত বলিয়া বুঝা গেল। ভিতরে ছোট ছোট লতা-গুল্মের যে কৃত্রিম বনানী তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহারই গাত্র স্পর্শ করিয়া কাচের জানালা দেওয়া কয়েকটি কুটির চলিয়া গিয়াছে। সব কিছুই সদ্য-নির্ম্মিত মুদ্রার মত ঝক ঝক করিতেছিল। অষ্ট্রীয়ান পাইন এবং চির-সবুজ ওক-বেষ্টিত আস্তাবলগুলি আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হইয়া এত চমৎকার দেখাইতেছিল, যেন ঐগুলি ইজের গির্জ্জা ছাড়া আর কিছু নয়। সুবিস্তৃত অঙ্গনে একটি কারুকার্য্যময় শিবির ছিল। উহার দ্বারদেশ তাহার দিকেই উন্মুক্ত ছিল।

পাথরের নুড়ি-বিছানো সড়কের উপর দাঁড়াইয়া সরলা টেস এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কেমন একটা শঙ্কায় তাহার বুকখানি দুরু দুরু করিয়া

কাঁপিতেছিল। যন্ত্র-চালিতের মতই সে আজ এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে পৌছিবার পূর্ব্বে একবারের জন্যও বুঝিতে পারে নাই, সে কোথায় আসিতেছে। এখন দেখিল, সব কিছুই তাহার ধারণার বিপরীত হইয়াছে।

'শুনেছিলাম যে, আমাদের বংশ অতি প্রাচীন। কিন্তু এ যা দেখছি, তা সবই নূতন।' মনের অকপট সারল্যেই সে এই উক্তি করিল। তারপর ভাবিতে লাগিল, মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এত সত্বর সে যদি এখানে না আসিত এবং সাহায্যের সন্ধানে নিকটে কোথায় চেষ্টা করিত, তাহা হইলেই সে বুদ্ধিমানের কার্য্য করিত।

এই গৃহ, এই উদ্যান—এই সবেরই মালিক ডি, আরবারভাইলরা। ইহাদের পূর্ব্ব নাম ছিল ষ্টোক ডি, আরবারভাইল। কেন যে দেশের এই অনুন্নত অঞ্চলকে তাঁহারা বাসের জন্য মনোনীত করিলেন—ভাবিলে একটু অস্বাভাবিকই বোধ হয়। ধর্ম্মযাজক ট্রিংহাম যে বলিয়াছিলেন, এই কাউন্টিতে বা ইহার কাছাকাছি অঞ্চলে জন ডারবিফিল্ডই যে সুপ্রাচীন ডি, আরবারভাইল বংশের একমাত্র বংশধর, তাহা ঠিকই। তবে তাঁহার পক্ষে একথাও অবশ্য খুলিয়া বলা উচিত ছিল যে, ডারবিফিল্ডের সহিত যেমন ডি, আরবারভাইল বংশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না, তেমনই এই ষ্টোক ডি, আরবারভাইলরাও আসল ডি, আরবারভাইল বংশের সহিত জড়িত ছিলেন না।

যখন বৃদ্ধ মিঃ সাইমন ষ্টোক—সম্প্রতি তিনি মারা গিয়াছেন—দেশের উত্তর অঞ্চলে সাধু ব্যবসায়ী রূপে (কেহ কেহ বলেন মহাজনী কারবারে) প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন, তখন তিনি তাঁহার ব্যবসায়-অঞ্চলের ধূলি-ঝঞ্ঝা হইতে দূরে ইংলণ্ডের দক্ষিণ অঞ্চলে কাউন্টিম্যান হিসাবে বসবাস করিতে মনস্থ করিলেন। যাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় সহজে প্রকাশ না হয় এবং বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়, এই জন্য একটা নূতন নাম গ্রহণের সঙ্কল্প তিনি করিলেন। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যাইয়া সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ-অবলুপ্ত বংশ সমূহের ইতিহাস পাঠ করিয়া তিনি ডি, আরবারভাইল নামটিই পছন্দ করিয়াছিলেন।

বেচারী টেস বা তাহার পিতা-মাতা এই সবের কিছুই জানিতেন না। জানিলে হয়ত তাঁহারা আশা-ভঙ্গ-জনিত দুঃখই পাইতেন। বাস্তবিক পক্ষে এই রকম করিয়া যে নূতন নাম গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁহারা এইটুকুই জানিতেন যে, আর্থিক উন্নতি ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে ঘটে বটে কিন্তু বংশের নাম আপনা হইতেই আসে।

জলে নামিবার পূর্ব্বে স্নানার্থীরা যেমন কিছুক্ষণ তীরে অপেক্ষা করে, তেমনই টেসও, আর আগাইবে না পিছাইবে—এই ভাবে দ্বিধাযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় তাঁবুটির ত্রিকোণাকার দ্বার হইতে একটি মূর্ত্তিকে সে দেখিতে পাইল। মূর্ত্তিটি একটি দীর্ঘকায় তরুণের—তিনি ধূমপান করিতেছিলেন।

যুবকটির গাত্রবর্ণ ঈষৎ নিষ্প্রভ। ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ ও মসৃণ হইলেও অত্যন্ত বৃহৎ এবং কদাকার। একটি সুপুষ্ট এবং সযত্ন-লালিত গুম্ফও ছিল। বয়স তেইস বা চব্বিশের বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা আদিম বর্ব্বরতার ছাপ লক্ষিত হইতেছিল। তৎসত্ত্বেও তাহার চোখে-মুখে যে একটা দুর্ব্বার আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

আগাইয়া আসিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন 'সুন্দরী, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?' তারপর টেসকে হতবাক্ দেখিয়া তিনি আশ্বাসের সুরে বলিলেন 'ভয়ের কিছু নেই। আমি মিঃ ডি, আরবারভাইল। তুমি কার সঙ্গে দেখা করতে চাও? আমার সঙ্গে, না আমার মায়ের সঙ্গে?'

গৃহ এবং উদ্যান প্রভৃতি দেখিয়া ডি, আরবারভাইলদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাহার যে সংশয় জাগিয়াছিল, এক্ষণে ঐ যুবকটিকে দেখিয়া তাহা শত গুণে বৃদ্ধি পাইল। কল্পনার নেত্রে সে একটি আত্ম-সমাহিত বৃদ্ধের শান্ত-সৌম্য অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ এমন একখানি মুখ-মণ্ডল প্রত্যক্ষ করিতেছিল—যেখানে একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বংশধারার সব কিছু যেন সম্মিলিত হইয়াছে। সে বড়ই আশাহত হইল। কিন্তু ফিরিবার আর উপায় ছিল না। তাই এখন তাহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদনে মনোযোগী হইল।

'মহাশয়, আমি আপনার মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম।'

'কিন্তু তুমি ত তাঁর দেখা পাবে না। তিনি একবারে চলৎ-শক্তি-হীনা। আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান। আমার দ্বারা কি তোমার প্রয়োজন মিটবে না? কেন তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যে নয়। তবে যে জন্যে এসেছি, তা বলতে আমার অত্যন্ত লজ্জা করছে।'

'বেড়াতে?'

'না, মহাশয়। কথাটা বললে বড় বিশ্রী শোনাবে।'

যে উদ্দেশ্যে টেসের এই আগমন, তাহার মধ্যে এমন একটা হাস্যজনক

ব্যাপার ছিল, যাহার জন্য ঐ অপরিচিত স্থান এবং তরুণটির সম্বন্ধে তাহার ভীতি সত্ত্বেও, সে একটু না হাসিয়া পারিল না। ঐ হাসিতে তরুণটি মুগ্ধ হইয়া গেল।

'কথাটা এমন বোকার মত যে, আমি বলতে পারছিনা!'

'ভয়ের কিছু নেই। আমি বোকার মত কথাই শুনতে ভালবাসি।'

টেস বলিল 'মা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তাই বা বলি কেন! আমিই অনেকটা নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি। কিন্তু ভাবি নি যে, এরকম অবস্থায় পড়ব। আমরা যে আপনাদের জ্ঞাতি, সেটাই জানাতে এসেছিলাম।'

'হো! গরীব আত্মীয়?'

'হাঁ।'

'ষ্টোকস্?'

'না, ডি, আরবারভাইল।'

'য্যাঃ? য্যাঃ? ডি, আরবারভাইল?'

'আমাদের নাম এখন ডারবিফিল্ড দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসলে যে আমরা ডি, আরবারভাইল, তার অনেক প্রমাণ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাই মনে করেন। আমাদের একটা পুরাতন মোহর এবং চামচ আছে। তাতে একটা লাফান সিংহ এবং একটি দুর্গের প্রতিচ্ছবি আঁকা আছে। চামচটা এত ক্ষয়ে গেছে যে, মা স্যুপ তৈয়ার করবার জন্যে সেটাকে ব্যবহার করেন।'

'একটা লাফান সিংহ এবং দুর্গের ছবিও ত আমাদের পরিবারের প্রতীক-চিহ্ন।'

'সেইজন্যে মা বললেন যে, আপনারা যখন আমাদের আত্মীয়, তখন আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আপনাদিকে জানান উচিত। সম্প্রতি একটা দুর্ঘটনায় আমরা আমাদের একমাত্র সহায়-সম্বল ঘোড়াটিকে হারিয়েছি।'

'তোমার মায়ের সেটা সরল মনেরই পরিচয়। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন বলে, আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হই নি।' বলিতে বলিতে সে এমন ভাবে টেসের দিকে তাকাইল যে, সে লজ্জায় মরিয়া গেল। 'তাহলে তুমি বলতে চাও যে, আত্মীয়ের মতই তুমি এসেছ?'

'আজ্ঞে হাঁ।' টেস উত্তর দিল। বলিতে কি, এই কথপোকথন কালে সে বড়ই অস্বস্তি-বোধ করিতেছিল।

'বেশ, বেশ, এ কোন দোষের হয় নি। আচ্ছা তোমার বাড়ীটা কোথায়? কি নাম?'

টেস তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিল এবং ইহাও জানাইতে ভুলিল না যে, ফেরত গাড়ীতেই সে ফিরিয়া যাইবে।

'গাড়ী ট্যাণ্ট্রিজে আসতে এখনও অনেক দেরী। চল না, ততক্ষণ বাগানে খানিকটা বেড়ান যাক।' টেস কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব, ঐ স্থান ত্যাগ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তরুণটি অত্যন্ত জিদ করায়, সে আর না বলিতে পারিল না। সে তাহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া ফুলের বাগান ইত্যাদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিল। তারপর ফলের বাগানে আসিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, ষ্ট্রবেরী খাইতে সে ভালবাসে কিনা।

টেস সসঙ্কোচে উত্তর দিল 'আজ্ঞে হাঁ।'

ডি, আরবারভাইল তাহার জন্য ফল পাড়িতে আরম্ভ করিল এবং তাহার দুই হাত ভরিয়া দিল। তারপর একটি 'ব্রিটিশ কুইন' জাতীয় সুপরিপক্ক ফল পাড়িয়া তাহার মুখে তুলিয়া দিবার উপক্রম করিতেই, টেস এক হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিয়া উঠিল 'না, আমার হাতেই দিন।'

'না, আমিই তোমার মুখে দেব।' বলিয়া এমন ভাবে সে জিদ ধরিল যে, টেস আর না বলিতে পারিল না। কেমন একটা বেদনার সহিত সে ফলটি গ্রহণ করিল।

এই ভাবে তাহারা বেশ খানিক ক্ষণ কাটাইয়া দিল; ডি, আরবারভাইল তাহাকে যাহা খাইতে দিল, সে তাহাই খাইল। কিন্তু ঐ খাওয়ার মধ্যে কোন তৃপ্তি ছিল না। যখন সে আর খাইতে পারিল না, তখন সে তাহার ঝুড়িটি ফলে ভরিয়া দিল। এইবার তাহারা গোলাপ বাগানে গেল। কয়েকটি গোলাপের কুঁড়ি তুলিয়া সে তাহাকে বুকে পরিতে দিল! স্বপ্নাবিষ্টের মত টেস তাহার আদেশ পালন করিল। যখন সে আর নিজে পরিতে পারিল না, তখন ডি, আরবারভাইল কয়েকটি তাহার টুপিতে পরাইয়া দিল। তারপর মুঠা মুঠা ফুল তুলিয়া দিল-দরিয়া ভাবে তাহার সাজিটি পুর্ণ করিয়া দিল। অবশেষে ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল 'এবার কিছু খাবে চল, খেতে খেতে গাড়ীর সময় হয়ে যাবে। চলত দেখি, কি খাবার আছে।'

ষ্টোক ডি, আরবারভাইল তাহাকে প্রাঙ্গণের সেই তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে তাহাকে বসাইয়া বাড়ীর মধ্যে যাইল এবং অনতিবিলম্বে কিছু

খাদ্য সহ ফিরিয়া আসিল। তাহাদের এই মধুর বিশ্রম্ভালাপে পাছে বিঘ্ন উৎপাদন হয়, এইজন্য সে কোন ভৃত্যকে ডাকিল না।

'একটা সিগারেট খেতে পারি?' তরুণটি জিজ্ঞাসা করিল।

'নিশ্চয়ই।'

সিগারেটের ধোঁয়ায় তাঁবুটা ভরিয়া গেল। সেই ধূম্র-জালের মধ্য দিয়া এলেক তাহাকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আহার করিতে করিতে টেস তাহার বুকের গোলাপ ফুলগুলিকে সরলা বালিকার মত দেখিতে লাগিল। একবারের জন্যও সন্দেহ করিল না যে, ঐ ধূম্র-জালের অন্তরালে তাহার জীবন-নাট্যের দুষ্ট-গ্রহটি আত্ম-গোপন করিয়া আছে। তাহার তরুণ জীবনের বর্ণচ্ছটার মধ্যে যুবকটি যেন রক্ত-লাল রশ্মির মত বিরাজ করিতেছিল। টেসের এমন একটা দৈহিক বিশিষ্টতা ছিল, যাহার জন্য সে বড়ই অসুবিধায় পড়িত। আজ যে তাহার উপর এলেকের প্রলুব্ধ দৃষ্টি পতিত হইল, তাহার মূলে রহিয়াছে ঐ দেহগত বৈশিষ্ট্য। তাহার উদ্বেলিত দেহ-লাবণ্য এবং পরিপুর্ণ গঠনের জন্য তাহাকে তাহার বয়স অপেক্ষা অনেক বড় দেখাইত। তাহার এই শারীরিক বৈশিষ্ট্য সে তাহার মার নিকট হইতেই পাইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু সে লাভ করিতে পারে নাই। এই কারণে মাঝে মাঝে সে বড়ই চিন্তাকুল হইয়া উঠিত। তাহার সঙ্গিনীরা তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিত যে, সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে।

খাওয়া শেষ হইতে বেশী সময় লাগিল না। উঠিতে উঠিতে সে বলিল 'মহাশয়, এবার যাই তবে?'

যুবকটি তাহাকে কিছুদূর আগাইয়া দিতে আসিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পড়িল। চলিতে চলিতে সে প্রশ্ন করিল 'তোমার নামটি কি বলছিলে?'

'টেস ডারবিফিল্ড, বাড়ী মারলট গাঁয়ে।'

'তুমি না বলছিলে যে, তোমাদের ঘোড়াটি মরে গেছে?'

'আমিই তাকে মেরে ফেলেছি।' এই বলিয়া সে প্রিন্সের মৃত্যু কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করিল। বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপুর্ণ হইয়া উঠিল। 'এখন আমি সংসারের জন্যে কি যে করি, ভেবে পাই না।'

'দেখি, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি! খুব আশা করি যে, মাকে বলে তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তবে টেস 'ডি,

আরবারভাইল’ নিয়ে ঐ সব বাজে কথা আর বোলনা। জান ত, ডি, আরবারভাইল আর ডারবিফিল্ড দুটাই আলাদা নাম।’

টেস সম্ভ্রমের সহিত উত্তর দিল ‘আমি ডারবিফিল্ডই থাকতে চাই। ঐ আমার ভাল। ওর চেয়ে বড় নামের আশা আমি করি না।’

চলিতে চলিতে দীর্ঘকায় রোডোডেনড্রন এবং কনিফার তরুশ্রেণীর শাখা-প্রশাখা-আবৃত ছায়া-শীতল পথের একটি বাঁকে তাহারা আসিয়া পড়িল। ঐখানে পৌঁছিয়া টেসের গণ্ডে একটি চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিবার বাসনা মুহূর্ত্তের জন্য এলেকের অন্তরে জাগিল। কিন্তু কি যেন ভাবিয়া সে নিজেকে সংযত করিল।

এইরূপে নাটকের সূচনা হইল। ঐ দিনের ঐ দেখা-সাক্ষাতের পরিণাম কি, তাহা যদি টেস ঘুণাক্ষরে জানিত, তাহা হইলে সে তাহার ভাগ্য-বিধাতার কাছে এই প্রশ্ন করিতে পারিত, কেন সেদিন ঐ লোকটিরই সহিত তাহার দেখা হইল এবং কেনই বা সে তাহাকে অমন করিয়া পাইতে চাহিল, কেনই বা অন্য কাহারও সহিত দেখা হইল না, যাহার সহিত দেখা হইলে তাহার জীবনের পরিণতি ঐরূপ মর্ম্মন্তুদ হইত না। অন্ততঃ এই পৃথিবীতে যতটুকু মনের মত লোক পাওয়া সম্ভব, সেটুকুও কেন তাহার ভাগ্যে জুটিল না। তাহার পরিচিতদের মধ্যে কোন তরুণ যে ঐরূপ ছিলনা, তাহা নয়। কিন্তু তাহার কাছে সে ছিল একটা স্বপ্নের মত অর্দ্ধ-সত্য, অর্দ্ধ-বিস্মৃত।

সংসারের রীতিই এই। সুবিবেচিত পরিকল্পনা যখন কুবুদ্ধি বসে ভ্রান্তপথে চালিত হয়, তখন এইরূপই ঘটে। তখন যাহাকে ডাকি, সে সাড়া দেয় না। যখন হৃদয় ভালবাসিবার জন্য বিকশিত-দল পদ্মের মত উন্মুখ হইয়া থাকে, তখন ভালবাসার পাত্র জুটে না। যখন একটু মাত্র সচেতন করিয়া দিলে, অনেক ভুল-ভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইত, তখন নির্দ্দয়া প্রকৃতি তাঁহারই সৃষ্ট জীবের প্রতি সামান্যতম অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন না। অসহায় মানুষ যখন অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া মরে, তখন তিনি নির্ব্বাক হইয়া তাহার ঐ ব্যর্থপ্রয়াস লক্ষ্য করেন। একবারের জন্যও বলেন না ‘এখানেই তোমার মুক্তির পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এই পথে চল। লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে।’ তারপর জীবন-ব্যাপী লুকাচুরি খেলার শেষে, যখন জীবনে ট্রাজেডির মেঘান্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখনই তিনি অবোধ জীবের চৈতন্যোৎপাদন করেন। মানব-সভ্যতা যখন উন্নতির উত্তুঙ্গ

শিখরে আরোহণ করিবে, তখন কি মানুষের জীবনে অন্ধ নিয়তির এই নিষ্ঠুর লীলার অবসান হইবে? তখন কি সে এমন সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে, যখন সংসারে অন্যায়-অবিচার বলিয়া কিছু থাকিবে না? এমন নিখুঁত সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন শুধু অসম্ভব নয়, বাতুলতাও বটে। লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে যাহা ঘটে, এখানেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইল মাত্র। একই গোলকের দুইটি অর্দ্ধ শুভলগ্নে পরস্পরের সহিত মিলিত হইল না। পথহারার মত উহাদের একটি সারা জীবনময় পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রান্ত পথে ভ্রমিয়া বেড়াইল। এই ভাবে লক্ষ্যহারার মত ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে নামিল জীবন-সন্ধ্যা। এই যে ভ্রান্ত পথে চলা, ইহা হইতেই সৃষ্টি হয় উদ্বেগ, আশঙ্কা; নামে নিরাশার কালো ছায়া। অবশেষে চরম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের পর মৃত্যু আসিয়া সমস্ত দুঃখের অবসান করিয়া দেয়।

টেসকে লইয়া গাড়ী পথের বাঁকে অন্তর্হিত হইল। এলেকও তাঁবুতে ফিরিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহার মুখ-মণ্ডলে তৃপ্তির একটা মৃদু আলোক ভাসিয়া উঠিল; তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া সে আপন মনে বলিয়া উঠিল 'আমি কী! একটা গেঁয়ো মেয়েকে নিয়ে কি না করলাম!'

...ছয়...

পাহাড়ের পাদদেশে ট্যান্ট্রিজ ক্রশে পৌছিয়া টেস চেজবরো হইতে স্টাষ্টন-গামী ফিরতি গাড়ীর জন্য আনমনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ীতে উঠিবার কালে অন্যান্য আরোহীরা তাহাকে কি বলিয়াছিল, তাহাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেও, সে তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। গাড়ী যখন পুনরায় যাত্রা সুরু করিল, তখন তাহার দৃষ্টি আর বহির্মুখী নাই, অন্তর্মুখী হইয়া গিয়াছে।

সহযাত্রীদের একজন কিন্তু তাহাকে বিশেষভাবে একটি প্রশ্ন করিয়াছিল। প্রশ্নটি আর কিছু নয়, এই—'চমৎকার সেজেছ ত দেখছি! প্রথম বসন্তে এমন গোলাপ দেখাই যায় না।' এই মন্তব্যে সে যেন সহযাত্রীদের বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে স্বীয় অপরূপ সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে সহসা সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার বক্ষে গোলাপ, কেশে গোলাপ। কর-ধৃত সাজিটি পর্য্যন্ত গোলাপে ও ষ্ট্রবেরীতে কানায় কানায় পূর্ণ। দীপ্ত সরমে সে রাঙিয়া উঠিল।

লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে জানাইল, জনৈক ভদ্রলোক ঐগুলি তাহাকে উপহার দিয়াছেন। যাত্রীরা অন্যমনা হইতেই, সে তাহাদের অলক্ষ্যে কেশের অপেক্ষাকৃত বড় গোলাপগুলি খুলিয়া সাজিতে রাখিয়া রুমাল চাপা দিল; তারপর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল। কি একটা কারণে নতমুখী হইতেই দৈবক্রমে বক্ষদেশে রহিয়া-যাওয়া একটি গোলাপের কাঁটা তাহার গণ্ডে বিঁধিয়া গেল। ব্ল্যাকমোর উপত্যকার অন্যান্য কুটীরবাসীদের মত টেসও কল্পনা ও কুসংস্কারের কবল-মুক্ত ছিল না। সে উহাকে একটা কুলক্ষণ রূপেই গ্রহণ করিল। সমস্ত দিনে এই প্রথম সে একটা কুলক্ষণের সাক্ষাৎ পাইল।

স্ঢাষ্টনে পৌঁছিতেই গাড়ীর যাত্রাপথ শেষ হইয়া গেল। মারলটে যাইতে হইলে এবার কয়েক মাইল পথ পদব্রজেই যাইতে হইবে। মা স্ঢাষ্টনের জনৈকা কুটীরবাসিনী পরিচিতা মহিলার নাম ও ঠিকানা দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি পথশ্রমে ক্লান্তিবোধ করে, তাহা হইলে সে যেন তাহার গৃহে রাত্রিটা কাটায়। টেস তাহাই করিল। পরদিন যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন অপরাহ্ণ সমাগত।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মায়ের দৃপ্ত ভাব-ভঙ্গী দর্শনে তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিয়া গিয়াছে।

'হ্যাঁ, আমি সব কিছুই জানতাম। তোমাকে ত মা আমি বলেইছিলাম যে, ওখানে গেলে তোমার ভালই হবে। আমার কথা ফল্‌ল ত?'

'আমি যাবার পর ঘটেছে? কি হয়েছে?' টেস ক্লান্তির স্বরে প্রশ্ন করিল।

মা কন্যার আপাদ-মস্তক সস্নেহ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর কৌতুকভরা-কণ্ঠে উত্তর দিলেন 'তুমি তা হলে মা, তাদের স্বীকার করাতে পেরেছ!'

'তুমি তা কি করে জানলে মা?'

'একটা চিঠি পেলাম।'

টেস হিসাব করিয়া দেখিল যে, ইতিমধ্যে যে সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে চিঠি পৌঁছিলেও পৌঁছিতে পারে।

'তারা—মিসেস ডি, আরবারভাইল জানিয়েছেন যে, হাঁস-মোরগ-পালন তাঁর একটা সখ। ঐ সখ মিটাবার জন্যে তিনি একটি পোল্‌ট্রী-ফার্ম করেছেন। তারই তদারকের জন্যে তিনি তোমায় চান। আসল জিনিষটা কিন্তু তা নয়। আগেভাগে তোমার মনে কোন আশা না জাগিয়ে, তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে

যাবার এটা একটা কৌশল মাত্র। তিনি তোমায় আত্মীয় রূপে গ্রহণ করতে চান—এটাই আসল কথা।'

'কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত আমার দেখা হয় নি।'

'কারও না কারও সঙ্গে ত দেখা হয়েছে?'

'তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

'সে তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলে?'

'তিনি আমায় বোন বলে ডেকেছিলেন।'

'তা ত ডাকবেই। জ্যাকি, সে তাকে বোন বলে ডেকেছিল।' জোয়ান উচ্চকণ্ঠে স্বামীকে কথাটা শুনাইল। 'সে নিশ্চয়ই এসম্বন্ধে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছে এবং তার ফলেই যে তিনি তোমায় ডেকেছেন, এটা আমি জোর করেই বলতে পারি।'

এই কথায় কিন্তু টেসের সংশয় বিদূরিত হইল না। সে বলিল 'কিন্তু হাঁস-মোরগ-পালন ত আমার বিশেষ জানা নেই।'

'তোমার যদি জানা না থাকে, কার জানা থাকবে জানি না। হাঁস-মোরগ-পালনের ঘরেই তুমি জন্মেছ এবং ছেলে-বেলা থেকেই তুমি ঐ কাজ করে আসছ। নূতন যারা ঐ কাজ শিখছে, তাদের চেয়ে, যাদের ঘরে হাঁস-মোরগ পোষা হয়, তাদের ছেলেরা ঐ কাজ অনেক ভাল ভাবেই করতে পারবে। তাছাড়া ঐ কাজ করবার জন্যেও ত তিনি তোমায় ডাকেন নি। পাছে তুমি অন্য কিছু মনে কর, তাই হাঁস-মোরগ-পালনের ছলে তিনি তোমায় ডেকেছেন।'

'কিন্তু আমার মনে হয়, আমার সেখানে যাওয়া উচিত হবে না।' চিন্তিত মুখে টেস বলিল। 'কে চিঠিখানা লিখেছেন? দেখি চিঠিটা।'

'মিসেস ডি, আরবারভাইলই চিঠিখানা লিখেছেন। এই যে চিঠি।'

চিঠিখানা প্রথম পুরুষের জবানিতে লেখা। সংক্ষেপে এইটুকু জানান হইয়াছে যে, হাঁস-মোরগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহাদের কন্যাকে তিনি চাহেন। তাহার বাসের জন্য বেশ আরাম-প্রদ একখানা ঘর এবং কাজ-কর্ম্ম সন্তোষজনক হইলে উপযুক্ত মাহিনাও দেওয়া হইবে।

'ও, এই মাত্র!' চিঠিটা শেষ করিয়া টেস মন্তব্য করিল।

'এখনই তিনি তোমায় দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবেন এবং যত কিছু সোহাগের কথা আছে, বলতে থাকবেন, এটা তুমি আশা করতে পার না।'

টেস কিছু বলিল না। কেবল শূন্য দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

তারপর বলিল 'না মা, আমি যাব না। তোমার কাছে, বাবার কাছে আমি থাকতে চাই।'

'কিন্তু কেন যাবে না বল ত?'

'মা, কেন আমি যেতে চাচ্ছি না, তা না বলাই ভাল। সত্যি কথা বলতে কি, কেন আমি যেতে চাচ্ছিনা, তা আমি নিজেও জানি না।'

ইহার এক সপ্তাহ পরে। একটা হালকা শ্রমের কাজের চেষ্টায় সারাদিন নিষ্ফল ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরাশ চিত্তে টেস বাড়ী ফিরিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া সে কাজের সন্ধান করিতেছিল যে, গ্রীষ্মকালের মধ্যে সে যদি যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা সে আর একটি ঘোড়া কিনিবে। বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না করিতে ভাইবোনদের একজন নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল 'সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন।'

তাহাকে আসিতে দেখিয়া মাও সব কিছু বলিবার জন্য দ্রুত আগাইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে-চোখে, সর্ব্বাঙ্গে হাসি যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই :—মিসেস ডি, আরবারভাইলের পুত্র অশ্বারোহণে মারলটের এই দিকে কোন কাজে আসিয়াছিলেন। নিকটেই মারলট গ্রাম জানিয়া তিনি তাহাদের বাড়ীতে আসেন। তাঁহার মায়ের হইয়া তিনি জানিতে চাহিলেন যে, টেস পোলট্রি-ফার্ম্মের কাজ করিবার জন্য যাইতে সত্য সত্যই ইচ্ছুক কিনা। যে ছেলেটি এতদিন কাজ করিতেছিল, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। 'মিঃ ডি, আরবারভাইল আরও বললেন যে "টেসকে দেখে মনে হয়, সে ঐ কাজ খুব ভাল ভাবেই পারবে।" তোমার মূল্য যে কি, তিনি তা ভাল ভাবেই বুঝেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি তোমার সম্বন্ধে খুবই আগ্রহশীল।'

যখন নিজের চক্ষে সে খুব নামিয়া গিয়াছিল, তখন এক জন অপরিচিতের মুখে নিজের প্রশংসার কথা শুনিয়া সে মুহূর্ত্তের জন্য সত্যই আনন্দিত হইল।

অস্ফুট কণ্ঠে বলিল 'তিনি যদি আমার প্রশংসা করে থাকেন, সেটা তাঁরই গুণের পরিচয়। সেখানে গেলে পরিণাম কি হবে, তা যদি জানতে পারতাম, তাহলে কোন রকমে না হয় যেতাম।'

'ছেলেটি চমৎকার সুপুরুষ!'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।' টেস নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল।

'যাও, আর না যাও, জানিও, এখানেই তোমার সৌভাগ্যের চাবিকাঠিটি লুকান রয়েছে। ছেলেটির আঙুলে একটা দামী পাথরের আংটি ছিল। ওটা যে হীরা, তা আমি জোর করেই বলতে পারি।'

এব্রাহাম জানালার এক কোণে বসিয়াছিল। সে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠিল 'মা, ঠিকই বলেছ। আমিও দেখেছি। তিনি যখন গোঁফে হাত দিচ্ছিলেন, তখন তা ঝিকমিক করছিল। আচ্ছা মা, আমাদের বড়লোক কুটুম্বটি এত ঘন ঘন গোঁফে হাত দেন কেন?'

মিসেস ডি, আরবারভাইল কপট ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন 'ছেলের কথা শুন!'

চেয়ারে উপবিষ্ট সার জন স্বপ্নালু চোখে বলিলেন 'সম্ভবতঃ তার হীরার আংটিটা দেখাবার জন্যে।'

কক্ষ হইতে বাহিরে যাইতে যাইতে টেস বলিল 'আচ্ছা, এ সম্বন্ধে ভেবে দেখব।'

মিসেস ডারবিফিল্ড স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন 'একবার গিয়েই টেস তাদের মনকে যে ভাবে জয় করেছে, তাতে যদি সে সেখানে না যায়, তাহলে বোকার মত কাজ করবে।'

জন ডারবিফিল্ড উত্তর দিলেন 'বাড়ী ছেড়ে আমার ছেলেরা কোথাও যাক, এটা আমি চাই না। আমি যখন বাড়ীর কর্ত্তা, তখন আমার কথা সকলেরই মানা উচিত।'

বুদ্ধিহীনা, সংসার-অনভিজ্ঞা জোয়ান স্বামীকে মিনতির স্বরে বলিলেন, 'কিন্তু জ্যাকি, তোমায় অনুরোধ করছি, তাকে তুমি যেতে দাও। দেখ নি কি, যে টেসকে ছেলেটির মনে ধরেছে? সে তাকে বোন বলে ডেকেছে। সম্ভবতঃ সে তাকে বিয়ে করবে এবং তাকে একজন গণ্য-মান্য মহিলায় পরিণত করবে এবং তার পুর্ব্ব-পুরুষেরা একদিন যা ছিল, টেসও তাই হবে।'

জন ডারবিফিল্ডের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি অপেক্ষা আত্ম-শ্লাঘাই ছিল বেশী। ঐ কল্পনা তাঁহার কাছে মধুর বলিয়া মনে হইল।

তাই তিনি সায় দিলেন 'আমারও তাই মনে হয়। মিঃ ডারবিফিল্ডের মনোগত অভিপ্রায়ই তাই। এর কারণ আর কিছু নয়। আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে সে তার বংশ-মর্য্যাদা বাড়াতে চায়। টেসটা কি দুষ্টু! এই উদ্দেশ্যেই কি সে তাদের বাড়ী গিয়েছিল?'

এতক্ষণ টেস বাগানের গুজবেরী গুল্ম-শ্রেণীর মধ্যে, কখনও বা প্রিন্সের কবরের ধারে পায়চারি করিতেছিল। বাড়ীতে আসিতেই মা পুনরায় কথাটা উত্থাপন করিলেন।

বলিলেন 'টেস, তুমি তাহলে কি ঠিক করলে?'

টেস উত্তর দিল 'আমি একবার মিসেস ডি, আরবারভাইলের সহিত দেখা করতে চাই।'

'আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে একটা কিছু স্থির করেই তার সঙ্গে দেখা করা ভাল।'

অদূরে চেয়ারে উপবিষ্ট ডারবিফিল্ডের কাশির শব্দ শোনা গেল।

টেস অস্থিরভাবে উত্তর দিল 'কি যে বলব মা, তা আমি জানি না। তোমরাই বলে দাও, আমি কি করব। বুড়ো ঘোড়াটার মৃত্যুর কারণ আমিই। কাজেই নূতন একটা কিনবার জন্যে আমারই কিছু করা উচিত। কিন্তু—কিন্তু—আমি মিঃ ডি, আরবারভাইলের বাড়ী যেতে চাই না।'

টেসের এই অনিচ্ছায় ভাইবোনেরা কাঁদিতে সুরু করিল। তাহারা তাহার ঐ ইতস্ততঃ ভাবের জন্য তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল।

'টেস যাবে না, টেস যাবে না। আমাদেরও আর একটা সুন্দর নূতন ঘোড়া এবং ভাল জিনিষ-পত্র কেনা হবে না।' এই বলিয়া তাহারা হাঁ করিয়া কান্না সুরু করিল।

মাও তাহাদের সুরে সুর মিলাইলেন। কেবল নিরপেক্ষ রহিলেন বাবা।

অবশেষে টেস বলিল 'আচ্ছা, আমি যাব।'

টেসের সম্মতিতে মার হৃদয়ের ভার লাঘব হইয়া গেল। এতক্ষণ টেসের বিবাহিত জীবনের যে স্বপ্ন-ছবি তিনি মনশ্চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাহার কথা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; বলিলেন—

'ঠিকই স্থির করেছ, মা। তোমার মত মেয়ের এই ত যোগ্য ঘর, যোগ্য বর।'

টেস ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিল। তারপর বলিল—

'হাঁ, এতে রোজগারের সম্ভাবনা আছে, তা মানি। এ ছাড়া কিছু নয়। বিয়ে-টিয়ে সম্বন্ধে যা মা তুমি বললে, ওসব বাজে কথা না বলাই ভাল।'

মিসেস ডারবিফিল্ড ঐ কথার কোন উত্তর দিলেন না। ছেলেটির মুখে তাহার প্রশংসায় টেস যে সুখী হইতে পারে নাই, এ সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত হইতে পারিলেন না।

অবশেষে টেসের যাওয়াই স্থির হইল। যে কোন দিন যাইতে সে প্রস্তুত আছে—এই সংবাদ দিয়া সে পত্র দিল। পত্রের উত্তর আসিতে বিলম্ব হইল না। এই মর্ম্মে যথারীতি সে পত্র পাইল যে, সে যাইতে সম্মত হওয়ায় মিসেস ডি, আরবারভাইল আনন্দিত হইয়াছেন; আরও জানাইয়াছেন যে তাহাকে ও তাহার মাল-পত্র লইয়া যাওয়ার জন্য আগামী কালের পরদিন একটা দুই-চাকা মাল-বহা গাড়ী পাহাড়ের উপরে হাজির থাকিবে। সে যেন যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। মিসেস ডি, আরবারভাইলের হাতের লেখা কেমন যেন পুরুষের হাতে লেখা বলিয়া মনে হইল।

'দু-চাকা মাল-বহা গাড়ী? নিজেদের আত্মীয় যাবে, তার জন্যে একটা চার-চাকা মানুষ-বহা গাড়ী পাঠাতে পারলে না?' জোয়ান ডারবিফিল্ড কেমন একটু সংশয়ান্বিতভাবে অস্ফুট স্বরে কথাগুলি বলিলেন।

ডি, আরবারভাইলদের ওখানে কর্ম্ম গ্রহণে সম্মত হইবার পর হইতে টেসের অস্থিরতা অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল। তাহার হৃদয় যেন খানিকটা শান্ত হইল। খুব কঠোর পরিশ্রম না করিয়াও সে তাহার বাবার জন্য একটা ঘোড়া কিনিয়া দিতে পারিবে—এই চিন্তায় সে কিছুটা আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত দৈনন্দিন কাজকর্ম্মে মনঃ-সংযোগ করিতে পারিল। আশা করিয়াছিল, শিক্ষিকার জীবিকা গ্রহণ করিবে। কিন্তু নিয়তি অন্যরূপ করিল। মানসিক দিক দিয়া সে মায়ের চেয়ে অনেক বয়োবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে মা যে স্বপ্ন রচনা করিতেছিলেন, ক্ষণিকের জন্যও তাহা তাহার চিত্তে রেখাপাত করিল না। সরলা, সংসারানভিজ্ঞা নারী কন্যার জন্মের মুহূর্ত্ত হইতেই তাহাকে একটি ভাল ছেলের হাতে তুলিয়া দিবার কথাই যেন ভাবিয়া আসিতেছিল!

···সাত···

নির্দ্দিষ্ট দিনের অতি-প্রত্যূষে—ভোর হইতে না হইতে—টেস শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। রাত্রির তমসা তখনও পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সময়টা যেন উষা ও আঁধারের সন্ধিক্ষণ। কুঞ্জে কুঞ্জে তখনও রাত্রির নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতা বিরাজমান। কেবল মাঝে মাঝে সেই পক্ষীটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা যাইতেছিল, যাহার ধারণা, সে অন্ততঃ নিশ্চয় জানে যে, প্রভাত আসন্ন। আবার অন্যান্য পক্ষীকুল, তাহাকে তাহারই অনুরূপ

নিশ্চয়তার সহিত ভ্রান্ত মনে করিয়া নিজ নিজ কুলায় চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপর তলায় নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতে সে ব্যস্ত রহিল। তারপর রবিবারের পোষাকখানিকে সযতনে ভাঁজ করিয়া বাক্সে রাখিয়া প্রতিদিনের সাধারণ পোষাকে সে নীচে নামিয়া আসিল।

মা বলিলেন 'ভাল পোষাকখানা পরলে কি ক্ষতি হত, টেস?'

'আমি ত কাজ করতে যাচ্ছি, মা!' টেস উত্তর দিল।

মিসেস ডারবিফিল্ড বলিলেন 'তা ত জানি, মা।' তারপর কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন 'প্রথমটা একটা ছল-চাতুরী করতে হবে বৈকি।……কিন্তু আমার মনে হয়, একটু সেজে-গুজে গেলেই ভাল হোত।'

'ভাল কথা। এসব বিষয় তুমিই ভাল জান।' শান্ত, আত্ম-সমর্পিতের মত টেস উত্তর দিল।

তারপর মায়ের তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে মায়ের হাতে সঁপিয়া দিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল 'মা, তোমার যেমনটি ইচ্ছা, তেমনই করে আমায় সাজিয়ে দাও।'

বলিতে কি, টেসের এই সম্মতিতে মিসেস ডারবিফিল্ড উৎফুল্লই হইলেন। বড় এক গামলা-ভরতি জল আনিয়া টেসের চুলগুলিকে এমন পরিপাটি করিয়া ধুইয়া দিলেন যে, শুকাইয়া যাইতে এবং ব্রাস করিয়া দিতে তাহা অন্য সময়ের তুলনার দ্বিগুণিত হইয়া দাঁড়াইল। তারপর সাধারণতঃ যে ফিতা দিয়া টেস চুল বাঁধে, তাহার চেয়ে চওড়া একটা লাল ফিতায় তাহা বাঁধিয়া দিলেন। তারপর সেদিনের সেই ক্লাব-ভ্রমণ উৎসবে টেস যে ফ্রকটা পরিয়াছিল, তাহা তাহাকে পরাইয়া দিলেন। একেই টেসের চেহারা বয়সের তুলনায় বাড়ন্ত ছিল, তাহার উপর ফাঁপান পোষাক ও চুলের জন্য তাহাকে একটি পরিণত-যৌবনা তরুণী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অথচ সত্য কথা বলিতে, সে একটি বালিকা ছাড়া আর কি ছিল!

'মা, আমার মোজার গোড়ালিটার কাছে একটা ছেঁড়া আছে।' টেস বলিল।

'ওতে কিছু যায় আসে না। ওটা ত দেখা যাচ্ছে না।' মা বলিলেন।

সাজান-পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। তারপর শিল্পী যেমন স্বীয় অঙ্কিত চিত্রের পূর্ণ রূপটি দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য দূর হইতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে

থাকেন, মাও তেমনই কয়েক পদ পিছাইয়া কন্যাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তারপর বলিলেন 'কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে—নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখ, টেস। সেদিনের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে।'

কিন্তু আয়নাটি এত বড় নয় যে, তাহাতে টেসের পূর্ণ আকৃতিটি প্রতিবিম্বিত হয়। তাই মিসেস ডারবিফিল্ড একটা কালো পর্দ্দা জানালার সার্সিতে টাঙ্গাইয়া দিয়া উহাকে একটা বড় আয়নার মত করিলেন। কুটীরবাসিনী রমণীরা সাজ-সজ্জার প্রয়োজনে যখনই বড় আয়নার অভাব বোধ করে, তখনই এই ভাবে তাহারা সেই অভাব মিটাইয়া লয়। ইহার পর নীচ তলায় যে ঘরে স্বামী বসিয়াছিলেন, সেখানে তিনি গেলেন।

সেখানে গিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে স্বামীকে বলিতে লাগিলেন 'দেখ, আমি বলে রাখছি যে, টেসকে ছেলেটির মনে না ধরে পারবে না। হাঁ, আর একটা কথা। আর যাই কর, টেসকে একথা বোল না যে, ছেলেটি তাকে খুব পছন্দ করে এবং তার জীবনে পরম শুভক্ষণ এসেছে। টেসটা এমন অদ্ভুত যে, বার বার ঐ কথা বললে হয়ত বিগড়ে বসবে। হয় ছেলেটির উপর দারুণ বিরূপ হয়ে যাবে, নয়ত বা এতদূর এগিয়ে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে সেখানে যাবেই না। আর ভালয় ভালয় যদি টেসের বিয়েটা ওখানে হয়ে যায়, তাহলে ষ্ট্যাগফুট লেনের ধর্ম্মযাজকটিকে ভাল করে সন্তুষ্ট করতে হবে। লোকটি বড় ভাল। সে-ই ত সব কিছু সংবাদ দিয়েছিল।'

সাজ-সজ্জার প্রথম মাদকতার অবসানে ধীরে ধীরে বিদায়-মুহূর্ত্ত যতই আসন্ন হইতে লাগিল, ততই একটা অজানা আশঙ্কায় মায়ের বুকখানি দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ইহার ফলে তিনি স্থির করিলেন যে, টেসকে খানিকটা দূর আগাইয়া দিয়া আসিবেন—অন্ততঃ সেইটুকু পর্য্যন্ত যাইবেন, যেখান হইতে উপত্যকাভূমি ক্রমোন্নত হইতে হইতে বহির্জ্জগতে গিয়া মিশিয়াছে। পাহাড়ের শীর্ষে ষ্টোক ডি, আরবারভাইল-প্রেরিত মাল-বহা গাড়ীতে টেসকে আরোহণ করিতে হইবে। যাহাতে বিলম্ব না হইয়া যায়—এই উদ্দেশ্যে একটি ছোকরার মারফৎ ঠেলাগাড়ীতে করিয়া টেসের মাল-পত্র পূর্ব্বেই পাহাড়-শৃঙ্গে পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মাকে বাহিরে যাইবার পোষাক পরিতে দেখিয়া ছোটরাও তাঁহার সহিত যাইবার জন্য চেঁচামিচি সুরু করিল।

'দিদির সঙ্গে আমরাও খানিকটা যাব। দিদি আমাদের সেই ভদ্রলোক-আত্মীয়কে বিয়ে করতে চলেছে। এবার সে ভাল ভাল কাপড়-চোপড় গয়না-গাঁটি পরবে!'

এই কথায় টেস লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। তারপর তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া বলিল 'এরকম কথা আর যেন তোমাদের মুখে কখনও না শুনি। আচ্ছা মা, এদের মাথায় এ রকম ধারণা তুমি কি করে ঢুকালে?'

মা তাহাকে প্রশমিত করার জন্য ছোটদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন 'না বাছারা, বিয়ে করতে যাচ্ছে না। আমাদের ধনী আত্মীয়ের বাড়ী কাজ করতে যাচ্ছে। নূতন ঘোড়া কিনবার জন্যে টাকা চাই ত!'

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে টেস বলিল 'বাবা, যাচ্ছি।'

টেসের বিদায়-উপলক্ষ্যে আজ সকালে খাওয়া-দাওয়ার একটু বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় সার জন ঝিমাইতেছিলেন। টেসের কথায় বুক হইতে মাথা তুলিয়া ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিলেন 'যাও, মা। আমি খুবই আশা করি যে, তোমার মত মেয়েকে সে নিশ্চয়ই পছন্দ করবে। হাঁ, তাদের বোল যে, আমরা যখন অত্যন্ত গরীব হয়ে পড়েছি, তখন আমরা আমাদের উপাধিটাকে আর রাখব না—বিক্রি করে দেব। অবশ্য তার জন্যে যে অসঙ্গত মূল্য চাইব, তা নয়।'

লেডি ডারবিফিল্ড চীৎকার করিয়া উঠিলেন 'তা বলে হাজার পাউণ্ডের কমে দেব না।'

'হাঁ, হাজার পাউণ্ড হলে আমি ওটা ছেড়ে দিতে পারি—এটা তাদের বোল। আচ্ছা ওরও কম করছি। আমার মত দীন-হীন কাঠুরিয়ার আর ঐ উপাধি মানায় না। তাদের মত ধনীদেরই ওটা শোভা পায়। তা যাই হোক, একশ পাউণ্ডেই আমি সন্তুষ্ট হব। যাকগে, সামান্য টাকা নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া করব না। আচ্ছা, পঞ্চাশ পাউণ্ড—নিদেন পক্ষে কুড়ি পাউণ্ডেই আমি রাজি। হাঁ, কুড়ি পাউণ্ড। এর কমে কিন্তু হবে না। বংশ-মর্য্যাদা—বংশ-মর্য্যাদা। এর এক পেনি কম করতে পারব না!'

টেসের চোখ দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উদ্বেলিত আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া সে ঘরের বাহিরে দ্রুত পা বাড়াইল।

মা ও ছেলে-মেয়েরা সকলেই এক সঙ্গে চলিলেন। টেসের দুই পাশে দুই

হাত ধরিয়া দুইজন চলিল। চলিতে চলিতে তাহারা মাঝে মাঝে চিন্তিত-ভাবে টেসের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল—মনের ভাবটা এই—যেন টেস একটা মস্ত বড় কিছু করিতে চলিয়াছে। মা সর্ব্ব-কনিষ্ঠটিকে লইয়া ঠিক পিছু পিছু আসিতে ছিলেন। দলটিকে দেখিয়া মনে হইবে, যেন উহা এমন একটি চিত্র, যাহাতে নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য, অপার্থিব পবিত্রতা এবং সরল প্রাণের সম্ভ্রম-বোধ অপূর্ব্ব সুষমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখান হইতে পথ ক্রমোন্নত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহারা টেসের অনুগমন করিলেন। ইহারই শীর্ষে, ট্যান্ট্রিজ হইতে যে গাড়ী টেসকে লইয়া যাইতে আসিবে, তাহার অপেক্ষা করিবার কথা। নিম্নভূমি হইতে উচ্চভূমিতে উঠিবার শ্রম হইতে ঘোড়াটাকে অব্যাহতি দিবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম পর্ব্বতমালার পশ্চাতে বহুদূরে স্যাষ্টন নগরীর প্রাসাদশ্রেণীর পর্ব্বতোপম উত্তুঙ্গ চূড়াগুলি মস্তক উন্নত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। উচ্চ রাজপথে কাহাকেও দেখা গেল না। যে ছেলেটি টেসের বাক্স-বিছানা লইয়া আগাইয়া গিয়াছিল, সে-ই কেবল বসিয়া আছে, দেখা গেল।

মিসেস ডারবিফিল্ড বলিলেন 'এখানে একটু অপেক্ষা করি এস। গাড়ী এখনই এসে যাবে। হাঁ, ঐ ত দেখা যাচ্ছে।'

গাড়ী আসিয়াই গিয়াছিল। কেবল সম্মুখবর্ত্তী উচ্চভূমির আড়ালের জন্য দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। ঐটুকু অতিক্রম করিতেই সহসা তাহা দৃষ্টির মধ্যে আসিয়া পড়িল। যে ছেলেটি টেসের মাল-পত্র লইয়া বসিয়াছিল, গাড়ী আসিয়া তাহার কাছে গিয়া থামিল। মা ও ছোটরা আর অগ্রসর হইলেন না। তাঁহাদিগকে তাড়াতাড়ি বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া টেস ক্ষিপ্রপদে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল।

টেসের শ্বেত মূর্ত্তিখানি ক্রমে গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ইহা তাঁহারা দেখিলেন। ইতিমধ্যে টেসের বাক্সখানি গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। টেস গাড়ীর নিকট সম্পূর্ণ পৌছাইতে না পৌছাইতে, আর একখানি গাড়ী বিদ্যুৎ-বেগে গিরিশৃঙ্গস্থিত তরুশ্রেণীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বাঁক ঘুরিয়া মাল-বহা গাড়ীর পাশ কাটাইয়া যেখানে টেস দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে গিয়া থামিল। টেস তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চাহনির ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, সে যেন বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছে।

মিসেস ডারবিফিল্ডের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, শেষের গাড়ীটি প্রথম গাড়ীটির মত সাধারণ গাড়ী নয়। এটি খুব সুন্দর, চকচকে এবং সুসজ্জিত। চালকটি একজন যুবা পুরুষ—বয়স আন্দাজ তেইস চব্বিশ হইবে। মুখে সিগার জ্বলিতেছে। পরিধানে সৌখিন সাজ-পোষাক। সুদর্শন যুবাটি আর কেহ নয়, সেই তরুণটি, যিনি সপ্তাহ দুই পুর্ব্বে টেসের মতামত জানিবার জন্য তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন।

মিসেস ডারবিফিল্ড শিশুর মত আনন্দে আত্মহারা হইয়া হাততালি দিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই নিজের ভাবাতিশয্যে নিজেই লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিলেন বটে কিন্তু বেশীক্ষণ সেই ভাবে থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় মুখ তুলিয়া একদৃষ্টে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা দেখিবার পর, তাহার গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে কেমন করিয়া তিনি ভুল বুঝিবেন ?

সর্ব্ব-কনিষ্ঠ শিশুটি প্রশ্ন করিল 'এই ভদ্রলোকই না মা, দিদিকে বিয়ে করবে বলে বলেছেন ?'

ইত্যবসরে টেসের শুভ্র মূর্ত্তিখানি নূতন গাড়ীটির নিকট পৌঁছিয়াছে। সেখানে গিয়া সে কি করিবে না করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ীর মালিক কিন্তু চুপ করিয়া নাই। তিনি কথা বলিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন। ঐ যে টেস কি করিবে না করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না—তাহার ঐ আপাত অব্যবস্থিত-চিত্ততার মধ্যে উহা ছাড়া আরও অনেক কিছু ছিল। সে হইতেছে একটা সন্দেহের ভাব। প্রথম গাড়ীখানাতে উঠিতেই তাহার মন চাহিল। কিন্তু তরুণটি গাড়ী হইতে নামিয়া তাহারই গাড়ীতে উঠিবার জন্য টেসকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সে মুখ ফিরাইয়া পাহাড়ের নীচে যেখানে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইদিকে তাকাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে মনস্থির করিয়া ফেলিল। সে-ই প্রিন্সের মৃত্যুর কারণ—এই কথাটি তাহার মনে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। সহসা সে তরুণটির গাড়ীতেই উঠিয়া বসিল। যুবকটিও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া তাহার পাশে বসিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন। চক্ষের নিমেষে গাড়ীখানা মাল-বহা গাড়ীটার পাশ কাটাইয়া পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

টেস দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন নাটকের যবনিকা-পাত

হইয়া গেল। ছোটদের শুষ্ক আঁখিপাত এবার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সর্ব্ব-কনিষ্ঠটি বেদনা-ভারাক্রান্ত চিত্তে বলিল 'দিদি বেচারী না গেলেই ভাল হত। কি হবে বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে!' তারপর ঠোঁট বাঁকাইয়া কান্নায় ফাটিয়া পড়িল। এই নূতন মনোভাবের সংক্রমণ হইতে কেহই রক্ষা পাইল না। একের পর এক সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে সুরু করিল।

জোয়ান ডারবিফিল্ডেরও নয়ন-পল্লব শুষ্ক ছিল না। গৃহে প্রস্থানের উপক্রম করিতেই তিনিও কন্যার বিচ্ছেদ-ব্যথায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। যখন গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন, তখন তিনি নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছেন। সব কিছু দৈবের বিধান—এই বলিয়া নিজের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে তিনি শান্ত করিতে চাহিলেন; ভাগ্যের পায়ে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া তিনি আশ্বাস লাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাত্রিতে তাঁহার চোখে ঘুম আসিল না। প্রবাসী তনয়ার বিরহ-বেদনায় তাঁহার মাতৃ-হৃদয় মথিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস পড়িতে লাগিল। পত্নীর এই অস্থিরতা কিন্তু স্বামীর চক্ষু এড়াইল না। তিনি ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন।

পত্নী উত্তর দিলেন 'ঠিক বলতে পারি না। তবে যেন মনে হয়, টেস না গেলেই ভাল হোত।'

'সেটা কি আগেই ভাবা উচিত হয় নি?'

'মেয়ের ভালর জন্যেই তাকে সেখানে পাঠিয়েছি; তবুও মনে হয়, যদি এখনও কিছু করার থাকে ত, টেসকে ফিরিয়ে আনি। ছেলেটি সত্যিই সহৃদয় কিনা কিংবা টেসকে সত্যিই সে আত্মীয়ের মত দেখে কিনা—এ সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় না হয়ে তাকে আর পাঠাব না।'

'হাঁ, তাই করা উচিত।'—বলিয়া সার জন নাসিকা গর্জ্জন করিতে সুরু লাগিলেন।

জোয়ান ডারবিফিল্ড এই চিন্তায় সান্ত্বনা পাইতে চাহিলেন যে 'টেস যখন খাঁটি বংশের মেয়ে, তখন সে যদি তার হাতের তুরুপের তাস ঠিকভাবে খেলতে পারে, তাহলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়ে পারে না। আজ যদি সে তাকে নাও বিয়ে করে, কাল করবেই। ছেলেটি যে তার রূপে মুগ্ধ, এ যে দেখবে, সে-ই বলবে।'

'কি তার হাতের তুরুপের তাস? তুরুপের তাস বলতে কি, তার ডি, আরবারভাইল শোণিতকেই বুঝাচ্ছ?'

'না, নির্ব্বোধ, তা নয়। তুরুপের তাস বলতে আমি তার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানির কথাই বলছি—যা আমারও ছিল।'

···আট···

টেসের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এলেক ডি, আরবারভাইল সবেগে গাড়ী চালাইয়া দিল। চক্ষের পলকে গাড়ী প্রথম পাহাড়টির শৃঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া গেল। টেসের বাক্স-বোঝাই গাড়ী বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। চলিতে চলিতে এলেক টেসের নানারূপ স্তুতিগান করিতে লাগিল। আরও উচ্চভূমিতে উঠিয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে, এক দিগন্ত-জোড়া বিশাল প্রান্তর তাহাদের চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। পশ্চাতে তাহার সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জন্মভূমি, আর সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ ধূসর অঞ্চল, যাহার সম্বন্ধে সেই একবার ট্যান্ট্রিজে যাওয়া ছাড়া সে আর কিছুই জানিত না। এই ভাবে চলিতে চলিতে তাহারা এমন একটি স্থানে আসিয়া পৌঁছিল, যেখান হইতে পথ সোজা প্রায় মাইল খানেক নীচে নামিয়া গিয়াছে।

পিতার ঘোড়াটির সহিত দুর্ঘটনায় পতিত হইবার পর হইতে গাড়ীতে চড়িলেই টেস অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িত। অথচ সে বেশ সাহসী প্রকৃতির মেয়েই ছিল। ইদানীং গাড়ী যদি সামান্যও দুলিত, তাহা হইলেও তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিত। তাহার গাড়ীর চালক যেরূপ বেপরোয়াভাবে গাড়ী ছুটাইতেছিল, তাহাতে সে দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল। অথচ কথাবার্ত্তায় তাহার বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়া সে বলিল 'মহাশয়, একটু আস্তে চালান।'

ডি, আরবারভাইল তাহার দিকে ঘুরিয়া তাকাইল। মাঝখানের বড় বড় দাঁতগুলির গায়ে জ্বলন্ত সিগারটি চাপিয়া নিভাইয়া আপন মনে সে মুচকি মুচকি হাসিতেছিল।

তারপর ঘোড়াটাকে আরও ঘা কয়েক চাবুক কসাইয়া বলিল 'কেন টেস, তোমার মত সাহসী মেয়ের মুখে কি এই কথা সাজে? যখনই আমি গাড়ী চড়ি, তখনই পুরাবেগে গাড়ী না হাঁকিয়ে পারি না। মন-মেজাজকে তাজা রাখার পক্ষে এমন মহৌষধ আর কিছু নেই।'

'কিন্তু এখন কি তার কিছু প্রয়োজন আছে?'

মাথা নাড়িয়া এলেক উত্তর দিল 'এক্ষেত্রে দুজনের কথা মনে রাখতে

হবে। আমি ত একা নই! টিবের কথাও ভাবতে হবে। তার মেজাজটা আবার দারুণ অদ্ভুত।'

'কে?'

'এই ঘোটকীটার কথাই বলছি। গাড়ী যখন হাঁকাই, তখন সে গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তুমি কি সেটা লক্ষ্য কর নি?'

টেস কঠিনভাবে উত্তর দিল 'আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না।'

'আচ্ছা বেশ, তা করব না। কিন্তু এটা জেনে রেখ যে, যদি কোন জীবন্ত মানুষ ঘোড়াটাকে বাগে আনতে পারে ত, সে আমিই। অবশ্য তা বলে মনে কর না যে, যে-কেউ তা পারে। তবে যদি কারও সে শক্তি থাকে, সে আমারই আছে।'

'এমন ঘোড়া রেখেছ কেন?'

'হাঁ, এটা অবশ্য তুমি জানতে চাইতে পার। এর উত্তর হচ্ছে, এটা আমার নিয়তি। টিব একটা ছেলেকে শেষ করেছে। তাকে কিনে আনার অল্প দিন পরেই সে আমায় প্রায় শেষ করেছিল। তারপর আমার কথা যদি বিশ্বাস কর, তাহলে জেন যে, আমিই আবার তাকে একদিন শেষ করতে বসেছিলাম। কিন্তু এখনও সে আগের মত অল্পেই উত্তেজিত হয়ে উঠে। ফলে মাঝে মাঝে তার কাছে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।'

এইবার তাহারা নামিতে সুরু করিল। স্বেচ্ছায় হউক, অথবা তাহার চালকের ইঙ্গিতেই হউক, ঘোড়াটি এবার বেপরোয়াভাবে ছুটিতে লাগিল।

নীচে আরও নীচে দ্রুতবেগে তাহারা নামিয়া চলিল। গাড়ীর চাকাগুলি লাটিমের মত বনবন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। আর গাড়ীখানা কখনও ডাহিনে, কখনও বামে প্রবলভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে গাড়ীর মেরুদণ্ডটা পথরেখার সহিত আড়াআড়ি অবস্থায় আসিতেছিল। ঘোড়াটা তাহাদের সম্মুখে একবার উঠিতেছিল, একবার নামিতেছিল। কখনও বা গাড়ীর এক-একটা চাকা কয়েক গজ আদৌ মৃত্তিকা স্পর্শই করিতেছিল না। কখনও বা গাড়ীর চাকায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুই একটি প্রস্তরখণ্ড ঘুরিতে ঘুরিতে প্রচণ্ড বেগে পথিপার্শ্বস্থিত লতাগুল্মের উপর পড়িতেছিল। যতই তাহারা অগ্রসর হইতেছিল, ততই পুরোবর্ত্তী পথরেখা দ্বিখণ্ডিত যষ্টির মত তাহাদের সম্মুখে প্রসারিত হইতেছিল। টেসের শুভ্র-সৌখিন পোষাক ভেদ করিয়া বাতাসের শীতল স্পর্শ তাহার সর্ব্বাঙ্গে লাগিতে লাগিল। তাহার সদ্য-ধৌত চিক্কণ

কেশরাশি উদ্দাম বাতাসে উড়িতে লাগিল। সে যে ভয় পাইয়াছে, তাহা এলেক যাহাতে বুঝিতে না পারে, তাহার জন্য সে কৃত-সঙ্কল্প হইল বটে কিন্তু তবুও এলেক যে হাতে লাগাম ধরিয়াছিল, সেই হাতটি না জাপটিয়া ধরিয়া পারিল না।

'আমার হাত ধর না। হাত ধরলে আমরা দুজনেই গাড়ী থেকে পড়ে যাব। বরং আমার কোমরটা আঁকড়ে ধর।'

সে তাহাই করিল। এইভাবে তাহারা নিম্নভূমিতে পৌছিল।

'তোমার এই কারসাজি সত্ত্বেও এতক্ষণে আমরা নিরাপদ। ভগবানকে ধন্যবাদ!' টেস বলিল। ক্রোধে তাহার মুখখানি অগ্নি-দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

'টেস, ধিক তোমাকে! এই তোমার মেজাজ!' ডি, আরবারভাইল উত্তর দিল।

'এ অতি সত্যি।'

'যে মুহূর্ত্তে তুমি বিপদ কাটিয়ে উঠলে, সেই মুহূর্ত্তে এত অবহেলা ভরে আমাকে তুচ্ছ করা তোমার উচিত হোল কি?'

তাহার ঐ উক্তির পরিণাম কি হইতে পারে, তখন সে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মানসিক স্থৈর্য্য ফিরিয়া পাইবার পরে সে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। এইভাবে তাহারা আর একটি গিরিশৃঙ্গে পৌছিল, যেখান হইতে পথ পুনরায় নিম্নাভিমুখী হইয়াছে।

ডি, আরবারভাইল বলিল 'আবার একটা!'

ব্যাকুলভাবে টেস বলিল 'না, না, আর নয়! অবুঝ হয়ো না।'

'কিন্তু উঁচুতে উঠলে আবার নামতে হবে ত!' ভৎর্সনার সুরে এলেক বলিল।

সে লাগাম আলগা করিয়া দিল। আর একবার গাড়ী প্রচণ্ড বেগে নীচের দিকে ছুটিয়া চলিল।

গাড়ীর ঝাঁকুনিতে তাহারা দুলিতে আরম্ভ করিলে, ডি, আরবারভাইল টেসের মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল 'সুন্দরী, আর একবার আমার কোমরটা জড়াও আর কি!'

'কক্ষণো না'—এই বলিয়া সে যতক্ষণ পারিল, তাহাকে না ছুঁইয়া একাই স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল।

'তোমার রক্ত বিম্বাধরে, নিতান্ত পক্ষে উষ্ণ গণ্ডে যদি একটা ছোট্ট চুমু খেতে দাও, তাহলে আমি থামব। তোমার দিব্যি, আমি থামব।'

এই কথায় টেসের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে যতটা পারিল, সরিয়া বসিল। ইহাতে এলেক ঘোড়াটাকে আরও জোরে ছুটাইয়া দিল, যাহার ফলে গাড়ী আগের চেয়ে আরও দুলিতে লাগিল।

অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল 'এ ছাড়া কি আর কিছুতেই চলবে না?' তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি হিংস্র প্রাণীর চোখের মত জ্বলিতেছিল। মা যে তাহাকে এত সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিলেন, সে কি শুধু এই মর্ম্মান্তিক উদ্দেশ্যের জন্যই?

এলেক উত্তর দিল 'না প্রিয়া, এর কমে হবে না।'

'ওঃ আমি জানিনা—আচ্ছা তাই না হয় খাও; আমি কিছু মনে করব না।' শরাহত পক্ষীর মত সে হাঁপাইতে ছিল।

এলেক লাগাম টানিল। গাড়ীর গতি মন্দীভূত হইতে সে তাহার বাঞ্ছিত অভিনন্দন অঙ্কিত করিবার উদ্যোগী হইল। কিন্তু কুমারীর স্বভাব-সুলভ লজ্জাবশতঃ টেস মুখ সরাইয়া লইল। এলেকের দুই হাতে লাগাম ধরা। টেসের ঐ মুখ-সরাইয়া লওয়াকে সে বাধা দিতে পারিল না।

নিষ্ফল আক্রোশে টেসের দারুণ-কামনা-জর্জ্জরিত সঙ্গীটি বলিয়া উঠিল 'বেশ মেয়ে ত! আচ্ছা দাঁড়াও, এবার দুজনেরই ঘাড় ভাঙবার ব্যবস্থা করছি। কথা দিয়ে কথা রাখছিস না, শয়তানী ছুঁড়ি!'

টেস বলিল 'আচ্ছা বেশ। আপনি যখন ও ছাড়া আমায় অব্যাহতি দেবেন না, তখন আমি আর মুখ ফিরিয়ে নেব না! কিন্তু আমার ধারণা ছিল, কি জানেন? আপনি আমায় করুণা করবেন, আত্মীয়ের মত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন।'

'দুত্তোর আত্মীয়! চুলোয় যাক আত্মীয়! নাও, এস।'

'কিন্তু আমি চাইনা যে, কেউ আমায় চুম্বন করুক।' মিনতির সুরে টেস বলিল। একটি বড় অশ্রুবিন্দু তাহার গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। উদ্গত অশ্রু রোধ করিবার প্রয়াসে তাহার দুই অধর-প্রান্ত কম্পিত হইতেছিল। 'এমন জানলে আমি আসতাম না।'

কিন্তু এলেক দমিবার পাত্র নয়। টেস নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল, আর সে বিজয়ীর মত তাহার গণ্ডে চুম্বনের মসী লিপ্ত করিয়া দিল। চুম্বন শেষ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেস লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া চুম্বন-সিক্ত স্থানটি অচেতনের মত মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু এই দৃশ্যে এলেকের উদ্ধত অহমিকায় যেন বৃশ্চিক দংশন হইল।

সে বলিল 'কুটীরবাসিনী মেয়েদের মধ্যে তোমার মত এরকম দারুণ অভিমানিনী ও গরবিনী দেখা যায় না।'

টেস এই মন্তব্যের কোন উত্তর দিল না। উহার পরিণাম যে শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে, তাহা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। চুম্বন-সিক্ত গণ্ড মুছিয়া ফেলিয়া সে যে এলেককে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা সে জানিত না। তাই শক্তিতে যতটা সম্ভব, সেই ভাবে সে চুম্বনের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়াছিল। তবে উহা করিয়া সে যে এলেকের অসন্তোষজনক কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা অবশ্য তাহার মনে জন্মিয়াছিল। কিন্তু কিছুই না বলিয়া স্থির-নেত্রে সে সম্মুখ পানে তাকাইয়া রহিল। গাড়ী যখন মেলবেরী ডাউন এবং উইনগ্রীনের কাছাকাছি আসিল, তখন সে সভয়ে লক্ষ্য করিল যে, আবার একটা চড়াই পার হইতে হইবে।

'এবার তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।'—বলিয়া এলেক ঘোড়াকে চাবুক মারিতে উদ্যত হইল। তাহার কণ্ঠস্বরে তখনও অপমান-জনিত ক্ষোভের সুর চলিয়া যায় নাই।

'যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমায় তোমার চুমু খেতে দাও এবং রুমাল দিয়ে মুখ আর মুছে না ফেল, তাহলেই জোরে ঘোড়া ছুটাব না।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস টেসের বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। সে বলিল 'বেশ তাই হবে। আঃ — আঃ — আমার টুপিটা পড়ে গেছে।'

যখন তাহারা কথাবার্ত্তায় মত্ত ছিল, তখন অসতর্ক মুহূর্ত্তে টুপিটা পড়িয়া যায়। গাড়ীটাও তখন নেহাৎ আস্তে আস্তে যাইতেছিল না।

ডি, আরবারভাইল ঘোড়াটাকে রুখিয়া নিজেই টুপিটা আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু টেস ততক্ষণে অন্য দিকে নামিয়া পড়িয়াছে।

সে পিছন ফিরিয়া টুপিটা কুড়াইয়া লইয়া মাথায় দিল।

ডি, আরবারভাইল বলিল 'সত্যি বলছি টেস, টুপিটা খুলতেই যেন তোমায় আরও ভাল দেখাচ্ছে। টুপিটা আর পরে কাজ নেই; এখন চলে এস। কই আসছ না যে? কি ব্যাপার?'

'না, মহাশয়, আমি আর গাড়ীতে উঠব না। আপনি আবার ত ঐ

রকম করবেন।' দাঁতে দাঁত দিয়া দৃঢ়ভাবে টেস বলিল। বিজয়িনীর দৃপ্তি-শিখায় তাহার আঁখিতারা জ্বলিতেছিল।

'কি, তুমি আমার পাশে বসবে না?'

'না; আমি হেঁটেই যাব।'

'ট্যান্ট্রিজে পৌঁছতে এখনও পাঁচ ছ মাইল পথ বাকি, তা জান?'

'পাঁচ মাইল ত কম। বার মাইল হলেও আমি আর গাড়ীতে উঠব না। তা ছাড়া পিছনে মাল-বহা গাড়ীটা ত আসছেই।'

'উঃ, কি ছলনাময়ী মেয়ে! এখন বল দেখি, ইচ্ছা করে তুমি তোমার টুপিটা উড়িয়ে দিয়েছিলে কিনা? আমি শপথ করে বলব যে, তুমি তাই করেছিলে।'

টেসের নীরবতায় তাহার সংশয় বদ্ধমূল হইল।

ডি, আরবারভাইল তখন তাহাকে অভিসম্পাত দিতে লাগিল, শপথ করিয়া গালি দিতে লাগিল; তাহার ঐ কৌশলের জন্য মুখে যাহা আসিল, সেই নামে তাহাকে অভিহিত করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ ঘোড়া ঘুরাইয়া তাহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিল। টেস যতই সরিয়া যায়, ততই পথিপার্শ্বের ঝোপ-ঝাপের গায়ে তাহাকে পিষিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে এলেকও গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে আঘাত দিতে সে সফলকাম হইল না।

আত্মরক্ষার জন্য টেস একটা ছোট গাছে উঠিয়া পড়িয়াছিল। তাহারই শীর্ষ হইতে আহতা ফণিনীর মত সে গর্জ্জিয়া উঠিল 'এই যে কুৎসিৎ ভাষায় আপনি আমায় গালি দিচ্ছেন, এর জন্যে আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত! আপনাকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। আমি আপনাকে ঘৃণা করি, অত্যন্ত ছোট মনে করি। আমি বরং আমার মায়ের কাছেই ফিরে যাব; সেই ভাল।'

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া ডি, আরবারভাইলের বদ-মেজাজ যেন খানিকটা কাটিয়া গেল। সে হো হো করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

'কিন্তু টেস, তোমাকে যে আমার দারুণ ভাল লাগে! এস, সন্ধি করি। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকাজ আর কোন দিন করব না। যদি করি, তুমি আমায় যে কোন শাস্তি দিও।'

তথাপি টেসকে কিছুতেই গাড়ীতে উঠিতে রাজী করান গেল না। তবে তাহার পাশাপাশি এলেককে গাড়ী চালাইতে দিতে সে আপত্তিও করিল না।

এই ভাবে মন্থর গতিতে তাহারা ট্যান্ট্রিজ অভিমুখে অগ্রসর হইল। নিজের দুর্ব্যবহারের দ্বারা সে তাহাকে পদব্রজে পথ-বাহনের কঠোর শ্রমে বাধ্য করিয়াছে, ইহার উল্লেখ করিয়া এলেক মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর অনুশোচনা করিতে লাগিল। এক্ষণে এলেকের হৃদয়ের যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, তাহাতে টেস স্বচ্ছন্দেই তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিত। কিন্তু চিরদিনের জন্য এলেক টেসের নিকট অবিশ্বাসী প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তাই সে আর গাড়ীতে উঠিল না, চিন্তাকুল চিত্তে পদব্রজেই পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। আর সারাক্ষণ ভাবিতে লাগিল, মায়ের নিকট ফিরিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে উচিত হইবে কিনা! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই সে ডি, আরবারভাইল-গৃহের চাকুরীতে আসিয়াছিল। তাই বর্ত্তমান ঘটনা অপেক্ষা গুরুতর কিছু না ঘটা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করা তাহার নিকট অস্থিরমতিত্ব, এমন কি নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হইল। এমন একটা সামান্য ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেমন করিয়া সে বাক্স-বিছানা ফিরাইয়া লইয়া গিয়া মাতা-পিতার নিকট মুখ দেখাইবে? কেমন করিয়া সংসারটির নূতন করিয়া বাঁচিবার পরিকল্পনা বাণচাল করিয়া দিবে?

মিনিট কয়েকের মধ্যেই স্লোপস্-প্রাসাদের চিমনিগুলি এবং তাহারই ডাহিনে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি কোণে পোল্ট্রি ফার্ম এবং টেসের বাসের কুটীরখানি দৃষ্টিগোচর হইল।

···নয়···

যে সব হাঁস-মোরগের তত্ত্বাবধানের জন্য টেসকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে একটা খড়ে-ছাওয়া কুটীরে রাখা হইত। কুটীরটি চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। স্থানটি এককালে যে একটি সুন্দর ফল-ফুলে-শোভিত উদ্যান-বাটিকা ছিল, তাহা দেখিলে এখনও চেনা যায়। আজ আর তাহা নাই, ধূলি-বালু-পূর্ণ শুষ্ক মরুতে পরিণত হইয়াছে। কুটীরের চালটিকে আইভি-লতা ঘন-শ্যামল পল্লবে ঢাকিয়া দিয়াছিল; আর চিমনিটাকে শাখা প্রশাখায় জড়াইয়া জড়াইয়া এমন বৃহদাকৃতি করিয়া তুলিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল উহা যেন একটি ভগ্ন দুর্গ বিশেষ। নীচতলার সব ঘরগুলিই হাঁস-মোরগের থাকার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহারা সেখানে এমন ভাবে বিচরণ করিত যে, মনে হইত, উহারাই যেন কুটীরখানার মালিক;

শুধু তাহাই নয়, উহারাই যেন তাহা তৈয়ার করিয়াছে। যাঁহারা কিন্তু সত্যই উহা তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই আজ জীবিত নাই—গির্জ্জা-প্রাঙ্গণের তলদেশে তাঁহাদের সকলেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। তাঁহাদের বংশধরেরা যদি আজ দেখিত যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের এত সাধের উদ্যান-বাটিকা, যাহা তাঁহারা কত অর্থব্যয়ে তৈয়ারী করিয়াছিলেন, আজ আইনের বলে হস্তগত করিয়া মিসেস ষ্টোক ডি, আরবারভাইল তাহাকে নিতান্ত অবহেলায় হাঁস-মোরগের বাস-গৃহে পরিণত করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা যে ব্যথিত এবং অপমানিত বোধ করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা নিশ্চয়ই এই কথা বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিত 'দাদামশায়দের কালেই খৃষ্টানদের মান-সম্ভ্রম বজায় থাকিত।'

যে-গৃহ একদিন বহু শিশুর কল-কাকলিতে পূর্ণ থাকিত, আজ তাহা ইতস্ততঃ বিচরণশীল হাঁস-মোরগের পদধ্বনিতে মুখরিত। যেখানে একদিন বিশ্রামভোগী কৃষকদের চেয়ারগুলি রক্ষিত থাকিত, আজ সেখানে আসন্ন-প্রসবা হাঁস-মোরগের খাঁচাগুলি রক্ষিত হয়। চিমনির কোণ এবং একদা-জলন্ত অগ্নিকুণ্ড আজ মৌচাকের বাক্সে পূর্ণ হইয়াছে। সেখানে এখন হাঁস-মোরগেরা ডিম পাড়ে। আর সম্মুখের অঙ্গনটি, যাহা একদিন বহু গৃহস্বামীর সযত্ন-রোপিত তরু-লতায় সবুজ হইয়া থাকিত, আজ তাহা ইতস্ততঃ সঞ্চরমান হাঁস-মোরগের চঞ্চু ও নখ-রেখায় ক্ষত-বিক্ষত।

উদ্যানটি চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। কেবল প্রবেশের জন্য একটি মাত্র দ্বার ছিল।

পরদিন প্রভাতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হাঁস-মোরগ পালকের কন্যা হিসাবে টেস তাহার জ্ঞান এবং ধারণানুযায়ী কুটীরাভ্যন্তরস্থ সাজ-সজ্জা ও রক্ষণ-বিন্যাসের পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি-বিধানে আধঘণ্টাখানেক সময় ব্যয়িত করিয়াছে, এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল এবং তাহারই ফাঁকে শুভ্র টুপি ও য়্যাপ্রণ-পরিহিতা জনৈকা পরিচারিকা প্রবেশ করিল। সে যে পাশের জমিদার-বাটী হইতেই আসিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা গেল।

সে বলিল 'মিসেস ডি, আরবারভাইল মোরগগুলাকে দেখতে চাইছেন।' পাছে টেস তাহার কথা বুঝিতে না পারে, এই জন্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিল 'মিসেস ডি, আরবারভাইল বৃদ্ধা এবং অন্ধ।'

'অন্ধ!' টেসের কণ্ঠে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

এই সংবাদে তাহার চিত্তে কেমন একটা সংশয় জন্মিল কিন্তু তাহা দৃঢ়মূল হইবার সময় পাইল না। কেননা তখনই তাহাকে মোরগ-সহ গৃহস্বামিনীর কাছে যাইতে হইল। সে দুইটি সুন্দর হামবার্গ জাতীয় মোরগ লইয়া পরিচারিকাটির অনুগমন করিল। পরিচারিকাটিও রিক্তহস্তে গেল না। সেও দুইটি মোরগ লইল। প্রাসাদখানি বৃহৎ এবং কারুকার্য্য-শোভিত হইলেও সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত পক্ষী-পালক এবং তৃণাস্তীর্ণ চত্বরে হাঁস-মোরগ-পালনের খাঁচা দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, এই প্রাসাদবাসীর কেহ না কেহ পশু-পক্ষী পালনের বিশেষ ভক্ত।

একতলার বসিবার ঘরে গৃহকর্ত্রী রৌদ্রের দিকে পিঠ করিয়া আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার চুলগুলি সব পাকিয়া গেলেও বয়স ষাট কি তাহারও কম হইবে বলিয়া মনে হইল। তিনি একটা বৃহদাকার টুপি পরিয়াছিলেন এবং মুখখানি সর্ব্বদাই এদিক ওদিক নাড়াইতেছিলেন। যাহারা ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন, শত চেষ্টা সত্ত্বেও যাহাকে তাহারা ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই, তাহারাই সাধারণতঃ ঐরূপভাবে মাথা নাড়িয়া থাকেন। যাহারা জন্মান্ধ বা বহুদিন পূর্ব্বে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন, তাহারা ঐরূপ ভাবে মুখ নাড়েন না। তাহাদের মুখ-মণ্ডল নিথর ও নিষ্কম্প অবস্থায় থাকে। দুই বাহুতে দুইটি মোরগকে বসাইয়া টেস এই মহিলাটির সমীপবর্ত্তী হইল।

মিসেস ডি, আরবারভাইল সহজেই নবাগতার পদ-শব্দ চিনিতে পারিলেন; বলিলেন 'তোমাকেই বোধ হয়, আমার হাঁস-মোরগগুলার দেখাশুনার জন্যে আনা হয়েছে? আশা করি, তুমি তাদের বেশ যত্ন নেবে। আমার গোমস্তা বলছিল যে, এতদিনে মনের মত লোক পাওয়া গিয়েছে। আচ্ছা, তাদের কি তুমি এনেছ? হাঁ, এইটা ত ষ্ট্রাট। আজ তাকে এত চুপচাপ দেখছি কেন? নূতন লোকের হাতে একটু ভয় পেয়ে গেছে, বোধ হয়। হাঁ, আর এটা কিনা—হাঁ হাঁ সবগুলাই দেখছি, ভয় পেয়ে গেছে। কিরে তোরা খুব ভয় পেয়েছিস, না? যাক, শীঘ্রই তারা তোমার পোষ মেনে যাবে।'

গৃহকর্ত্রী এইভাবে কথা বলিতেছিলেন, আর টেস এবং সেই পরিচারিকাটি তাঁহার ইঙ্গিত অনুযায়ী একটির পর একটি মোরগ তাঁহার কোলে তুলিয়া দিতেছিল। তিনি তাহাদের ঠোঁট, ঝুঁটী, পালক, নখ, লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত হাত বুলাইয়া বুলাইয়া পরীক্ষা করিলেন। স্পর্শমাত্রই তিনি তাহাদের চিনিতে পারিতেছিলেন। এমন কি কাহারও যদি একটী পালক খসিয়া

গিয়া থাকে বা এদিক ওদিক হইয়া থাকে, তাহাও তিনি ধরিয়া ফেলিতেছিলেন। তিনি তাহাদের পেটে হাত বুলাইয়া তাহারা কি খাইয়াছে, বেশী খাইয়াছে, কি কম খাইয়াছে, তাহা বলিয়া দিতেছিলেন এবং তাঁহার মনের ভাব-ধারা তাঁহার মুখ-মণ্ডলে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল।

টেস এবং তাহার সঙ্গিনী পরিচারিকাটির আনা মোরগগুলিকে পরীক্ষান্তে যথারীতি তাহাদের আবাস-স্থলে পৌছাইয়া দেওয়া হইল। এইভাবে একের পর এক হামবার্গ, বাণ্টাম, কোচিন, ব্রাহামা, ডর্কিং জাতীয় প্রিয় মোরগগুলি বৃদ্ধা মহিলা পরীক্ষা করিলেন। হাঁটুতে বসাইয়া দেওয়া মাত্র তিনি কোনটি কোন জাতীয় মোরগ, তাহা তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিতেছিলেন।

এই দৃশ্য টেসকে দীক্ষা-দান অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। এখানে মিসেস ডি, আরবারভাইল পুরোহিত, মোরগগুলি দীক্ষা-লাভেচ্ছু শিশুর দল এবং সে ও সঙ্গের পরিচারিকাটি যেন গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক এবং তাহার সহকারীর ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিল। অনুষ্ঠান শেষে মিসেস ডি, আরবারভাইল তাঁহার কুঞ্চিত মুখ-মণ্ডল কম্পিত ও আলোড়িত করিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন 'তুমি শিস দিতে পার?'

'শিস দেওয়া, মহাশয়া?'

'হাঁ, শিস দেওয়া।'

অন্যান্য পল্লী-বালিকাদের মত সেও শিস দিতে পারিত। তবে ঐ বিষয়ে তাহার পারদর্শিতার প্রমাণ সে সাধারণতঃ ভদ্র-সমাজে প্রদর্শন করিত না। যাহাই হউক, সে বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে, সে তাহা পারে।

'তাহলে তোমাকে আমার পাখীগুলাকে শিস দেওয়া শেখাতে হবে। একটা ছোকরাকে পেয়েছিলাম, সে ভারি চমৎকার শিস দিতে পারত। কিন্তু সে কাজ ছেড়ে গেছে। আমার কয়েকটা বুলফিঞ্চ আছে। তাদিকে আমি শিস দেওয়া শেখাতে চাই। আমি তাদের দেখতে পাইনা। তাই তাদের ডাক শুনতে চাই। এলিজাবেথ, বুলফিঞ্চগুলার খাঁচা কোথায়, একে দেখিয়ে দাও। কাল থেকেই আরম্ভ কর। তা না হলে তাদের শিক্ষা পিছিয়ে যাবে। এই কদিন তাদের মোটেই শেখান হয় নি।'

এলিজাবেথ বলিল 'আজ সকালে মিঃ ডি, আরবারভাইল শিখাচ্ছিলেন।'

'সে শিখাচ্ছিল? তাহলেই হয়েছে!'

বৃদ্ধ মহিলাটি বিতৃষ্ণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন; আর কোন উত্তর দিলেন না।

এই ভাবে যাহার সম্বন্ধে টেস মনে মনে কত জল্পনা-কল্পনা করিয়াছে, তাহার সহিত তাহার পরিচয়-পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। পাখীগুলিকেও যথাস্থানে রাখিয়া আসা হইল। মিসেস ডি, আরবারভাইলের ভাব-ভঙ্গী চাল-চলনে টেস যে খুব একটা বিস্মিত হইল, তাহা নয়। বাড়ীখানার চেহারা দেখিয়াই তাহার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহাতে ইহার অধিক সে আশা করে নাই। কিন্তু তাহাদের সহিত তথাকথিত আত্মীয়তার কথা বৃদ্ধা মহিলাটি বিন্দুমাত্রও অবগত নহেন, এটা সে ধারণা করে নাই। সে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিল যে, মাতা-পুত্রের মধ্যে স্নেহের বন্ধন বিশেষ কিছু নাই। এক্ষেত্রেও সে ভুল করিল। মিসেস ডি, আরবারভাইল সংসারে একমাত্র মা নহেন, যিনিই কেবল পুত্রের দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তাহাকে না ভালবাসিয়া পারেন না বা তাহার সর্ব্ববিধ আবদার-অভিযোগ বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেন।

গত দিবসের অপ্রীতিকর সূচনা সত্ত্বেও, পরদিন প্রভাতে যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন তাহার নবারব্ধ জীবনের অভিনবত্ব ও স্বাধীনতাকে তাহার ভালই লাগিল। আর যাহাই হউক, একটা অবলম্বন, একটা স্থিতি ত সে খুঁজিয়া পাইয়াছে! কিন্তু পাখীগুলিকে যে শিস দেওয়া শিখাইতে হইবে, ইহা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। অথচ ইহাও বুঝিল যে, ঐ কাজ পারা না পারার উপর তাহার চাকুরীর স্থায়ীত্ব নির্ভর করিতেছে। সে কারণে ঐ কাজ সে পারিবে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে সে কুতুহলী হইল। প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানে সে এখন একা। তাই একটি পাখীর খাঁচার উপর বসিয়া সে তাহার বহুদিনের অবহেলিত অভ্যাস পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াসী হইল। দেখিল যে, তাহার পূর্ব্ব অভ্যাস আর অক্ষুণ্ণ নাই। বাতাসের হিস হিস শব্দ ছাড়া একবারের জন্যও সে স্পষ্ট ধ্বনি সৃষ্টি করিতে পারিল না।

বারবার সে ফুঁ দিতে লাগিল কিন্তু একবারের জন্যও সফলকাম হইল না। যে কৌশল সে আপনা হইতেই শিখিয়াছিল এবং যাহা শিখিতে কাহারও সাহায্য দরকার হয় নাই, তাহা কেমন করিয়া সে ভুলিয়া গেল, ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য-বোধ করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা সে আইভি-শাখার মধ্যে একটা আড়োলন লক্ষ্য করিল। আইভি-লতায় শুধু যে কুটীরখানার চালটি ঢাকা ছিল, তাহা নয়, প্রাচীরটাও ঢাকা ছিল। সে দিকে তাকাইয়া সে দেখিতে পাইল যে, প্রাচীরের আলিসার আড়াল হইতে একটি মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে। মূর্ত্তিটি আর কাহারও নয় এলেক ডি, আরবারভাইলের। সেই

যে পুর্ব্ব দিন তাহার সহিত তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কুটীরের দ্বার-প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তারপর হইতে তাহার সঙ্গে এক বারের জন্যও দেখা হয় নাই।

এলেক চীৎকার করিয়া উঠিল 'সত্যি বলছি, বোন টেস, কি প্রকৃতির রাজ্যে কি মানুষের তৈরী শিল্প-কলায় তোমার মত সুন্দর বস্তু আর হয় নি। [বোন কথাটার মধ্যে বেশ একটা ভণ্ডামির সুর ছিল।] প্রাচীরের আড়াল থেকে তোমায় আমি লক্ষ্য করছিলাম। দেখলাম, মঞ্চের উপর স্থাপিত অধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তির মত তুমি বাক্সের উপর বসে রয়েছ। শিস দেওয়ার জন্যে তুমি বার বার তোমার সুন্দর গোলাপী ঠোঁট দুটি এক করছ বটে কিন্তু শিস দিতে পারছ না। না পারার জন্যে নিজের উপর রাগ করে তুমি কত কি না বলছ, শপথ করছ!'

'আমি রাগ করতে পারি কিন্তু শপথ করি নি।'

'আঃ তাই না হয় হোল। কিন্তু কেন তুমি ঐ কৃচ্ছ্রসাধন করছিলে, তা জানি! আমার মা তোমাকে দিয়ে তাঁর পাখীগুলাকে বুলি শেখাতে চান। আচ্ছা, স্বার্থপর বটে! এই যে এক রাশি হাঁস-মোরগের দেখা-শুনার ভার তোমার উপর দেওয়া হয়েছে, এ যেন কিছুই নয়। আমি যদি তোমার ক্ষেত্রে পড়তাম, তাহলে সোজা না বলে দিতাম।'

'কিন্তু এই কাজটির কথাই তিনি বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছেন। কাল থেকেই যাতে ঐ কাজ আরম্ভ করি, এটাই তিনি চান।'

'তাই নাকি? তা এস, আমি তোমাকে শিস দেওয়া শিখিয়ে দিই।'

'না, না, আপনাকে শিখাতে হবে না।' বলিতে বলিতে টেস দ্বারের দিকে পিছাইয়া আসিল।

'আচ্ছা বোকা মেয়ে ত! আমি তোমাকে ছুঁতে চাই না। আমি তারের জালের বেড়ার এ পাশে থাকছি; আর তুমি ও পাশে থাক। তাহলে ত তোমার আর কোন ভয়ের কারণ রইল না। এখন দেখ। তুমি খুব জোরে ফুঁ দাও বলে শিস হয় না। এই ভাবে ফুঁ দাও দেখি।'

এই বলিয়া এলেক একটি গানের কলি শিস দিল। 'অধর সরায়ে নাও, বঁধু, অধর সরায়ে নাও।' গানটি যে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই গীত হইল, এটা কিন্তু টেস বুঝিতে পারিল না।

'এ বার তুমি চেষ্টা কর।' ডি, আরবারভাইল বলিল।

টেস গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিল। এই চেষ্টায় তাহার মুখখানিতে যে

কাঠিন্য ফুটিয়া উঠিল, মনে হইল, তাহা যেন কোন ভাস্করের হাতে খোদিত। কিন্তু সে জানিত, এলেক ছাড়িবার পাত্র নয়। তাই তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সে তাহার নির্দ্দেশ মত ঠোঁট দুইটি একত্র করিয়া ফুঁ দিল। এবার সে সফলকাম হইল। একটি সুন্দর ও স্পষ্ট ধ্বনি বাহির হইল। এত দুঃখেও সে না হাসিয়া পারিল না। পর ক্ষণেই কিন্তু সে নিজকে সংযত করিল। নিজের ঐ হাসির জন্য বিরক্তিতে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া গেল—তাহার মুখখানা ক্রোধে রাঙিয়া উঠিল।

এলেক তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল 'আবার কর।'

এবার কিন্তু টেস জিনিষটাকে সত্যই গুরুতর ভাবে গ্রহণ করিল। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত বেদনাভরেই সে ঐরূপ করিতে বাধ্য হইল। শেষ পর্য্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে আগের বারের চেয়েও একটি সুন্দর এবং নিখুঁত শিস দিতে পারিল। সফলতার আনন্দে ক্ষণিকের জন্য তাহার হৃদয়ের ভার লাঘব হইয়া গেল। তাহার চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

'এই ত হোল! আমি তোমাকে প্রথম পাঠ দিয়ে দিলাম। এবার তুমি নিজেই সুন্দর ভাবে পারবে। হাঁ আর একটা কথা। আমি তোমায় বলেছিলাম যে, আর তোমার সামনে আসব না। তোমার কাছে আসার প্রলোভন যে আমার কতখানি, তা আমি তোমায় বুঝাতে পারব না। বোধ করি, সংসারে কোন মানুষ কোন মানুষের জন্যে কোন দিন এতখানি আকর্ষণ বোধ করে নি। তবুও আমি আমার কথা রাখব।······আচ্ছা, টেস তুমি আমার মাকে কি রকম দেখলে? খুব অদ্ভুত, না?'

'আমি ত তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না।'

'শীগগিরই জানতে পারবে। তা না হলে তিনি তোমাকে দিয়ে পাখী পড়াতে চান! বর্ত্তমানে আমি তাঁর বিরাগ-ভাজন হয়েছি। তবে তুমি যদি তোমার কাজ ভাল ভাবে করতে পার, তাহলে তোমার পক্ষে তাঁর মন পাওয়া কঠিন হবে না। আচ্ছা, এখন চলি। যদি কোন অসুবিধায় পড় এবং আমার সাহায্য চাও, তাহলে গোমস্তার কাছে না গিয়ে সোজা আমার কাছে এস।'

এই রাজ্যের সংগঠনের মধ্যে টেস একটি স্থান গ্রহণ করিতে আসিয়াছিল। প্রথম দিন তাহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, পরবর্ত্তী দিনগুলিতে তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। যখনই এলেক টেসকে একা পাইত, তখনই নানা

রহস্যালাপে বা ভগিনী-সম্বোধনে সে তাহার ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিত। এই ভাবে পরিচয়ের সান্নিধ্য ক্রমেই এলেক সম্পর্কে তাহার সঙ্কোচ-ভাব দূর করিয়া দিল; অথচ এমন ভাবের সৃষ্টি করিল না, যাহার ফলে তাহার চিত্তে একটা মধুরতর এবং নূতন সঙ্কোচের ভাব জন্মিতে পারে। যাহা হউক, ক্রমেই টেস এলেকের বশীভূত হইয়া পড়িল। তাহার কারণ এই নয় যে, এই নির্ব্বান্ধব বিদেশে সে-ই সঙ্গীর অভাব দূর করিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, সব কিছুর জন্যই তাহাকে মিসেস ডি, আরবারভাইলের উপর নির্ভর করিতে হইত। আবার তিনিও তাঁহার বার্দ্ধক্য ও অন্ধতা হেতু পুত্রের উপর সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভরশীলা ছিলেন।

শিস-দেওয়ার কৌশলে পুনরায় অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ার পর হইতে মিসেস ডি, আরবারভাইলের কক্ষে বুলফিঞ্চগুলিকে শিস-দেওয়া শিখান তাহার কাছে খুব একটা কষ্টসাধ্য কাজ বলিয়া মনে হইল না। সে তাহার সঙ্গীত-প্রিয়া জননীর নিকট হইতে এমন সব টান শিখিয়াছিল, যাহা ঐ পাখীগুলির পক্ষে খুব উপযোগী হইল। নিজের কুটীরে অভ্যাস কালে সে যে ধরণের শিস দিত, প্রতিদিন প্রত্যুষে মিসেস ডি, আরবারভাইলের কক্ষে তাহাপেক্ষা অনেক ভাল ভাবেই শিস দিতে লাগিল। এখানে এলেক উপস্থিত থাকিত না। তাই কোন সঙ্কোচ, কোন জড়তার কারণ ঘটিত না। সহজ ভাবে খাঁচার নিকট মুখ লইয়া গিয়া স্বচ্ছন্দ সুষমায় সে তাহার মনোযোগী শ্রোতাদের সম্মুখে শিস দিতে পারিত।

মিসেস ডি, আরবারভাইল একটি সুবৃহৎ পালঙ্কে নিদ্রা যাইতেন। চারিকোণে চারিটি কাঠের খুঁটির সাহায্যে একটি গুরু ভার ডামাসকাস মশারি টাঙ্গান থাকিত। বুলফিঞ্চগুলিকে ঐ একই কক্ষে রাখা হইত। দিনের একটি বিশেষ সময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তাহারা স্বাধীনভাবে কক্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইত। এক দিন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সে বুলফিঞ্চগুলিকে শিস দেওয়া শিখাইতেছে, এমন সময় তাহার মনে হইল, যেন বিছানার পিছনে একটা খস খস শব্দ হইতেছে। কক্ষে বৃদ্ধা মহিলাটি ছিলেন না। ফিরিয়া তাকাইয়া টেস যেন মশারির নীচে একজোড়া বুট দেখিতে পাইল। ফলে তাহার শিস দেওয়া এমন ব্যাহত হইল যে, ঘরে কোন শ্রোতা থাকিলে সে নিশ্চয়ই বুঝিত যে, সে যেন কাহারও উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছে। ইহার পর হইতে শিস দিবার পূর্ব্বে সে ভাল করিয়া

মশারির চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইত, সেখানে কেহ লুকাইয়া আছে কিনা। বলা বাহুল্য, এলেক ডি, আরবারভাইলই এই ভাবে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া আনন্দ লাভ করিতে চাহিয়াছিল।

···দশ···

প্রত্যেক গ্রামেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সংগঠন এবং নীতি-দুর্নীতি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র রীতি ও ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে। ট্যান্ট্রিজ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সমূহের অল্প-বয়স্কা তরুণীদের মধ্যে এমন একটা উচ্ছলতা ছিল, যাহা সহজেই লক্ষ্যে পড়িত। নিকটস্থ শ্লোপস্ প্রাসাদের উন্নত শ্রেণীর মানুষগুলির জীবন-যাত্রার সহিত উহার সাদৃশ্য ছিল। ইহা ব্যতীত স্থানটির আরও একটি মারাত্মক ব্যাধি ছিল। অঞ্চলটির অধিবাসীরা অতিমাত্রায় মদ্যপান করিত। খামার-বাড়ীগুলির আনাচে-কানাচে যে ধরণের কথাবার্ত্তা শ্রুত হইত, তাহা প্রধানতঃ ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া যে, অর্থ-সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজনই নাই। কৃষি-যন্ত্রাদির গায়ে হেলান দিয়া এই গণিতজ্ঞরা হিসাব করিত যে, বৃদ্ধ এবং অক্ষমদের জন্য গ্রাম্য গির্জ্জা-পরিচালিত সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে যে সাহায্যের ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজনের পক্ষে উহাই যথেষ্ট এবং সারা জীবন ধরিয়া সঞ্চয় করিলেও সঞ্চিত অর্থ উহার সমান হইবে না।

এই দার্শনিক-প্রবরদের জীবনে প্রধান আনন্দ ছিল প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় কাজের শেষে তিন মাইল দূরবর্ত্তী চেজবরো নামক একটি পুরাতন ও ধ্বংস-প্রাপ্ত বাজার-সহরে যাওয়া এবং গভীর রাত্রিতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত রবিবারটা ঘুমাইয়া রাত্রি-জাগরণ ও অতিচার-জনিত দেহের ক্লেদ ও ক্লান্তি দূর করা।

এই সাপ্তাহিক আনন্দ-বিহারে টেস বেশ কিছু দিন যোগ দিল না, সযতনে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিল; কিন্তু বেশী দিন ঐ ভাবে থাকিতেও পারিল না। পল্লীর অল্প-বয়সী বিবাহিতা তরুণীদের চাপে অবশেষে তাহাকেও উহাতে যোগদানের সম্মতি দিতে হইল। এ অঞ্চলে ক্ষেত-মজুরদের বেতন চিরদিনই এক থাকে। যেদিন প্রথম কাজে যোগদান করে, সেদিন যাহা পায়, বার্দ্ধক্য হেতু যেদিন অবসর গ্রহণ করে, সেদিন পর্য্যন্ত তাহাই থাকে। এই কারণে এই অঞ্চলে বিবাহটা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই হইয়া থাকে। মাহিনা বাড়িলে তবে বিবাহ করিব, এই যুক্তির আশ্রয় লইবার

কারণ ঘটে না। প্রথম দিন ঐ পরিভ্রমণে যাইয়া সে যে আনন্দের স্বাদ লাভ করিল, তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। সারা সপ্তাহ ব্যাপী হাঁস-মোরগ-পালনের বৈচিত্র্যহীন এবং কঠোর পরিশ্রমের পর সঙ্গী-সাথীদের সহিত এই মুক্ত আনন্দ-বিহার সংক্রামক ব্যাধির মত তাহাকেও পাইয়া বসিল। সে বার বার সেখানে যাইতে সুরু করিল। একেই তাহার দেহে লাবণ্য ও সুষমার অভাব ছিল না, তাহার উপর নারীত্বের পুর্ণ-বিকাশের পথে দাঁড়াইয়া সে এমন একটা সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছিল, যাহার আকর্ষণে চেজবরোর পথে পথে ভ্রাম্যমাণ ছেলে-ছোকরার দল প্রলুব্ধ হইয়া পড়িল। তাই দিনের বেলা কখন কখন একা চেজবরো যাইতে সাহসী হইলেও, রাত্রির আগমনে যখন প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আসন্ন হইত, তখন সে প্রতিদিনই সঙ্গীর অন্বেষণ করিত।

এই ভাবে মাস দুই কাটিবার পর সেপ্টেম্বর মাসের এক শনিবার আসিল। সেদিন হাটবার ত ছিলই, অধিকন্তু একটা মেলাও বসিল। ট্যান্ট্রিজ হইতে আগত যাত্রীরা আজ সরাইখানাগুলিতে আনন্দের মধু-আহরণে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। টেসের কাজ-কর্ম্ম শেষ করিতে দেরি হয় বলিয়া, সে যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন সঙ্গী-সাথীদের সকলেই মেলায় চলিয়া গিয়াছে এবং সন্ধ্যাও সমাগত প্রায়। সন্ধ্যাটিকে তাহার অপুর্ব্ব রমণীয় মনে হইল। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। অস্তমান দিনমণির সোনালী রশ্মিমালা দিগন্তের নীলিমায় কেশাগ্রের মত সূক্ষ্ম রেখায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। দিক-চক্রবালে একটা বিরাট শূন্যতা বিরাজমান। কোথাও কিছু নাই, আছে কেবল অসংখ্য পতঙ্গের অশ্রান্ত নর্ত্তন। এই স্বল্পালোকিত কুহেলি-মলিন প্রদোষে টেস একাকিনীই পথ বাহিয়া চলিল।

চেজবরো না পৌছান পর্য্যন্ত সে জানিতে পারিল না যে, হাটবার ও মেলা একই দিনে পড়িয়াছে। সে যখন পৌছিল, তখন মেলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার সামান্য কেনা-কাটা যাহা করিবার ছিল, তাহা সে তৎপরতার সহিত সারিয়া ফেলিল। তারপর অভ্যাস মত সঙ্গী খুঁজিতে ব্যস্ত হইল।

প্রথমে সে কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না; পরে অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে, ট্যান্ট্রিজের যাত্রীদের অনেকেই নাচের আসরে গিয়াছে। একটি বিচালি-ব্যবসায়ীর গুদামে এই নাচের আসর বসিত। এই লোকটির সহিত

ট্যান্ট্রিজের কৃষকদের কাজ-কারবার ছিল। লোকটির বাড়ীটা ছিল বাজারের এক কোণে—অলি-গলির মধ্যে। খুঁজিয়া পাতিয়া সে সেখানে চলিল। যাইতে যাইতে পথের এক পাশে মিঃ ডি, আরবারভাইলের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল।

সে বলিল 'কি ব্যাপার, সুন্দরী? তোমার এত দেরি যে?'

টেস উত্তর দিল, সে বাড়ী ফিরিবার জন্য সঙ্গী খুঁজিতেছে।

তারপর সে পিছনের গলিতে নামিবার উপক্রম করিতেই ডি, আরবারভাইল বলিল 'আচ্ছা, আবার আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব 'খন।'

বিচালি-ব্যাপারীর আস্তানার দিকে যাইতে যাইতে সে পিছনের একটা বাড়ী হইতে নাচের বাজনা শুনিতে পাইল কিন্তু নাচের শব্দ শুনিতে পাইল না। জিনিষটা তাহার কাছে একটু অস্বাভাবিক ঠেকিল। কেননা এ অঞ্চলে নাচের শব্দে বাজনার শব্দ ডুবিয়া যাওয়াই রীতি। বাড়ীটার কাছে গিয়া দেখিল, সামনের দরজা খোলা রহিয়াছে। তাহারই ফাঁকে রাত্রির অন্ধকারে যতটা সম্ভব, সে পিছনের বাগান পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোন লোকজনকে দেখিতে পাইল না। দরজার কড়া নাড়া দিল কিন্তু কেহই বাহির হইল না। তখন সে ঘরের মধ্য দিয়া গিয়া সোজা বাহিরবাড়ীর দিকে চলিল। বেশ বুঝিল যে, শব্দটা সেখান হইতেই আসিতেছে।

যেখানে নাচের আসর বসিয়াছিল, সেই ঘরটিতে জানালা বলিয়া কিছুই ছিল না। দেখিলেই মনে হইবে যে, গুদামঘর রূপে ব্যবহারের জন্যই উহা তৈয়ার করা হইয়াছিল। উন্মুক্ত দ্বারপথে হরিদ্রা বর্ণের একটা জ্যোতিঃ-রেখা কুয়াশার মত অন্ধকারের বক্ষে গিয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে টেস উহাকে একটা আলোকিত ধূম্র-শিখা বলিয়া মনে করিয়াছিল কিন্তু কাছে গিয়া দেখিল, উহা উৎক্ষিপ্ত ধূলির মেঘমালা—গৃহাভ্যন্তরস্থ দীপাবলীর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আর উহাদেরই আলো দিগন্তের কুহেলিমায় পতিত হইয়া উদ্যানের অন্তহীন রাত্রির পটে দ্বার-দেশের একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

আরও নিকটে আসিয়া টেস গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, কয়েকটি অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি নৃত্যের ভঙ্গীতে ছুটাছুটি করিতেছে। মাঝে মাঝে নৃত্যে যে ছেদ পড়িতেছিল, তাহার কারণ ভূমিতলে চূর্ণ খড়-বিচালির যে পুরু আস্তরণ পড়িয়াছিল, তাহাতে তাহাদের জুতা ভরিয়া যাইতেছিল। তাহাদের

উদ্দাম পাদক্ষেপে ঐ চূর্ণ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দৃশ্যটির মধ্যে একটা নীহারিকা-পুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ পদোৎক্ষিপ্ত ধূলি-জালের সহিত নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং দেহের উত্তাপ মিশ্রিত হইয়া যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া কোন রকমে বাদ্যযন্ত্রের ক্ষীণ সঙ্গীত ধারা উত্থিত হইতেছিল। নৃত্যের উদ্দাম গতি-ছন্দের সহিত ঐ সঙ্গীতের কি বিপুল পার্থক্যই না ছিল! নাচিতে নাচিতে তাহারা কাশিতেছিল। আবার কাশিতে কাশিতে হাসিয়া ফেলিতেছিল। নৃত্য-রত নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের কাহাকেও চেনা যাইতেছিল না। কেবল তাহাদের গাত্রে প্রতিফলিত আলোকটুকুই দেখা যাইতেছিল। ঐ অস্পষ্টতায় মনে হইতেছিল, যেন কতকগুলি Satyr কতকগুলি Nymphকে জড়াইয়া আছে, কতকগুলি Pan কতকগুলি Syrinx-কে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে; Priapus-এর কবল হইতে Lotis মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু বারেবারেই ব্যর্থ হইতেছে। *

এক-একবার নৃত্যের বিরতি হইতেছিল আর এক একটি জোড় মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য উন্মুক্ত দ্বার-দেশে আসিতেছিল। গৃহাভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতায় আর তাহাদের পরিচয় গোপন থাকিতেছিল না। নৃত্যের আসরে যাহারা দেবতার পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল, তাহারা যে চেনা-শুনা প্রতিবেশী ছাড়া আর কেহ নয়, তাহা প্রকাশ হইয়া যাইতেছিল। মাত্র দুই তিন ঘণ্টার স্বল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত ট্যান্ট্রিজটাই যেন উন্মত্তের মত নিজেকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ঘরের মধ্যে বেঞ্চের বা খড়ের স্তূপের উপর দুই একজন বসিয়াছিল। তাহারা নৃত্যে যোগদান করে নাই। দর্শনেই যেন তাহারা আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। তাহারা যেন কতকটা Sileni-র * ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদের একজন তাহাকে চিনিয়া ফেলিল।

কৈফিয়তের সুরে সে টেসকে বলিল 'মেয়েরা "The Flower-de Luce"-তে নাচাটা অসম্মানজনক মনে করে। কারা তাদের মনের মত লোক, এটা তারা সকলের সামনে জানাতে চায় না। তাছাড়া নাচটা যখন সবে জমে

Satyr—বনদেবতা বিশেষ। ইহাদের মূর্ত্তি অর্দ্ধ ছাগ ও অর্দ্ধ মানুষ; ইহারা অত্যন্ত ভ্রষ্টচরিত্র। Nymph—সমুদ্র, পর্ব্বত, বন-বিহারিণী দিব্যাঙ্গনা বিশেষ। Pan, Syrinx—গ্রীক বনদেবতা ও বনদেবী বিশেষ। Priapus, Lotis—গ্রাক পুরাণোল্লিখিত নরনারী বিশেষ। Sileni—গ্রীক Silenus হইতে; Silenus—গ্রীক দেবতা Bacchus-এর পালক-পিতা; এখানে Sileni-র অর্থ পানোন্মত্ত পুরুষগণ।

উঠেছে, এমন সময় মালিক কখনও কখনও দোর বন্ধ করে দিতে চায়। এজন্যেই আমরা এখানে আসি, এখানেই মদ্যপান করি।'

টেস এ কথায় কান দিলনা। উদ্বেগাকুল স্বরে প্রশ্ন করিল 'কিন্তু তোমরা ফিরছ কখন?'

'এখনই। সোজা এখান থেকেই। এইটাই শেষ বার।'

সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। নৃত্য শেষ হইল। দলটির কেহ কেহ বাড়ী ফিরিতে চাহিল। কেহ কেহ বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। ফলে আর একবার নাচের জন্য তাহারা চক্রবদ্ধ হইল। টেস ভাবিল, এটাই বোধ হয় শেষবার। কিন্তু তাহা হইল না। আবার একবার নাচের ব্যবস্থা হইল। সে তখন অত্যন্ত অস্থির ও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু এত ক্ষণ যখন অপেক্ষা করিয়াছে, তখন আরও কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত মনে করিল। তাহা ছাড়া মেলার জন্য পথে কুঅভিসন্ধিপুর্ণ লোকজনের আনাগোনার বিরাম ছিল না। পথের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে তাহার ততটা ভয় ছিল না, যতটা ভয় ছিল অজানা বিপদ সম্বন্ধেই। মারলটের কাছাকাছি হইলে এতটা ভয় সে করিত না।

'বাছা, ভয় পেয়ো না। কাল ত রবিবার। গির্জ্জায় যাওয়ার সময় না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমান যাবে। তার চেয়ে বরং তুমিও এস না, একটু নাচবে আমার সঙ্গে!' কাশিতে কাশিতে জনৈক যুবক তাহাকে বলিল। তাহার মুখ বাহিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। বিচালির তৈয়ারী টুপিটা মাথার পেছনে এমন ভাবে নামিয়া গিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল, উহা যেন মুনি-ঋষিদের মুখ-মণ্ডলের বর্ণ-বিভূতি।

নাচে টেসের অরুচি ছিল না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, এই পরিবেশে নাচিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নৃত্য-ছন্দ ক্রমেই উদ্দাম হইয়া উঠিল। আলোকোজ্জ্বল ধূলি-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া বাদকরা কখনও ছড়ির উল্টা দিকে, কখনও বা অন্য ভাবে বেসুরা বাজাইয়া তাহাদিগকে সংযত করিতে প্রয়াস পাইল বটে কিন্তু তাহা ফলবতী হইল না। নৃত্যোন্মত্ত নর-নারীর উদ্দাম পাদ-বিক্ষেপ সংযত হইল না।

অসুবিধা না হইলে তাহারা জোড় ভাঙ্গিতেছিল না। জোড় ভাঙ্গা মানেই মনের মত সঙ্গীকে হারান। শুধু তাহাই নয়, উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজিতে খুঁজিতে তত ক্ষণে অন্যেরা জোড় বাঁধিয়া ফেলিবে। তারপর সুরু হইবে বিস্মৃতি-স্বপ্নের পালা, যাহাতে আবেগই বিশ্ব-জগতের মূল বস্তু। আবার বস্তু

কথাটা এমন যে, আপনি যদি স্বপ্ন-বয়ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার সেই সুখ-স্বপ্ন-বয়নে বাধার সঞ্চার করিবে।

সহসা ভূমিতলে একটা গুরু ভার কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল, একটি জোড় পড়িয়া গিয়াছে এবং মাটির উপর জড়াজড়ি অবস্থায় পড়িয়া আছে। পরের জোড়টি তাল সামলাইতে না পারিয়া তাহাদের উপর পড়িয়াছে। অমনিতেই ঘরটি ধূলা-বালিতে পূর্ণ হইয়া ছিল। তাহার উপর এই পতনের ফলে সেখানে ধূলার ঝড় উঠিল। ফলে কিছুই আর দেখা গেল না। কেবল দেখা গেল, দুইটি মূর্ত্তি হাত পা জড়াজড়ি অবস্থায় পড়িয়া আছে।

'বাড়ী চল্। মজা দেখাব।' মানুষের স্তূপ হইতে নারী-কণ্ঠে চীৎকার উঠিল। মেয়েটি আর কেহ নয়, যে জোড়টি পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার এক জন। পুরুষটির অসতর্কতার জন্যই জোড়টি পড়িয়া গিয়াছিল। মেয়েটি তাই তাহাকে শাসাইল। পুরুষটির সহিত মেয়েটির আরও একটা সম্পর্ক ছিল। সে তাহার নব-পরিণীতা বধূ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যত দিন প্রেম-বন্ধন অটুট থাকিত, নৃত্যের আসরে তত দিন এই ভাবে জোড় বাঁধার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না।

সহসা টেসের পশ্চাদবর্ত্তী উদ্যানের অন্ধকার হইতে একটি উচ্চহাস্য উত্থিত হইয়া নৃত্যাসরের কিচির মিচিরের সহিত যুক্ত হইল। সচকিত ভাবে সে ঘুরিয়া তাকাইয়া দেখিল যে, জ্বলন্ত সিগার মুখে ডি, আরবারভাইল তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সে নিঃশব্দে তাহাকে তাহার সহিত আসিতে ইঙ্গিত করিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেস তাহার অনুগমন করিল।

'সুন্দরী, এখানে তুমি কি করছিলে?'

সারা দিনের খাটুনি ও পরিশ্রমে সে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নিজের অসুবিধার কথা তাহাকে না জানাইয়া পারিল না; বলিল যে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর হইতে সে সঙ্গী খুঁজিতেছে। কেননা রাত্রিতে ঐ অপরিচিত পথে যাওয়া তাহার পক্ষে দুষ্কর ত বটেই, নিরাপদও নয়। 'কিন্তু মনে হয়, এদের নাচ আজ থামবে না। অথচ আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করাও চলে না।'

'নিশ্চয়ই না। তবে আজ আমি শুধু ঘোড়ায় চড়ে এসেছি। গাড়ী আনি নি। তা তুমি যদি "The Flower-de-Luce'-তে এস, তাহলে একটা

ভাড়াটে গাড়ী হয়ত সংগ্রহ করতে পারব। তাহলে তাতে তোমায় চড়িয়ে বাড়ী নিয়ে যেতে পারব।'

এই প্রস্তাবে টেস প্রলুব্ধ হইল। কিন্তু সেই যে প্রথম দিন তাহার সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল, আজিও সে তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সঙ্গীদের অস্বাভাবিক বিলম্ব সত্ত্বেও, সে তাহাদের সহিতই হাঁটিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিল। সে উত্তর দিল যে, তাহার ঐ অনুগ্রহের জন্য সে সত্যই বাধিত, তবে সে তাহাকে কষ্ট দিতে চায় না। 'আমি তাদের কথা দিয়েছি যে, তাদের জন্যে আমি অপেক্ষা করব। তাছাড়া তাদেরও আসার সময় হয়ে এল।'

'বেশ কথা, শ্রীমতী স্বাধীনতা! যা তোমার ইচ্ছা……তাহলে আমি আর ব্যস্ত হব না…ভগবান্, কি দাপাদাপিটাই না তারা করছে!'

ডি, আরবারভাইল আলোকিত স্থানে না আসিলেও কেহ কেহ তাহার উপস্থিতি অনুভব করিল; ফলে নৃত্যে একটা ক্ষণিক ছেদ পড়িল। সময় কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই বার তাহারা না ভাবিয়া পারিল না। যেই মাত্র আর একটা সিগারেট ধরাইয়া ডি, আরবারভাইল স্থানত্যাগ করিল, অমনই ট্যান্ট্রিজ হইতে আগত যাত্রীরা নৃত্য-বিন্যাস ভাঙ্গিয়া জমায়েত হইতে লাগিল এবং দল বাঁধিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহাদের পোঁটলা-পুঁটলি, ঝোড়া-ঝুড়ি একত্রিত করা হইল। তারপর বাড়ী ফিরিবার উদ্দেশ্যে সহরের গলি-পথ ধরিয়া যখন তাহারা পাহাড়তলী অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে।

পথের দূরত্ব মাইল তিনেক হইবে। শুভ্র কর্দ্দমহীন পথ। চন্দ্রালোকে ঐ শুভ্র পথ আজ আরও শুভ্র দেখাইতেছিল।

টেস কখনও এ দলের সঙ্গে, কখনও ও দলের সঙ্গে চলিতেছিল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল যে, পুরুষদের মধ্যে যাহারা অত্যধিক মাত্রায় মদ্যপান করিয়াছিল, তাহারা রাত্রির বিশুদ্ধ বায়ুর স্পর্শে কাঁপিতে সুরু করিয়াছে এবং টলিতে টলিতে পথ চলিতেছে। মেয়েদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত বেপরোয়া ছিল, তাহাদের অবস্থাও ঠিক ঐরূপই দাঁড়াইয়াছিল। যেমন, এক—কুভাষিণী কারডার্চ। বাছার মুখের বাণীর মত রংটিও ছিল কালো। এই জন্যই তাহাকে ইস্কাপনের রাণী নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত সে ডি, আরবারভাইলের প্রণয়িনী ছিল। দুই—তাহারই ভগিনী ন্যান্সি।

তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল রুইতনের রাণী। তিন—সেই নব-পরিণীতা বধূটি, যে ইহারই মধ্যে আছাড় খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাহাদের চক্ষে স্বপ্নের মায়াঞ্জন নাই, যাহারা কোন কিছুকে অতিরঞ্জনের চক্ষে দেখেন না, তাহাদের কাছে ইহাদের পরিচয় যাহাই হউক, নিজেদের কাছে আজ ইহারা অসামান্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। দেহে ও মনে একটা অভূতপূর্ব্ব রোমাঞ্চের শিহরণ লইয়া তাহারা পথ অতিবাহিত করিতেছিল। তাহাদের মনে হইতেছিল, কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়া যেন তাহারা উর্দ্ধলোকে আরোহণ করিতেছে! তাহাদের চিত্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তারাশিতে ভরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল, তাহারা এবং চতুর্দ্দিকের নিসর্গ-প্রকৃতি একত্র মিলিয়া এমন একটা জীবন্ত সত্তার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনন্দে ও ঐক্যতানে পরস্পরের সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। মস্তকোপরি নির্ণিমেষ চন্দ্র-তারকারাজির মত তাহাদিগকেও আজ মহৎ ও মহীয়ান বলিয়া মনে হইতেছিল। আবার ইহাও মনে হইতেছিল, ঐ চন্দ্র-তারকারাও যেন তাহাদেরই প্রাণ-বন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

পিতৃ-গৃহে থাকা কালীন টেসের এই ধরণের ঘটনার এমন একটা বেদনাজনক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল যে, সঙ্গীদের ঐ অবস্থা দর্শনে চন্দ্রালোকে পথ চলিবার সাধ তাহার উবিয়া গেল। তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত কারণের জন্য সে তাহাদের দল ত্যাগ করিল না।

উন্মুক্ত রাজপথে আসিয়া তাহারা ছাড়াছাড়ি ভাবে পথ চলিতে লাগিল। এইবার তাহাদিগকে মাঠে নামিতে হইবে। মাঠে নামিবার পথে একটি ফটক পড়িল। সম্মুখে যে চলিতেছিল, ফটকটি খুলিতে না পারিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইতেই, দলটি আবার এক হইয়া গেল।

এই অগ্রগামী পথচারীটি আর কেহ নয়, ইস্কাপনের রাণী—কার। তাহার মাথায় একটি ঝুড়ি ছিল। তাহাতে তাহার মায়ের জন্য কেনা মশলাদি, তাহার নিজের কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য সওদা ছিল। ঝুড়িটা বড় এবং ভারী হওয়ায়, সে উহা বহিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মাথায় লইয়াছিল। কোমরে কনুই রাখিয়া চলিবার কালে ঝুড়িটা টলমল করিয়া দুলিতেছিল।

সহসা দলের একজন প্রশ্ন করিল 'কারডার্চ, তোমার পিঠেতে লতার মত কি ঝুলছে বলত?'

সকলের দৃষ্টি কারের উপর পড়িল। তাহার গাউনটা ছিল হাল্কা রং-এর

ছাপা ছিটের। মাথার পিছন হইতে একটা কি দড়ির মত জিনিষ চীনাদের বেণীর মত কোমরের নীচ পর্য্যন্ত ঝুলিতেছিল।

এক জন বলিল 'তার চুলটা ঐ রকম ঝুলছে।'

না; এটা তাহার চুল নয়। ঝুড়ি হইতে একটা কাল তরল পদার্থ স্রোতের মত ঝরিয়া পড়িতেছিল। চাঁদের হিম শীতল কিরণে জিনিষটাকে একটা সরু লিকলিকে সাপের মত মনে হইতেছিল।

একটি বর্ষীয়সী মেয়ে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিল 'এটা চিনির মারা গাদ।'

সত্যই এটা চিনির গাদ। কারের বুড়া ঠাকুরমার মিষ্টি খাওয়ার খুব লোভ ছিল। ঘরে প্রচুর মধু তৈয়ারী হইলেও এই জিনিষটাকেই সে বিশেষ পছন্দ করিত। কার এই জিনিষটা লইয়া গিয়া তাহাকে তাক লাগাইবার মতলবে ছিল। তাড়াতাড়ি ঝুড়িটি নামাইয়া সে দেখিল যে, যে-ভাঁড়ে জিনিষটা ছিল, দোলানিতে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

কারের পিঠের অদ্ভুত দৃশ্যে তত ক্ষণে দলের মধ্যে তুমুল হাস্যরোল পড়িয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঐ হাস্যকর অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে চাহিল। কিন্তু তাহার জন্য কাহারও সাহায্য চাহিতে তাহার সম্মানে বাধিল। তাই সামনের ঘাসে-ঢাকা মাঠে চিৎ হইয়া শুইয়া সে পিঠ ঘসিতে লাগিল।

হাস্যরোল ইহাতে আরও বর্দ্ধিত হইল। হাসির বেগে তাহারা আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। তাই ফটক, খুঁটি, লাঠি প্রভৃতি আঁকড়াইয়া তাহারা পতন হইতে আত্মরক্ষা করিল। টেস এত ক্ষণ অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না—সেও ঐ হাস্যরোলে যোগদান করিয়া ফেলিল।

এই হাসি একাধিক কারণে টেসের দুর্ভাগ্যের কারণ হইল। কৃষাণ-রমণীগণের কর্কশ চীৎকারের মধ্যে টেসের মার্জ্জিত কণ্ঠের কল-কাকলি-ধ্বনি সঙ্গীতের-মত অনুরণিত হওয়া মাত্র বহুদিনের সঞ্চিত ঈর্ষা ধূমায়মান অগ্নি-শিখার মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কারকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সে তাহার চোখেরবালিকে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তারপর চীৎকার করিয়া উঠিল 'ছুঁড়ি, হাসছিস কেন লা?'

টেস দোষ স্বীকারের স্বরে বলিল 'সকলকে হাসতে দেখে আমিও না হেসে পারি নি।' তখনও তাহার কণ্ঠে হাসির রেশটুকু মিলাইয়া যায় নাই।

'তুই নিজেকে সকলের চেয়ে সুন্দরী মনে করিস। তুই আজ তার নজরে পড়েছিস কিনা! দাঁড়া, ছুঁড়ি দাঁড়া। তোর মত দুটোকে আমি একাই ঘায়েল করতে পারি, দেখেছিস—দেখ।'

সভয়ে টেস দেখিল যে, কার বডিস খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বডিস খুলিবার আরও একটা কারণ ছিল। চিনির গাদ পড়িয়া উহা অত্যন্ত বিশ্রী এবং কিম্ভুতকিমাকার হইয়া গিয়াছিল। যে কোন ছলে ওটাকে খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই সে বাঁচে! একে একে তাহার মাংসল গ্রীবা, স্কন্ধ ও বাহু চন্দ্রালোকে অনাবরিত হইয়া পড়িল। কামনা-বিহ্বলা পল্লী-রমণীর পরিপুষ্ট ও সুবলয়িত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ Praxitelean সৃষ্টির মত সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মুষ্টিবদ্ধ হস্ত সে টেসের দিকে উঁচাইয়া ধরিল।

'তাই নাকি! কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে মারামারি করতে চাইনা।' টেস দৃপ্ত ভঙ্গীতে উত্তর দিল। 'তুমি এমন প্রকৃতির আগে জানতে পারলে, তোমার মত বেশ্যার সঙ্গে আসতাম না।'

মৌচাকে ঢিল পড়িলে যাহা ঘটে, তাহাই হইল। টেসের ঐ উক্তিতে দল সুদ্ধ সকলেই ক্ষেপিয়া গেল। হতভাগিনী টেসের মস্তকে বৃষ্টি-ধারার মত গালি বর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু বেশী চটিল রুইতনের রাণী। ডি, আরবারভাইলের সহিত কারের যে সম্পর্ক ছিল, রুইতনের রাণীর সহিত ডি, আরবারভাইলের সেই একই সম্পর্ক ছিল বলিয়া লোকে কানাঘুসা করিত। তাই সে ঐ সাধারণ শত্রুকে আজ শেষ করিবার জন্য কারের সহিত হাতে হাত মিলাইল। আরও কয়েকটি মেয়ের কণ্ঠে প্রতিবাদের ধ্বনি ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল। অন্য দিন হইলে তাহারা এই কলহে যোগদান করিত না। কিন্তু আজিকার আনন্দোচ্ছল সন্ধ্যার মাদকতায় মন তাহাদের তখনও ভরিয়া ছিল। তাই তাহারা আজ ঐ কলহে যোগদানে ইতস্ততঃ করিল না। টেসের উপর এই অন্যায় লাঞ্ছনা ঘটিয়া যাইবার পর দলের পুরুষেরা শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হইল। কিন্তু তাহার ফল হইল বিপরীত। কলহ প্রশমিত না হইয়া বরং আরও জ্বলিয়া উঠিল।

লজ্জা এবং দুঃখে টেস মরিয়া গেল। ক্ষোভে ও বেদনায় তাহার বাক্‌স্ফুর্ত্তি হইল না। পথের নির্জ্জনতা, রাত্রির গভীরতা আর তাহার নিকট বাধা বলিয়া মনে হইলনা। তাহার মনে হইতে লাগিল, যে ভাবেই হউক, যত বিপদই আসুক, এই দলটির সঙ্গ ছাড়িতেই হইবে, যদিও সে ভাল ভাবেই

জানিত যে, পর দিন দলের অনেকেই ঐ দুর্ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা করিবে। দলটি মাঠে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে তাহাদের সঙ্গে চলিল না। ইচ্ছা করিয়াই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। উদ্দেশ্য, একাই পথ চলিবে। এমন সময় একটি অশ্বারোহী পথ-আড়াল-করা লতা-গুল্মের অন্তরাল হইতে প্রায় নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল। অশ্বারোহীটি আর কেহ নয়—এলেক ডি, আরবারভাইল। আসিয়াই সে দলটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তারপর প্রশ্ন করিল 'কিসের গোলমাল হচ্ছিল ? কি ব্যাপার বলত !'

কেহই কিছু বলিল না। সত্য কথা বলিতে কি, তাহার জানিবার কিছুই ছিল না। দূর হইতে তাহাদের চীৎকার-গোলমাল শুনিয়া সে চুপি চুপি আসিতেছিল। ঐ ভাবে আসিতে আসিতে যেটুকু তাহার কানে পৌঁছিয়াছিল, ব্যাপারটা কি তাহা বুঝিবার জন্য, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল।

দল হইতে দূরে ফটকের এক পাশে টেস দাঁড়াইয়াছিল। ডি, আরবারভাইল তাহার কাছে গিয়া বলিল 'এখন এস দেখি, আমার পিছনে বসবে। ঐ চিঁচিঁয়ে বেড়ালগুলাকে এখনই পিছনে ফেলে যাব।'

এই ঘটনায় টেস এমন বেদনাহত হইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল, এখনই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। অন্য সময় হইলে সে এই সাহায্য, এই সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করিত, অতীতে বহু বার উহা করিয়াছে। কিন্তু আজ আর তাহা পারিল না। পথের নির্জ্জনতার কারণেই যে সে ঐ সাহায্য লাভে প্রলুব্ধ হইল, তাহা নয়। আহ্বান আসিল এমন এক চরম মুহূর্ত্তে, যখন একটি মাত্র পাদক্ষেপে সমস্ত লাঞ্ছনা সমস্ত অপমানকে সে বিজয়োল্লাসে রূপান্তরিত করিতে পারে। তাই আজ সে ভাল-মন্দ বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া নিজেকে প্রবৃত্তির হাতে ছাড়িয়া দিল। ফটক ডিঙ্গাইয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল।

চকিতের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়া গেল। ইহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। তাই তাহারা সুদূর ধূসরিমায় মিলাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত দলটির কেহ বুঝিতে পারিল না, ইতিমধ্যে কি ঘটিয়া গিয়াছে।

ইস্কাপনের রাণী তাহার বডিসের দাগের কথা ভুলিয়া গেল। অতীতের সমস্ত রাগ-দ্বেষ ভুলিয়া গিয়া সে রুইতনের রাণী এবং সেই নব-পরিণীতা কম্পিত-কলেবরা বধূটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই এক দৃষ্টে অশ্বপৃষ্ঠারূঢ় ডি, আরবারভাইল এবং টেসের দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্রমে অশ্বের পদধ্বনি পথের নীরবতায় ডুবিয়া গেল।

একটি লোক প্রশ্ন করিল 'তোমরা কি দেখছ ?' সে এত ক্ষণ কিছুই লক্ষ্য করে নাই।

'হোঃ হোঃ হোঃ'—উচ্চ কণ্ঠে কারভার্চ হাসিয়া উঠিল।

'হিঃ হিঃ হিঃ'—কম্পিত-কলেবরা বধূটি স্বামীর বাহুতে ভর দিয়া হাসিয়া উঠিল।

'হিউ হিউ হিউ'—কারের মাও হাসিয়া উঠিল। তারপর বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল 'তাতা কড়া থেকে এবার উনুনে গিয়ে পড়লেন আর কী !'

তারপর এই মুক্ত পথের যাত্রী-দল আবার পথ চলিতে সুরু করিল। ইহাদের শরীরের গঠন এরূপ ছিল যে, অতিমাত্রায় মদ্যপান করিলেও ইহাদের স্থায়ী ভাবে কোন ক্ষতি হইত না। তাহারাও চলিতে লগিল, আর তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মস্তকের ছায়ার চারিদিকে একটা নীলাভ আলোর চক্রও আগাইতে লাগিল। দিগন্তের শিশির-সিক্ত পর্দ্দার উপর জ্যোৎস্না-রেণু পতিত হইয়া ঐ আলোক-চক্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রত্যেক পদচারী নিজের নিজের ঐ জ্যোতির্মণ্ডল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। ঐ আলোক-চক্র মাঝে মাঝে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হইলেও কোনও ক্রমে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের মস্তকের ছায়াকে ছাড়াইয়া যাইতেছিল না। পরন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উহার সংলগ্ন থাকিয়া উহাকে সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে এমন মনে হইতে লাগিল যে, পদচারীদের গতি-ভঙ্গিমা যেন দিগমণ্ডলস্থ আলোক-বিকীরণের এবং তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস রাত্রির কুয়াশার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ঐ দৃশ্য-পট, চন্দ্রালোক এবং প্রকৃতির সুর, মদিরার সুরের সহিত অপূর্ব্ব সুষমায় এক হইয়া গিয়াছে।

···এগার···

অশ্ব-পৃষ্ঠে দুই জনে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না। বিজয়োল্লাসের উত্তেজনায় তখন টেসের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল। ডি, আরবারভাইলের কোমর জড়াইয়া থাকিলেও নানা সন্দেহে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। তবে বুঝিতে পারিল যে, ডি, আরবারভাইল যে তেজী ঘোড়াটায় সাধারণতঃ চড়িয়া থাকে, এটা সে ঘোড়া নয়। সেদিক দিয়া তাহার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। ডি, আরবারভাইলকে শক্ত করিয়া

ধরিয়া থাকা সত্ত্বেও তাহার পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা যে আদৌ ছিল না, তাহা নয়। তাই সে ঘোড়াটাকে আরও আস্তে চালাইবার জন্য অনুরোধ করিল। ডি, আরবারভাইলও সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল।

তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে ডি, আরবারভাইল বলিল 'টেস, খুব বাহাদুরী দেখান গিয়েছে, কি বল ?'

সে উত্তর দিল 'হাঁ! আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম।'

'সত্যি তাই ?'

সে কোন উত্তর দিল না।

'আচ্ছা টেস, তোমার চুমু খেতে চাইলে কেন তুমি এত বিরক্ত হও, বলত ?'

'আমার মনে হয়, আমি তোমাকে ভালবাসি না।'

'সত্যি বলছ ?'

'তোমার উপর মাঝে মাঝে আমার দারুণ রাগ হয়।'

'সেটা যে আমি বুঝতে পারি না, তা নয়।' কিন্তু টেসের এই স্পষ্টোক্তিতে সে কোন আপত্তি করিল না। একেবারে নির্ব্বাক থাকা অপেক্ষা যে কোন রকমের কথাও তাহার ভাল মনে হইল।

'আচ্ছা, যখন আমি তোমায় রাগিয়ে ফেলি, তখন কেন তা তুমি আমায় জানাও না ?'

'কেন জানাই না, তা তুমি ভাল ভাবেই জান। এখানে আমি একান্ত অসহায়।'

'প্রেম জানিয়ে আমি কি তোমায় অপমান করেছি ?'

'মাঝে মাঝে করেছ।'

'কত বার ?'

'আমিও যা জানি, তুমিও তা জান—অনেক বার।'

'যত বারই জানিয়েছি, তত বারই ?'

টেস কোন উত্তর দিল না। ডি, আরবারভাইলও আর প্রশ্ন করিল না। দুই জনেই নীরব রহিল। কেবল শোনা যাইতে লাগিল ঘোড়ার পায়ের বিরাম-বিহীন খটখট শব্দ। এই ভাবে বেশ খানিকটা পথ অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সন্ধ্যার প্রথম হইতেই একটা ক্ষীণ ভাস্বর কুয়াশা পাতলা পর্দ্দার মত উপত্যকাটিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে তাহা ঘনীভূত

হইয়া সমগ্র উপত্যকাখানিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মনে হইতে লাগিল, যেন বিচ্ছুরিত চন্দ্রালোক ঐ কুয়াশা-জালে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে স্বচ্ছ দিগন্তে উহা যত তেজোময় মনে হয়, তাহাপেক্ষা উজ্জ্বলতর মনে হইতে লাগিল। এই কারণেই হউক, অথবা অন্যমনস্কতা বা তন্দ্রালুতার জন্যই হউক, সে বুঝিতে পারিল না, কখন তাহারা ট্যান্ট্রিজ যাইবার বাঁক ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিচালক ট্যান্ট্রিজে যাইবার পথ ধরে নাই।

তাহার ক্লান্তির আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। এই সপ্তাহটার প্রতিদিনই তাহাকে ভোর পাঁচটায় উঠিতে হইয়াছে—সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ পায় নাই। তারপর আজ সন্ধ্যায় চেজবরো পর্য্যন্ত তিন মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে। পাছে সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়, এই ভয়ে কিছু খাইবারও সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তারপর ফিরিবার পথে এই এক মাইল পথ হাঁটা এবং কলহের উত্তেজনা। ঘোড়াটা এত মন্থর গতিতে চলিতেছিল যে, রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। অসহ্য শ্রমে তাহার দেহের সমস্ত স্নায়ু-শিরা অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। তথাপি একটি বার মাত্র সে সত্যকার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিস্মৃতির সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাহার মাথাখানি ডি, আরবারভাইলের পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

ডি, আরবারভাইল ঘোড়া থামাইল। রেকাব হইতে পা সরাইয়া জিনের এক পাশে সরিয়া বসিল এবং যাহাতে সে পড়িয়া না যায়, এজন্য একটি বাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

ইহাতে চকিতের মধ্যে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। প্রতিশোধের ভঙ্গীতে সে সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া নিজেকে তাহার বাহু-ডোর হইতে মুক্ত করিয়া লইল। ডি, আরবারভাইল আলগা ভাবে বসিয়াছিল। এই ঠেলিয়া দিবার ফলে সে নীচে পড়িয়া যাইত। কিন্তু ঘোড়াটা খুব শক্তিশালী হইলেও বেশ শান্ত ছিল বলিয়া দুর্ঘটনাটা ঘটিয়াও ঘটিল না।

সে বলিল 'এ কি করছ, টেস? তোমার শরীরে কি মায়া-দয়া বলে কিছু পদার্থ নেই? আর একটু হলে যে পড়ে যেতাম! আমি ত তোমার কিছু অনিষ্ট করতে চাই নি। পাছে তুমি পড়ে যাও, এজন্যেই এক হাতে তোমায় জড়িয়ে ধরেছিলাম।'

এই কৈফিয়তে প্রথমটা তাহার সংশয় দূর হইল না। তারপর ভাবিল, ডি, আরবারভাইল যাহা বলিল, তাহা ঠিকও হইতে পারে। তখন সে শান্ত

হইল; অনুতাপের সুরে বলিল 'আমার অন্যায় হয়েছে, আমায় ক্ষমা করবেন।'

এইবার ডি, আরবারভাইল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; উত্তেজিত ভাবে বলিল 'না; যত ক্ষণ না তুমি আমাকে একটু বিশ্বাস করছ, তত ক্ষণ আমি তোমায় ক্ষমা করব না। উঃ ভগবান! আমি কি এতই তুচ্ছ যে, তোমার মত একটা গেঁয়ো মেয়ের কাছে শুধু অবহেলাই পাব? তিন তিন মাস ধরে তুমি আমার হৃদয়-মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলেছ। আমাকে তোমার পিছনে ছুটিয়েছ। তারপর যেই তোমার কাছে গিয়েছি, অমনই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছ। আর আমি তা সহ্য করব না।'

'কালই আমি আপনাদের কাছ থেকে চলে যাব।'

'না, কাল তুমি চলে যেতে পাবে না। তুমি যে আমায় বিশ্বাস কর, এর প্রমাণ তুমি দিবে কি না, তা আমি জানতে চাই। তুমি যদি আমায় তোমাকে দু বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে দাও, তবেই বুঝব, তুমি আমায় বিশ্বাস কর। এস, আজ আর এখানে কেউ নেই। কেবল তুমি, আর আমি। দু জনে দু জনকে ভাল করেই জানি। আর এও তুমি জান যে, আমি তোমায় ভালবাসি। আমার কাছে তুমি সব চেয়ে সুন্দর। সত্যিই তুমি সুন্দর! তোমাকে কি আমি আমার দয়িতা রূপে পেতে পারি না?'

টেস একটি ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। একটা দারুণ অস্বস্তিতে সে ছটফট করিয়া উঠিল। তারপর সম্মুখ পানে চাহিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল 'আমি কিছুই জানি না—আমার মনে হয়—হাঁ কি না তা কি করে বলব, যখন।'

কিন্তু টেসের সম্মতির আর প্রয়োজন হইল না। সে তাহাকে যেমনটি ইচ্ছা তেমনটি করিয়া জাপটিয়া ধরিল। টেস কোন বাধা দিল না। আবার তাহারা চলিল। সেই ধীর মন্থর গতিতে। অবশেষে টেসের মনে হইল, যেন তাহারা কোন অনাদি যুগ হইতে পথ চলিতেছে। হাঁটিয়া গেলেও চেজবরো হইতে ট্যান্ট্রিজে ফিরিতে ত এত সময় লাগিবার নয়! আরও লক্ষ্য করিল যে, যে-পথে তাহারা চলিতেছে, সে পথ পাথরের তৈয়ারী নয়—মাটির রাস্তা, যাহা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

সে ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করিল 'আমরা এখন কোথায়?'

'একটা বনের ধার দিয়ে চলেছি।'

'বন—কি বন? নিশ্চয়ই আমরা পথ হারিয়েছি।'

'এটা হচ্ছে বিখ্যাত চেজ বনের একটা অংশ। ইংলণ্ডের সব চেয়ে পুরাতন অরণ্য এই চেজ। কি সুন্দর চাঁদিনী রাতি! এস না, এমন রাতে আরও কিছু ক্ষণ ঘুরে বেড়াই।'

'কি করে আপনি এমন বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করতে পারলেন?' অতিকষ্টে সে বলিল। সত্যকার ভয়ে এবং কপট ক্রোধে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। তারপর একটির পর একটি এলেকের আঙ্গুলগুলি খুলিয়া নিজেকে তাহার আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইল। 'যখন আমি আপনায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি, যখন আমি আপনার আনন্দ-বিধানের জন্যে নিজেকে আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম, তখনই আপনি এত বড় বিশ্বাসঘাতকের কাজ করে বসলেন! ধাক্কা দিয়ে আপনার কাছে যে অন্যায় করেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম, তবু আপনার দয়া হোল না! আর না। এবার আমায় নামিয়ে দিন। আমি একলাই হেঁটে যাব।'

'কিন্তু তুমি ত একা যেতে পারবে না, টেস। কুয়াশা যদি নাও হোত, তবুও পারতে না। ট্যান্ট্রিজ থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি। সত্যি কথা বলছি, টেস। তারপর কুয়াশা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে পথ চেনা খুব কঠিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াবে, তবু দিশা পাবে না।'

'তা হোক। তবুও আপনি আমায় নামিয়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি। কোথায় এসেছি, তা জানতে চাই না। কেমন করে যাব, তাও জানি না। শুধু বলছি, আপনি আমায় নামিয়ে দিন।' বেদনার্দ্র স্বরে টেস বলিল।

'আচ্ছা, বেশ তাই হবে। কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে। আমিই তোমাকে এই অচেনা-অজানা স্থানে এনেছি। কাজেই তোমাকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমারই। আমার এই কথার তুমি কি মানে করবে, জানি না। তবে একলা যে তুমি ট্যান্ট্রিজে ফিরে যেতে পারবে না, এটা ঠিক। সত্যি কথা বলতে কি টেস, কুয়াশায় চার দিক এমন ঢেকে গিয়েছে যে, আমি নিজেই জানি না, আমরা কোথায় এসে পড়েছি। বন-জঙ্গলের মধ্যে পথ বা কাছাকাছি কোথাও লোক-জনের ঘর-বাড়ী আছে কিনা, খোঁজ করতে আমি এখনই যাচ্ছি। যদি তুমি এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, কোন একটা কিছু না পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি ঘোড়াটার কাছে অপেক্ষা করবে, তাহলে কিছু

একটা খুঁজে পেলে এখানেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। ফিরে এসে তোমাকে পথের পুর্ণ নিশানা দিয়ে দেব। তখন যদি হেঁটেই যেতে চাও, তাই যেও। আর যদি আমার সঙ্গে ঘোড়ায় যেতে চাও, তাও পার। যা তোমার ইচ্ছা।'

টেস এই সর্ত্ত মানিয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল। ডি, আরবারভাইলও আর এক দিকে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। অবশ্য এই ফাঁকে সে টেসের একটি চুমু খাইতে ছাড়িল না।

টেস প্রশ্ন করিল 'ঘোড়াটাকে কি ধরে থাকতে হবে?'

'না, না, তার কোন প্রয়োজন নেই।' শ্রান্ত প্রাণীটার পিঠে ঘা কয়েক সস্নেহ চাপড় দিয়া ডি, আরবারভাইল উত্তর দিল।

ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের দিকে ঘুরাইয়া সে তাহাকে একটা বৃক্ষ-শাখায় বাঁধিয়া দিল। তারপর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত শুষ্ক এবং ঝরা পাতাকে স্তূপীকৃত করিয়া টেসের জন্য একটা শয্যা রচনা করিয়া দিল।

'এখানে অপেক্ষা কর, কেমন? পাতাগুলা এখনও তেমন ভিজে নি। ঘোড়াটার দিকে সামান্য একটু লক্ষ্য রেখ। তাহলেই হবে।' এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল।

কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিল। বলিল 'টেস, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। আজকে তোমার বাবা একটা নূতন ঘোড়া পেয়েছেন। কেউ তাঁকে ওটা দিয়েছেন।'

'কেউ? তাহলে আপনিই তা দিয়ে থাকবেন!'

ডি, আরবারভাইল মাথা নাড়িল।

'সে আপনার দয়া!' একটু আগে যাহার সহিত সে কথা কাটাকাটি করিয়াছে, ঘটনা চক্রে পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে ধন্যবাদ দিতে হইল। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে শুধু অস্বস্তি বোধ করিল না, হৃদয়ে কেমন একটা বেদনাও বোধ করিল।

'ছোটদের কয়েকটা খেলনাও দিয়েছি।'

'এ সব যে আপনি পাঠিয়েছেন, তা ত জানতাম না।' অস্ফুট, স্বরে সে বলিল। কৃতজ্ঞতায় সে গলিয়া গিয়াছিল।

'তবে আমার মনে হয়, এ সব আপনি না পাঠালেই ভাল করতেন! সত্যি ও সব পাঠান আপনার উচিত হয় নি।'

'কেন, টেস?'

'এতে যে আমার বন্ধন বাড়ে!'

'টেস, আজ পর্য্যন্ত কি তুমি আমায় এক বিন্দুও ভালবাস নি?'

'আপনার কাছে আমি চির-ঋণী।' অনিচ্ছা সত্বেও সে স্বীকার করিল। 'কিন্তু আমার মনে হয়, আমি আপনায় ভালবাসি না।' তাহার দেহখানার জন্য ডি, আরবারভাইলের কামনালোলুপ মূর্ত্তিখানা সে যেন সহসা মনশ্চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া একটা হাহাকার উঠিল। তাহার গণ্ড বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিতে লাগিল। নিজেকে সে আর সামলাইতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

'ছিঃ টেস কেঁদ না। কাঁদতে আছে! এখানে বস। এখনই আমি আসছি।' টেস যন্ত্রের মত সেই স্তূপীকৃত পত্ররাশির উপর বসিয়া পড়িল। হঠাৎ ডি, আরবারভাইল লক্ষ্য করিল, সে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'শীত লাগছে কি?'

'খুব বেশী নয়—অল্পই।'

সে আঙ্গুল দিয়া টেসকে স্পর্শ করিল। আঙ্গুল তাহার দেহে বসিয়া গেল। বিস্মিত ভাবে সে প্রশ্ন করিল 'তুমি আজ শুধু মসলিনের পোষাকটা পরে এসেছ, দেখছি! এ কি কাণ্ড!'

'এটাই গ্রীষ্মকালে পরার জন্যে আমার সব চেয়ে ভাল পোষাক। যখন বেরোই, তখন বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। তা ছাড়া ঘোড়ায় চড়তে হবে বা ফিরতে রাত হবে, তা ত জানতাম না।'

'সেপ্টেম্বর মাসে রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। আচ্ছা, একটা ব্যবস্থা করছি।' এই বলিয়া নিজের গায়ের হালকা ওভারকোটটি সযত্নে তাহার গায়ে জড়াইয়া দিল। 'ঠিক হয়েছে। এবার তুমি একটু গরম বোধ করবে। এখন একটু অপেক্ষা কর, কেমন? আমি এখনই আসছি।'

টেসের গায়ে ওভারকোটটি জড়াইয়া দিয়া সে কুয়াশা-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। এত ক্ষণে কুয়াশা গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়াছে। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে জমাট কুয়াশা ঠিক পর্দ্দার মত মনে হইতেছিল। নিকটবর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে উঠিবার কালে বৃক্ষ শাখাদির সহিত ডি, আরবারভাইলের দেহের সংস্পর্শে যে খস খস শব্দ হইতেছিল, তাহা সে শুনিতে পাইল। ক্রমে ঐ শব্দ অস্পষ্ট হইতে হইতে পাখীর লাফানর শব্দের মত ক্ষীণ হইয়া গেল। অবশেষে আর কোন শব্দই

শোনা গেল না। চন্দ্র অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির বিবর্ণ আলোকটুকুও স্তিমিত হইয়া আসিল। তারপর শুষ্ক পত্রের রচিত শয্যায় শয়ন করিতেই টেসের কৃশ কায়াখানি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে এলেক ডি, আরবারভাইল, চেজ অরণ্যের কোন স্থানে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে তাহার সত্যকার সংশয় বিদূরিত করিবার জন্য উচ্চ ভূমিটির শীর্ষদেশে আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, এত ক্ষণ সে মুক্ত বিহঙ্গের মত দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পথ বাহিয়াছে; সম্মুখে যে বাঁক পাইয়াছে, সেই বাঁক ধরিয়াছে। সর্ব্ব ক্ষণ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কেমন করিয়া টেসের এই দুর্লভ সান্নিধ্যকে দীর্ঘতর করা যায়। চলিতে চলিতে পথিপার্শ্বস্থ কোন কিছুর প্রতি সে দৃকপাত করে নাই। কেবল যখনই সুযোগ পাইয়াছে, টেসের জ্যোৎস্না-বিধৌত শুভ্র মূর্ত্তিখানি নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে। অন্য সময় এক মনে ঐ রূপ-প্রতিমা ধ্যান করিয়াছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, ঘোড়াটার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। তাই পথ-চিহ্ন অন্বেষণ না করিয়াই সে নিম্নের বনান্তরালে নামিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, পার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকার পাহাড়-শৃঙ্গে উঠিতেই একটি বেড়ায় তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই বুঝিতে পারিল যে, বেড়াটি একটা বনপথের উপর অবস্থিত এবং ঐ পথ তাহার পরিচিত। তাহারা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, সে প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাওয়ায়, সে পূর্ব্বোক্ত স্থানে ফিরিয়া চলিল। এত ক্ষণে চাঁদ সম্পূর্ণ ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার উপর কুয়াশা ঘনীভূত হওয়ার জন্য চেজ অরণ্য নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছিল। অবশ্য প্রভাত যে আসন্ন, তাহারও সূচনা দেখা যাইতেছিল। পাছে বৃক্ষ-শাখার সহিত তাহার সংঘর্ষ হইয়া যায়, এই কারণে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সে অগ্রসর হইল। প্রথমটা তাহার মনে হইল যে, যে-স্থান হইতে সে আসিয়াছিল, সেই স্থানে ফিরিয়া যাওয়া তাহার সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। যাহাই হউক, এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সে ঘোড়ার নড়াচড়ার শব্দ শুনিতে পাইল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই টেসের গায়ে জড়ান তাহারই ওভারকোটের হাতাটা দৈবক্রমে তাহার পায়ে আটকাইয়া গেল।

ডি, আরবারভাইল ডাকিল 'টেস!'

কোনও উত্তর আসিল না। অরণ্যের অন্ধকার তত ক্ষণে এত গভীর হইয়া উঠিয়াছে যে, পদতলে শুষ্ক পর্ণ-শয্যায় শায়িত টেসের শ্বেত মূর্ত্তিখানিকে একটা

অস্বচ্ছ নীহারিকার মত পড়িয়া থাকিতে ছাড়া সে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। চারিদিকে কেবল কালো আর কালো। সে কালোর যেন শেষ নাই, ছেদ নাই। মনে হইল, যেন তাহারা একটা অন্তহীন কালোর রাজ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছে। মাথা নীচু করিতেই নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের একটা মৃদু শব্দ ডি, আরবারভাইল শুনিতে পাইল। হাঁটু মুড়িয়া নত হইয়া বসিতেই টেসের শ্বাস-প্রশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ তাহার মুখে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়ের গণ্ড দুইটি এক হইয়া গেল। টেস তখন গভীর ঘুমে অচেতন। বিসর্জ্জিত অশ্রুধারায় তখনও তাহার নয়ন-পল্লব সিক্ত হইয়া আছে।

চতুর্দ্দিকে কেবল অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। সেই অন্ধকার, সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া চেজ অরণ্যের অতি প্রাচীন ইউ এবং ওক তরুশ্রেণী মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের শাখে শাখে নব প্রভাতকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য ধীরে ধীরে সুপ্ত বিহগকুল আঁখি মেলিয়া জাগিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ভূমিতলে কাঠবিড়ালী এবং খরগোসের লুকাচুরি খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, এই ক্ষণে টেসের রক্ষাকর্ত্তা দেবদূত কোথায় ছিলেন? কোথায় ছিলেন সেই সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা, যিনি নিশ্চয়ই আছেন বলিয়া সে সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে? সম্ভবতঃ ব্যঙ্গকার Tishbite-উল্লিখিত অন্য কোন দেবতার মত তখন তিনি অন্য কাহারও সহিত আলাপে রত ছিলেন; হয়ত বা কাহারও অনুগমন করিতেছিলেন; হয়ত বা কোথাও ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন; অথবা এমন এক নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, যাহা সহজে ভাঙ্গিবার নয়।

এই যে উর্ণনাভের মত সূক্ষ্ম এবং ভঙ্গুর, তুষারের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র একটি নারীদেহের উপর এ হেন একটা দুরপনেয় কলঙ্কের মসী-চিহ্ন সবলে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল, কেন তাহা ঘটিল, কে তাহার উত্তর দিবে? কুৎসিতের হস্তে কেন সুন্দর লাঞ্ছিত হয়, কেন অপরাধী পুরুষের দ্বারা নিরপরাধা নারী নির্য্যাতিতা হয়, কেন অসতী নারীর দ্বারা একনিষ্ঠ পুরুষ প্রতারিত হয়—মানুষের তৈয়ারী হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন দর্শনশাস্ত্র-গুলিতে তাহার কোন উত্তরই মিলিবে না। যদিও মিলে, তাহাতে আমাদের প্রাণ-মন আশ্বস্ত হইবে না। আজিকার এই দুঃখ ও বেদনাপূর্ণ ঘটনার

পশ্চাতে কেহ হয়ত একটা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির সন্ধান পাইবেন। হয়ত তিনি বলিবেন, আজ যেমন ডি, আরবারভাইলের হস্তে টেসের চরম লাঞ্ছনা ঘটিয়া গেল, তেমনই সুদূর অতীতে হয়ত একদিন টেসের কোন পূর্ব্বপুরুষ আনন্দ-বিহার হইতে ফিরিবার পথে কোন হতভাগিনী কৃষাণ-কন্যার উপর এই অত্যাচারই করিয়াছিলেন। হয়ত সেদিনের সেই অত্যাচার আজিকার এই ঘটনাকে নৃশংসতা ও ভয়াবহতায় বহু গুণ ছাড়াইয়া গিয়াছিল। পিতার অপরাধে পুত্রের দণ্ড দেবতাদের বিচারে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু তেমন বিচারকে সাধারণ মানুষ ঘৃণার চক্ষেই দেখে। কাজেই ইহাব দ্বারা ঘটনাটির গুরুত্ব লাঘব হয় না।

টেসের কুটীরবাসী প্রতিবেশীদের যদি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের চিরাভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী উত্তর দিবে 'এটা যে নিয়তির বিধান! এ যে ঘটবেই!' মানুষ যে কত অসহায়, তাহার দুঃখ যে কত আদি-অন্ত-বিহীন, এখানেই তাহার সন্ধান মিলিবে। আমাদের নায়িকা মাতৃ-গৃহ হইতে ট্যান্ট্রিজে আসিয়াছিল ভাগ্যান্বেষণে। সে আশা তাহার কত দূর হইল পূর্ণ জানি না, কিন্তু কল্পনাতীত ও একটা অপরিমেয় সামাজিক বিস্ফোরণে তাহার ব্যক্তিত্ব তাহার পূর্ব্ব সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত

টেস

দ্বিতীয় পর্ব্ব—কলঙ্কিতা

দ্বিতীয় পর্ব্ব

কলঙ্কিতা

···বার···

ঝুড়িটি যেমন গুরু ভার, পুঁটুলিটিও তেমনই বৃহদাকার ছিল। কিন্তু সেগুলিকে এমন ভাবে সে বহিয়া লইয়া চলিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল, যেন জাগতিক কোন বস্তুর ভারে সে আজ কাল আর ক্লেশ বোধ করে না। মাঝে মাঝে যখনই একটা ফটক বা থাম দেখিতে পাইতেছিল, তখনই সেখানে যন্ত্রের মত থামিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেছিল। তারপর বোঝাটাকে তুলিয়া লইয়া পুনরায় দৃঢ় পাদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল।

অক্টোবরের শেষ দিকের একটা রবিবার। চেজ অরণ্যে সেদিনের সেই নৈশ বিহারের কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। টেসের ট্যান্ট্রিজে আগমনের পর ইতিমধ্যে প্রায় চারি মাস কাটিয়া গিয়াছে। এখনও বেলা বেশী হয় নাই। পশ্চাদবর্ত্তী দিক-চক্রবালের হিরণ্ময় জ্যোতিঃ-প্রভায় সম্মুখস্থ গিরি-শ্রেণী আলোক-স্নাত হইয়া গিয়াছে। যে উপত্যকায় সে দুই দিনের জন্য অতিথি হইয়াছিল, তাহারই রক্ষা-প্রাচীর স্বরূপ দাঁড়াইয়া ছিল ঐ গিরিশ্রেণী। উহাকে অতিক্রম করিয়াই তাহাকে তাহার চির-বাঞ্ছিতা জন্মভূমির শান্তি-ময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এ পাশে পথ ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিয়াছে। এ অঞ্চলের মৃত্তিকা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহিত ব্ল্যাকমোর উপত্যকার কোন সাদৃশ্য নাই। একটা আঁকা-বাঁকা রেলপথে উভয় অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইলেও উহাদের অধিবাসীদের মধ্যে প্রকৃতি ও ভাষাগত ব্যবধান দূর হইয়া যায় নাই। তাই তাহার দুই দিনের আবাস-স্থল ট্যান্ট্রিজ হইতে মাত্র কুড়ি মাইল দূর হইলেও, মনে হইতেছিল, যেন তাহার জন্মভূমি কত দূর দূরান্তরে অবস্থিত! ঐ অঞ্চলের কৃষকদের কাজ-কারবার স্বভাবতঃ উত্তর ও পশ্চিম দিকেই চলিত। ভ্রমণে যাইতে হইলে বা বিবাহের কন্যা বাছিতে হইলে তাহারা উত্তর ও পশ্চিম দিকেই যাইত। আর অনুরূপ কার্য্যোপলক্ষে এ পাশের লোকজনেরা যাইত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে।

জুন মাসের যেদিন সে ট্যান্ট্রিজে আসে, সেদিন এই পথেই ডি, আরবারভাইল উন্মত্তের মত গাড়ী ছুটাইয়াছিল। কোথাও আর না থামিয়া

বাকি পথটুকু সে এক টানা অতিক্রম করিল। তারপর পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছিয়া দূরের চির-পরিচিত শ্যাম-সমারোহ-মণ্ডিত জগৎটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তখনও উহার উপর হইতে কুয়াশার অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ অপসৃত হইয়া যায় নাই। এখান হইতে উহার দৃশ্য চিরদিনই সুন্দর। কিন্তু আজ যেন ঐ দৃশ্য টেসের নিকট শুধু সুন্দর নয়, ভয়ঙ্কর বলিয়াও মনে হইল। যেদিন সে উহাকে শেষ দেখিয়াছিল, তারপর হইতে এই কয় দিনের মধ্যে এই জ্ঞান তাহার জন্মিয়াছে যে, বিহঙ্গ-কূজিত মনোরম স্থানেই বিষধর সর্প লুকাইয়া থাকে। এত দিন জীবন সম্বন্ধে তাহার যেধারণা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এ কয় দিনে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সেদিন যে-টেস ঘর ছাড়িয়া অজানা-অচেনা পথে পা বাড়াইয়াছিল, আজিকার টেস সেই সরলা সংসারানভিজ্ঞা পল্লীবালা নয়। এই কয় দিনের মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা ও দুশ্চিন্তায় সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নিশ্চল হইয়া সে কিছু ক্ষণ দাঁড়াইল। তারপর কি মনে করিয়া এক বার পিছন পানে চাহিল। সম্মুখ পানে চাহিতে তাহার যেন সাহস হইতেছিল না।

যে শুভ্র পথ বাহিয়া এখনই সে আসিয়াছে, তাহারই উপর একটা গাড়ী সে দেখিতে পাইল। গাড়ীটার পাশে একটি লোক হাঁটিয়া আসিতেছিল। লোকটি হাত তুলিয়া তাহাকে থামিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

ঐ ইঙ্গিত অনুযায়ী সে থামিল। কিন্তু তাহার মনে কোন চিন্তার উদ্রেক হইল না। শান্ত ভাবে সে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকটি এবং ঘোড়ার গাড়ীটি তাহার পাশে আসিয়া থামিল।

লোকটি আর কেহ নয় ডি, আরবারভাইল। আসিয়াই তিরস্কারের ভঙ্গীতে সে প্রশ্ন করিল 'এমন চোরের মত চলে এলে কেন বলত ?' দ্রুত কথা বলিবার জন্য তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। 'তাছাড়া একটা রবিবারে—যখন কেউ এখনও বিছানা ছেড়ে উঠেনি—তখন তোমার এমন করে চলে আসা উচিত হয় নি। দৈবক্রমেই জানতে পারলাম যে, তুমি চলে এসেছ। তখনই উন্মত্তের মত ছুটলাম তোমাকে ধরবার জন্যে। ঘোড়াটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে, কত দ্রুত আমি এসেছি। কিন্তু এ রকম করে আসা কেন ? তুমি ভাল ভাবেই জান যে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউই তোমায় আটকে রাখত না। এমন করে হেঁটে আসা, ঐ গুরু ভার বোঝা নিয়ে পথ চলার কি কোন প্রয়োজন ছিল ? আমি যে উন্মাদের মত ছুটে এসেছি, সে

শুধু অবশিষ্ট পথটুকু গাড়ী করে তোমায় পৌছে দিবার জন্যে, যদি একান্তই তুমি আর না ফির।

'আমি আর ফিরে যাব না।' সে বলিল।

'তুমি যে ফিরে যাবে না, তা আমি জানতাম—তাদের আমি ও কথা বলেও ছিলাম। তাহলে আমি যে জন্যে ছুটে এসেছি, সেটুকু অন্ততঃ আমায় করতে দাও। গাড়ীতে উঠে বস।'

অবসন্নের মত ঝুড়িটি গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া টেস তারপর নিজে তাহাতে উঠিয়া বসিল। পাশাপাশিই তাহারা বসিল। কিন্তু আজ আর ডি, আরবারভাইলের নিকট হইতে তাহার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। ঐ নির্ভয়তার তলে তাহার আদি-অন্তবিহীন দুঃখের স্রোত গোপনে বহিয়া চলিয়াছিল।

যন্ত্রের মত ডি, আরবারভাইল একটা সিগার ধরাইল। তারপর গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। পথ-পার্শ্বের নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু সম্বন্ধে প্রাণহীন দুই একটা আলোচনা ছাড়া আর কোন কথা হইল না। এই পথে আরও একদিন তাহারা পাশাপাশি চলিয়াছিল। বসন্তের প্রথম দিকে, যেদিন সে ট্যান্‌ট্রিজে কাজ কবিতে আসে—সেই দিন। সেদিন তাহাদের গতি-পথ ছিল বিপরীত-মুখী। সেদিন তাহার একটা চুম্বনের জন্য ডি, আরবারভাইল কি কাণ্ডটাই না করিয়াছিল! সে কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেও তাহার স্মৃতি আজও টেসের মানস-পটে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু সেদিনের সেই চঞ্চলতা আজ আর তাহার মধ্যে ছিল না। বাণীহীন প্রতিমার মত সে স্থির ভাবে বসিয়াছিল। কেবল মাঝে মাঝে ছোট্ট একটা হাঁ বা না এর দ্বারা ডি, আরবারভাইলের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া কোন কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল না। কয়েক মাইল চলিবার পর একটা ঘন বৃক্ষশ্রেণী তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহারই আড়ালে তাহার ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়—জন্মভূমি মারলট। তাহার স্তব্ধ শীতল পাণ্ডুর মুখে এত ক্ষণে যেন আবেগের উষ্ণ প্রবাহ বহিতে সুরু করিল। মুক্তার মত কয়েকটি বিন্দু অশ্রু তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

'কেন তুমি কাঁদছ, টেস?' ডি, আরবারভাইল প্রশ্ন করিল। কিন্তু তাহাতে সমবেদনার বাষ্প মাত্র ছিল না।

'ভাবছিলাম, কেন আমি ওখানে জন্মেছিলাম!' মৃদুকণ্ঠে টেস বলিল।

'কিন্তু কোথাও না কোথাও ত আমাদের জন্মাতে হবে!'

'যদি আদৌ আমার জন্ম না হোত—তা এখানেই হোক বা অন্যখানেই হোক।'

'হুঃ, কি যে যা তা বলছ! আচ্ছা টেস, যদি তোমার ট্যান্ট্রিজে যাবার, ইচ্ছাই ছিল না, ত গেলে কেন?'

সে কোন উত্তর দিল না।

'তবে আমার টানে যে তুমি যাও নি, এটা ঠিক।'

'সেটা ঠিকই বলেছেন। যদি আপনার প্রতি ভালবাসার টানে আমি যেতাম, যদি সত্যি সত্যিই আপনাকে ভালবাসতাম, কি এখনও যদি আপনাকে ভালবাসতে পারতাম, তাহলে নিজের দুর্ব্বলতার জন্যে নিজেকে নিজে আজ যতটা ঘৃণা, যতটা বিতৃষ্ণার চক্ষে দেখছি, ততটা ঘৃণা করতাম না।...... মুহূর্ত্তের জন্যে আপনি আমার চোখে রং ধরিয়েছিলেন, এই মাত্র।'

ডি, আরবারভাইল কাঁধ ঝাড়িল। টেস বলিয়া চলিল—

'কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য আমি তখন বুঝতে পারি নি। যখন বুঝলাম, তখন যা হবার তা হয়ে গেছে।'

'এ কথা সব মেয়েই বলে।'

'কি করে এমন কথা আপনি বলতে পারলেন?' দলিতা ফণিনীর মত টেস গর্জ্জিয়া উঠিল। তাহার চোখ দুইটি বহ্নি-শিখার মত জলিতেছিল। ডি, আরবারভাইলের মনে হইল, তীব্র আঘাতে টেসের সুপ্ত আত্মা যেন সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাই শেষ বার নয়, তাহার সুপ্ত আত্মার পূর্ণ জাগরিত রূপ আরও একদিন সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে অবলোকন করিয়াছিল—তবে সে আরও পরে।

'হা ভগবান! ইচ্ছা হচ্ছে, আপনাকে গাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দিই! আচ্ছা, এ কথা কি আপনার মনে কোন দিন উদয় হয় নি যে, যে-কথা প্রত্যেক মেয়েই বলে থাকে, সে-কথা অন্ততঃ কিছু মেয়ে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে?'

'বেশ বেশ! তোমাকে এই ভাবে আঘাত দেওয়ার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। আমার অন্যায় হয়েছে—আমি দোষ স্বীকার করছি।' হাসিতে হাসিতে সে বলিল। বলিতে বলিতে পুনরায় সে তাহার কথায় তিক্ততা আনিয়া ফেলিল। 'কিন্তু চিরদিন আমাকে আমার মুখের উপর অপমান করার কোন প্রয়োজন আছে কি? তোমার কাছে আমি যে অন্যায় করেছি,

তা আমি কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে চাই। তুমি ভাল ভাবেই জান, খাওয়া-পরার জন্যে কি ক্ষেত-খামারে, কি গোয়ালার বাড়ীতে—কোথাও কোন কাজ করবার প্রয়োজন তোমার নেই। তোমার মুখের একটি ছোট্ট হাঁ কথায় তুমি অনায়াসে দামী কাপড়-চোপড় ও গয়না-গাঁটী পেতে পার। অথচ আজ তুমি এমন সাজে সেজেছ যে, মনে হচ্ছে, যেন যথেষ্ট পরিমাণে ফিতা কিনবার সাধ্যও তোমার নেই।'

এই কথার উত্তরে টেস তাহার উদার এবং আবেগ-প্রবণ চিত্তের অভিব্যক্তিস্বরূপ যাহা বলিল, তাহাতে বিন্দু মাত্র অবজ্ঞার ঝাঁজ ছিল না। সে বলিল—

'আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছি যে, আপনার কাছ থেকে আর আমি কিছু নেব না। সত্যিই নেব না—নিতে পারি না। আপনার দান-গ্রহণ করার মানে আপনার লালসানলে নিজেকে আহুতি দেওয়া। প্রাণ থাকতে তা আর পারব না।'

'তোমার কথার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে যে, তুমি যে কেবল আদি ও অকৃত্রিম ডি, আরবারভাইল বংশের মেয়ে, তা নয়—রাজকন্যাও বটে।—হাঃ! হাঃ! বেশ কথা, টেস! এর পর আমার আর কিছু বলা চলে না। আমি যে মন্দলোক—নিতান্ত মন্দলোক—তা আমিও জানি। জন্মেছি মন্দ হয়ে, বড় হয়েছি মন্দ হয়ে—সম্ভবতঃ মরবও মন্দ হয়ে। কিন্তু ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আর কোন দিন আমি তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করব না। তবে যদি কোন দিন এমন ঘটে যে, তুমি সামান্যতম অসুবিধায় পড়েছ, কি তোমার সামান্যতম প্রয়োজন হয়েছে, তাহলে বিনা দ্বিধায় এক ছত্র লিখে আমায় তা জানিও। সঙ্গে সঙ্গেই তোমার যা প্রয়োজন, তা পেয়ে যাবে। সম্ভবতঃ আমি ট্যান্ট্রিজে থাকব না। শীঘ্রই লণ্ডনে চলে যাব। মা বুড়িকে নিয়ে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তবে আমার নামে কোন চিঠি-পত্র গেলে তা যাতে সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা অবশ্য করে যাব।'

আর তাহার যাইবার দরকার নাই বলিয়া টেস জানাইল। সেই ঘন-সন্নিবদ্ধ তরুবীথিতলে তাহারা থামিল। ডি, আরবারভাইল প্রথমে গাড়ী হইতে নামিল, তারপর টেসের হাত ধরিয়া সন্তর্পণে তাহাকে নামাইয়া দিল। পরে মাল-পত্রগুলি পথের উপর তাহার পাশে রাখিয়া দিল। ডি,

আরবারভাইলের নয়নে নয়ন রাখিয়া ঈষৎ আনত হইয়া টেস বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিল ; তারপর মাল-পত্রগুলি তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

এলেক ডি, আরবারভাইল মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটি ফেলিয়া দিয়া তাহার নিকটে সরিয়া আসিল। তারপর বলিল 'এমন করেই তুমি চলে যাবে, টেস? তা হয় না। এস, কাছে এস।'

পরম ঔদাস্য ভরে টেস বলিল 'চুমু খেতে চান? তা খান। একবার দেখুন, সেদিনের সেই বন-হরিণীকে কেমন করে জয় করেছেন।'

সে ঘুরিয়া মুখখানি তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। তারপর পাষাণ-প্রতিমার মত নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর ডি, আরবারভাইল কতকটা যন্ত্রের মত, কতকটা বা আবেশ-বিহ্বল ভাবে তাহার গণ্ডে চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। যত ক্ষণ সে চুম্বন করিতেছিল, তত ক্ষণ টেস শূন্য দৃষ্টিতে দূরবর্ত্তী বৃক্ষরাজির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার তখনকার অবস্থা দেখিলে মনে হইবে, যেন সে অচেতন হইয়া গিয়াছে। তাই তাহার দেহ লইয়া ডি, আরবারভাইল কি করিল, তাহা যেন সে জানিতেই পারিল না।

'এবার অন্য গালে।'

'চিত্রকরের নির্দ্দেশ তাহার মডেল যে ভাবে পালন করে, ঠিক তেমনই আত্ম-সমর্পিতের মত সে ঘুরিল। ডি, আরবারভাইল অন্য গালে চুম্বন করিল। তাহার ওষ্ঠাধর টেসের শিশির-সিক্ত হিম শীতল গণ্ড স্পর্শ করিল।

'কিন্তু তোমার মুখখানি ত আমায় দিলে না বা আমার চুমুও ত তুমি খেলে না। তুমি যে স্বেচ্ছায় তা করবে না, তা আমি জানি—আমার মনে হয়, কোন দিন তুমি আমায় এক বিন্দু ভালবাসবে না।'

'কত বার এ প্রশ্নের উত্তর দেব, বলুন? আপনি যা বললেন, তাই-ই সত্যি। সত্যি আমি কোন দিন আপনাকে ভালবাসিনি। আমার মনে হয়, কোন দিনই তা পারব না।' বিষাদ-করুণ কণ্ঠে সে বলিল। 'আজকে এই মুহূর্ত্তে আমার সব চেয়ে বড় প্রয়োজন কি, জানেন? একটা ছোট্ট মিথ্যা কথা বলা। শুধু এক বার বলা, আমি আপনায় ভালবাসি। তা যদি বলতে পারতাম, তাহলে আমার সমস্ত দুঃখের অবসান এখনই হয়ে যেত। আমার মত দীন-হীনার কতটুকুই বা মান-সম্ভ্রম? কিন্তু তবু তার যতটা ক্ষুয়িয়ে যতটা আছে, তাও আমার কাছে নিতান্ত কম নয়। তাই ঐ মিথ্যাটুকু বলতে পারলাম না। যদি আমি আপনাকে

ভালবাসতাম, তাহলে সমস্ত লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়ে হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করে তা আপনায় জানাতাম। কিন্তু আমার পরম দুর্ভাগ্য, আমি আপনায় ভালবাসতে পারলাম না।'

এই কথায় ডি, আরবারভাইলের বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। মনে হইল, তাহার হৃদয়, তাহার বিবেক, তাহার মান-মর্য্যাদা ঐ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিতেছে না।

'কিন্তু টেস; তোমার এতটা ভেঙ্গে পড়ার সত্যি কোন কারণ আছে কি? আমি তোমার তোষামোদ করছি না। আমার জীবনে এ বস্তুটার যে কোন প্রয়োজন আর নেই, এটা অন্ততঃ এখন তুমি স্বীকার করবে। আমি সহজ সরল ভাবে তোমায় জানাচ্ছি, এতটা ব্যথিত তুমি হয়ো না। এ অঞ্চলের কি ধনী কি গরীব কারও ঘরে তোমার মত এত রূপৈশ্বর্য্য নিয়ে কোন মেয়ে জন্মায় নি। তোমার হিতাকাঙ্খীরূপে—সংসার সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান হয়েছে তার দাবীতে—আমি তোমায় জানাচ্ছি, হেলায় ঐ রূপকে ঝরে যেতে দিও না।......এখনও তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চল, টেস। এমন ভাবে তোমায় বিদায় দিতে যে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে!'

'না, না, কক্ষণো না। সে আর হয় না। যেদিন সব বুঝলাম, সেদিনই মনস্থির করে ফেলেছি —আরও আগে আমার বুঝা উচিত ছিল। না, আর আমি ফিরে যাব না।'

'তাহলে বিদায়, আমার চার-মাসের-কুড়িয়ে-পাওয়া বোন, বিদায়।'

সে ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিল। তারপর লাগাম গুছাইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গাড়ী বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বারেকের জন্যও টেস পিছনে ফিরিয়া তাকাইল না। যেমন মন্থর গতিতে আগে চলিতেছিল, তেমনই ভাবে গলিপথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। তখনও বেলা বেশী হয় নাই। সূর্য্যদেব সবে মাত্র গিরিশৃঙ্গ ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। প্রভাত-সূর্য্যের কিরণমালায় দিগন্তের অন্ধকার অবলুপ্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা এখনও তত উষ্ণ হয় নাই যে, শীতার্ত্ত জীবকুল তাহাতে আরাম পাইতে পারে। ঐ কিরণমালায় চোখ ঝলসিয়া যায় বটে কিন্তু উহার স্পর্শে দেহ উত্তপ্ত হয় না। নিকটে কোথাও কোন জন-প্রাণী ছিল না। অক্টোবরের কুহেলি-মলিন প্রভাতের বিষণ্ণতায় এবং টেসের বেদনা-বিধুর আত্মার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে গলিপথখানির বাতাস যেন ভারাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল!

চলিতে চলিতে পিছনে কাহার পদ-শব্দ যেন সে শুনিতে পাইল। ফিরিয়া দেখিল, একটি লোক তাহার পিছু পিছু আসিতেছে। লোকটি এত দ্রুত আসিতেছিল যে, অল্প ক্ষণের মধ্যেই সে তাহার নাগাল ধরিয়া ফেলিল। টেস তাহার সান্নিধ্য সম্বন্ধে পুর্ণ সচেতন হইতে না হইতে লোকটি 'সুপ্রভাত' বলিয়া তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, সে যেন কোন এক ধরণের শিল্পী। তাহার হাতে একটা টিনের পাত্রে লাল রং ছিল। লোকটি কোনরূপ ভণিতা না করিয়া তাহার ঝুড়িটি বহিবার প্রস্তাব করিল। বিনা আপত্তিতে টেস ঝুড়িটি তাহার হাতে দিল। তারপর দুই জন পাশাপাশি পথ চলিতে লাগিল।

সহাস্য মুখে লোকটি বলিল 'রবিবারে এত সকাল সকাল কেউ উঠে না; কি বল?'

টেস উত্তর দিল 'হাঁ।'

'যখন সব লোকই কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে বিশ্রাম উপভোগ করছে।'

ইহাতেও সে সায় দিল।

'যদিও সপ্তাহের অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজকেই আমি সত্যিকার কাজ করে থাকি।'

'তাই নাকি?'

'সারা সপ্তাহ আমি মানুষের মহিমা প্রচার করি। কিন্তু রবিবারটা রেখে দিই কেবল ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনের জন্যে। এটাই কি সত্যিকারের আসল কাজ নয়? তুমি কি বল? এই ষ্টাইলের গাঁয়ে আমার একটু দরকার আছে।' বলিতে বলিতে লোকটি সেই দিকে চলিল। যাইতে যাইতে বলিল 'একটু অপেক্ষা কর। মিনিট খানেকের বেশী আমার দেরি হবে না।'

যেহেতু লোকটি তাহার ঝুড়িটি লইয়া তাহার ভার লাঘব করিয়াছিল, সেহেতু তাহার অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে লোকটির কাজ লক্ষ্য করিতে লাগিল। লোকটি ঝুড়ি এবং রং-এর পাত্র মাটিতে রাখিয়া রংটা তুলি দিয়া একটু নাড়িয়া লইয়া ষ্টাইলের মধ্যস্থিত কাষ্ঠ-ফলকের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিতে সুরু করিল। প্রত্যেক শব্দটির পরে সে একটি করিয়া কমা দিল। উদ্দেশ্য, পাঠক যেন পড়িতে পড়িতে কিয়ৎক্ষণ থামিয়া কথাগুলির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করে। লোকটি লিখিল—

THY, DAMNATION, SLUMBERETH, NOT. 2 Pet, ii, 3

শাস্তির দেবতা ঘুমায়ো না তুমি।

শান্ত-স্নিগ্ধ প্রান্তর, ধূসর বনানী এবং দিগন্তের নীলিমা—এই তিনে মিলিয়া যে বিস্তীর্ণ পটভূমি রচনা করিয়াছিল, তাহার উপর রক্তবর্ণ লেখাগুলি নক্ষত্রের মত দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, কথাগুলি যেন সদম্ভে আত্মঘোষণা করিতেছে এবং তাহাদের কণ্ঠধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এক দিন মানব-সমাজে উহাদের যথেষ্ট মূল্য ছিল। কিন্তু কালের বিবর্ত্তনে মানুষের জীবনে ধর্ম্মের স্থান আর আগের মত নাই। তাই হয়ত কেহ কেহ ঐ কথাগুলি দেখিয়া কারুণ্য ও ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিবে 'হায় ধর্ম্মতত্ত্ব, তোমাদের দিন ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। আর কেন?'

কিন্তু টেস কথাগুলিকে অত সহজ ও সরল ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, যেন লোকটি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি লিখিল। তাহার মনে হইল, যেন তাহাকে অভিযুক্ত করিয়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হইয়াছে। তাই ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন তাহার জীবনের সাম্প্রতিক কাহিনীর সব কিছুই লোকটি জানে। অথচ সত্যকথা বলিতে কি, লোকটির সহিত তাহার বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না।

লেখা শেষ করিয়া লোকটি ঝুড়িটা তুলিয়া লইল। টেসও যন্ত্রের মত তাহার পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

যাইতে যাইতে মৃদুকণ্ঠে সে বলিল 'আচ্ছা, আপনি যা লিখলেন, তা কি আপনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন?'

'শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করা? তাহলে যে নিজের অস্তিত্বকেই অবিশ্বাস করতে হয়!'

'কিন্তু স্বেচ্ছায় যদি কেউ কোন পাপ না করে থাকে?' কম্পিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল।

লোকটি মাথা নাড়িল। তারপর বলিল—

'যে-প্রশ্ন তুমি করলে, সেটা মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা। অনাদি কাল থেকে এ প্রশ্ন মানুষ করে আসছে কিন্তু প্রাণের আশ্বাসদায়ক কোন উত্তরই সে পায় নি। আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ। আমি এর চুল-চেরা বিচার কি করব, বল? গত গ্রীষ্মকালে আমি এই জেলার এক প্রান্ত থেকে আর

এক প্রান্ত পর্য্যন্ত—শত শত মাইল—ঘুরে বেড়িয়েছি। যেখানে যত প্রাচীর, ফটক এবং ষ্টাইল পেয়েছি, সেখানে শাস্ত্রের বাণী লিখে দিয়েছি। আমার কাজ শুধু ধর্ম্মের বাণী প্রচার করা। কে কি ভাবে তা গ্রহণ করল, কার মনে তা কি ভাবের সঞ্চার করল, তা দেখা আমার কাজ নয়।'

'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর কথাগুলা আপনি লিখে দিলেন! শুনলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! অন্তরাত্মা শুকিয়ে আসে!'

'মানুষের প্রাণে ভীতি-উৎপাদন করার জন্যেই ত ওদের উৎপত্তি! কিন্তু এখনও ত তুমি আমার সব চেয়ে ভয়ঙ্কর কথাগুলা শোন নি। সেগুলা আমি রেখেছি বস্তি ও বন্দরবাসীদের জন্যে। শুনলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে; স্থির থাকতে তুমি পারবে না।·· ·········এই যে এখানে একটা দেওয়াল শুধু শুধু পড়ে রয়েছে। এখানেও একটা কিছু লিখে দিই। হাঁ, এখানে এমন একটা কিছু লিখে দিতে হবে, যা তোমার মত তরলমতি ও অস্থিরচিত্ত তরুণ-তরুণীদের পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে যেন রক্ষা করতে পারে। একটু অপেক্ষা করতে পারবে কি?'

'না।' টেস উত্তর দিল। তারপর ঝুড়িটি তুলিয়া লইয়া পথ চলিতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া সে ফিরিয়া তাকাইল। দেখিল, বিবর্ণ দেয়াল-গাত্রে পূর্ব্বের মত আর একটি অগ্নিবর্ষী বাণী জ্বলন্ত অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতেছে। মনে হইতে লাগিল যে, যে-কাজ দেয়ালখানি কোন দিন করে নাই, আজ সেই অপ্রিয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বাধ্য হইয়া ব্যথা ও বেদনায় তাহা যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে! তখনও লেখা শেষ হয় নাই। যতটুকু হইয়াছে, তাহা পড়িয়াই সে বুঝিতে পারিল, কোন্ কথা লেখা হইতে চলিয়াছে। তাহাতেই সে লজ্জা ও সরমে রাঙ্গিয়া উঠিল। লেখা হইতেছিল—

THOU, SHALT, NOT, COMMIT—

তাহার সদানন্দময় সাথীটি হঠাৎ লক্ষ্য করিল যে, টেস লেখাটি পড়িতেছে। তখন সে তুলি থামাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—

'যদি তুমি এ সব কথার অর্থ ভাল করে জানতে চাও, তাহলে আজকে বিকালে এই গ্রামের গির্জ্জায় যেও। সেখানে মিঃ ক্লেয়ার নামে একজন ধর্ম্ম-যাজক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। তাঁকে তোমার সমস্ত প্রশ্ন অকপটে জানিও। তিনি তোমার প্রশ্নের মীমাংসা ও মনের খটকা দূর করে দিবেন। আমি তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত না হলেও তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তিনি

অতিশয় সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি। বলতে গেলে তিনিই আমাকে এই কার্য্যে ব্রতী করেছিলেন।'

টেস কোন উত্তর দিল না। নীরবে নত মুখে আগাইয়া চলিল। তত ক্ষণে তাহার মনের জড়তা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, একটু আত্মস্থ হইয়াছে। তাই তাচ্ছিল্য ভরে আপন মনে বলিয়া উঠিল 'হাঁ, ভগবান নাকি ও সব কথা বলেছেন! আমি তা বিশ্বাস করি না।'

সহসা পিতৃ-গৃহের চিমনি হইতে ধূম্র-শিখা উত্থিত হইতে সে লক্ষ্য করিল। দেখিবা মাত্র, তাহার হৃদয় অসহ্য বেদনায় টন টন করিয়া উঠিল। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গৃহাভ্যন্তরের দৃশ্য যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার ঐ হৃদয়-বেদনা যেন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। মা সবে মাত্র উপরতলা হইতে নামিয়া প্রাতরাশ তৈয়ার করিবার জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সেখান হইতেই তিনি টেসকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। ছোট ছোট ভাই বোনগুলি তখনও নীচে নামে নাই। এমন কি বাবাও তখনও উপরে ছিলেন; রবিবারের সকাল বলিয়া আরও আধঘণ্টাখানেক বিছানায় কাটান অনুচিত মনে করেন নাই।

টেসকে দেখিবা মাত্র মা প্রথমে অবাক হইয়া গেলেন। তারপর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন 'টেস, মা আমার, ভাল আছ ত? সত্যি মা, তুমি কাছে এসে না দাঁড়ান পর্য্যন্ত তোমায় আমি লক্ষ্যই করি নি। তা মা, বিয়ের জন্যেই কি তুমি এসেছ?'

'না মা, সে জন্যে আসি নি।'

'তবে কি ছুটিতে এসেছ?'

'হাঁ—ছুটিতে; দীর্ঘ ছুটিতে।' টেস উত্তর দিল।

'কেন, আমার বোনপোটি কি তোমায় বিয়ে করতে অরাজী হয়েছে?'

'তিনি আমাদের কেউ নন এবং আমাকে বিয়েও তিনি করবেন না।'

মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইতে লাইলেন। তারপর বলিলেন—

'কাছে এস ত, মা; সব কথা খুলে বল।'

টেস মায়ের নিকট যাইল। তারপর তাঁহার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া সব কিছু বিবৃত করিল।

সব কিছু শুনিবার পর মা বলিলেন 'এ সত্ত্বেও তোমায় বিয়ে করতে তুমি

তাকে রাজী করাতে পারলে না ? এ ঘটনার পর তুমি ছাড়া যে কোন মেয়েই তাই করত।'

'সম্ভবতঃ আমি ছাড়া অন্য যে কোন মেয়েই তাই করত।'

মিসেস ডারবিফিল্ড বলিয়া চলিলেন 'যদি তুমি ওটা করে আসতে পারতে, তাহলে গল্প করবার মত একটা কাজ করে আসতে। তোমাদের সম্বন্ধে যে সব কথা আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে, তারপর ঘটনার পরিণতিটা যে এই দাঁড়াতে পারে, তা কেউ ভাবতে পারে না। শুধু নিজের কথা না ভেবে, সমস্ত সংসারটার কথা কেন একটু ভাবলে না তুমি ? দেখতে পাচ্ছ না কি, কী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমটাই না আমায় করতে হচ্ছে! আর তোমার বাবা! ফুটা কড়া দিয়ে যেমন একটু একটু করে জল বেরিয়ে যায়, তেমনই তিল তিল করে তাঁর আয়ুও শেষ হয়ে আসছে। চার মাস আগে যখন তোমরা দু জনে এক গাড়ীতে পাশাপাশি বসে চলে গেলে, সেদিন কি সুন্দরই না মানিয়েছিল! দেখ, কত কিই না সে আমাদের দিয়েছে! বলতে কি সবই সে এক রকম আমাদের দিয়েছে। আত্মীয় বলেই ত সে আমাদের ও সব দিয়েছে! আর যদি বল সে আমাদের আত্মীয় নয়, তাহলে তোমাকে ভালবেসেই সে ও সব দিয়েছে। এত সত্বেও তোমাকে বিয়ে করতে তুমি তাকে রাজী করাতে পারলে না!'

তাহাকে বিবাহ করিতে এলেককে সম্মত করা! তাহা কি এতই সহজ! সে তাহাকে বিবাহ করিবে! বিবাহের সম্বন্ধে সে একটি কথাও উচ্চারণ করে নাই। আর যদি করিতও, তাহা হইলে কি হইত ? কি উত্তর সে দিত ? এলেক সম্বন্ধে বর্ত্তমানে তাহার যে জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহার সংসার-অনভিজ্ঞা, হতভাগিনী মা তাহার কোন খোঁজই রাখেন নাই। সম্ভবতঃ ঐ অবস্থায় তাহার ঐ মনোভাবের মত দুর্ভাগ্যের আর কিছুই ছিল না। শুধু তাহাই নয়, উহার মত দুর্জ্ঞেয়ও কিছু ছিল না। অথচ উহার মত সত্যও কিছু ছিল না। আজ যে তাহার নিজের উপর এত বিতৃষ্ণা, তাহার কারণও ঐ। কোন দিনই সে এলেককে মনে বিশেষ স্থান দেয় নাই। যেটুকুও দিয়াছিল, এই ঘটনার পর হইতে তাহাও আর ছিল না। সে তাহাকে ভয় করিয়াছে, তাহার সম্মুখে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে। তাহার অসহায়তার সুযোগ লইয়া সে যে-সব ছল-চাতুরী করিয়াছে, তাহার প্রতিরোধ সে করিতে পারে নাই, ইহাই আসল কথা। তাহার উদগ্র কামনার

অত্যুজ্জ্বল আলোকে সাময়িক ভাবে অন্ধ হইয়া হয়ত বা ক্ষণিকের জন্য বিমূঢ়ের মত আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছে। তারপর সহসা সচকিত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়াছে। তাহাকে অবহেলা করিয়াছে, অপছন্দ করিয়াছে এবং শেষে দূরে সরিয়া গিয়াছে। এলেকের সহিত তাহার সম্পর্কের ইহাই সংক্ষিপ্ত কাহিনী। ঠিক ঘৃণা যে সে তাহাকে করিত, তাহাও নয়। কিন্তু তাহার কাছে এলেক ধুলা-বালি ছাড়া আর কিছু ছিল না। এমন কি কল্পনায়ও সে এক দিনের জন্য তাহাকে বিবাহের কথা ভাবে নাই।

'যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, তাকে স্বামী রূপে পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব, তখন তার সঙ্গে মেলামেশায় তোমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।'

এই কথায় টেস আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, শরাহতা হরিণীর মত যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মাতৃ-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মনে হইল, যেন তাহার হৃদয়খানা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। তারপর আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'মা, মা কেমন করে এ সব জানব বল? চার মাস আগে যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, তখন একটা অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কি ছিলাম, বল? কেন মা, তুমি আমায় জানালে না যে, পুরুষের কাছ থেকেই নারীর সব চেয়ে বড় বিপদ আসতে পারে? কেন মা, তুমি আমায় সাবধান করে দাও নি? যারা শহুরে মেয়ে, তারা জানে, কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হয়। তারা গল্প-উপন্যাস পড়ে। তা থেকেই তারা ঐ সব ছলা-কলা শিখে। গল্প-উপন্যাস পড়ে শিখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। আর তুমিও মা এ বিষয়ে আমায় কোন শিক্ষা দাও নি।'

মার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর তিনি বলিলেন, 'কেন বলি নি মা, জান? ঐ রকম মেলামেশার পরিণাম কি ঘটতে পারে, তা যদি আগে থাকতেই তোমায় জানাতাম, তাহলে তুমি সন্দিগ্ধ-চিত্ত হয়ে উঠতে। তার ফলে পাছে তোমার ওখানে বিয়ে না হয়, এই ভয়ে তোমায় কিছু জানাই নি। যাই হোক, যা হবার তা হয়েছে। এখন এই ঘটনা থেকে ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের সাবধান হতে হবে। মোটের উপর সবই ত ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়!'

···তের···

এক বর্গ মাইল স্থানের পক্ষে গুজব কথাটা যদি অপ্রযোজ্য না হয়, তাহা

হইলে বলিতে হয় যে, ভুয়া আত্মীয় গৃহ হইতে টেসের প্রত্যাবর্ত্তনের গুজব বাহিরে রটিয়া গেল। অপরাহ্ণে মারলটের কয়েকটি তরুণী বালিকা—তাহারই সহপাঠিনী এবং পরিচিতারা—তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। যে-ব্যক্তি একটা অতুলনীয় বিজয়-গৌরবের অধিকারী হইয়াছে, (তাহাদের দৃষ্টিতে টেস আজ তাহাই) তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে যেরূপ সযত্নে ও পরিপাটি ভাবে বেশ-ভূষা করিয়া আসিতে হয়, তাহারাও সেইরূপ ভাবে সাজিয়া গুজিয়া আসিয়াছিল। একটা বিপুল কৌতূহল চিত্তে লইয়া তাহারা কক্ষ মধ্যে টেসকে ঘেরিয়া বসিল। একটি বেপরোয়া, দুর্ম্মদ এবং হৃদয়-বিচূর্ণকারী প্রেমিক হিসাবে মিঃ ডি, আরবারভাইলের খ্যাতি ইতিমধ্যেই ট্যান্ট্রিজের নিকটবর্ত্তী সীমানা অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে হেন ব্যক্তি টেসের প্রেমে পড়িয়াছে—এই যে ব্যাপার, ইহার সহিত বিজড়িত একটা দুঃসাহসিকতার ভাব টেসের কল্পিত মর্য্যাদায় যেন আর এক পর্দ্দা রং চড়াইয়া দিয়াছিল। যদি অপর কোন ব্যক্তির সহিত—যে মিঃ ডি, আরবারভাইলের মত বেপরোয়া নয়—তাহার ঐ প্রেমের ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহা হইলে তাহার আকর্ষণ এত প্রবল হইয়া উঠিতনা।

তাহাদের কৌতূহল এত গভীর ছিল যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়সী, তাহারা টেস পিছন ফিরিতেই অস্ফুট কণ্ঠে বলাবলি সুরু করিয়া দিল—

'তাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! দামী ফ্রকে তাকে কি চমৎকারই না মানিয়েছে! আমি জোর করে বলতে পারি যে, ফ্রকটা খুব দামী এবং সে ওটা নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে উপহার পেয়েছে।'

কক্ষ-কোণে স্থাপিত কাবোর্ড হইতে চায়ের সরঞ্জামাদি আনিয়া টেবিলে সাজাইতে ব্যস্ত থাকায় তাহাদের ঐ মন্তব্য টেসের কর্ণে প্রবেশ করিল না। যদি সে তাহা শুনিতে পাইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সে তাহাদের ঐ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিয়া দিত। কিন্তু টেস না শুনিতে পাইলেও উহা তাহার মায়ের কান এড়াইল না। কন্যার দুঃসাহসিক বিবাহের আশা ব্যর্থ হইলেও সে যে একটা অসমসাহসিক প্রেমের ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া আর কিছু না পারুক অন্ততঃ বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে—এই ধারণায় সরলা জোয়ানের অহমিকা অক্ষুণ্ণই ছিল। এই রূপ সীমাবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী বিজয়-গৌরবে কন্যার সুনাম হানির সম্ভাবনা থাকিলেও মোটামুটি এই

ব্যাপারে তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন। এখনও হয়ত উহা বিবাহে পর্য্যবসিত হইতে পারে, এই আশা তিনি ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। এই হেতু এবং সমবেত তরুণীগণের প্রশংসা এবং স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া তিনি—তাহারা যেন চা পান না করিয়া চলিয়া না যায়—এই অনুরোধ জানাইয়া ফেলিলেন।

তাহাদের কথাবার্ত্তা, তাহাদের হাস্যালাপ, তাহাদের মধুর হাসি-ঠাট্টা, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা-প্রসূত টীকা-টিপ্পনী টেসের নির্জ্জীব সত্তাকেও উজ্জীবিত করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহাদের উন্মাদনার ছোঁয়াচ তাহাকেও লাগিল এবং পরিশেষে সেও প্রায় তাহাদের মতই আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার মুখের শ্বেতপ্রস্তর-সুলভ শুভ্র কাঠিন্য বিদূরিত হইয়া গেল এবং সে তাহার পূর্ব্ব অভ্যাস অনুযায়ী পুনরায় সাবলীল ভঙ্গীতে চলাফেরা করিতে পারিল। এক কথায় যৌবন-লাবণ্যে আবার সে ঝলসিয়া উঠিল।

নানা দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও সে মাঝে মাঝে তাহাদের প্রশ্নের জবাব না দিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। এমন ভারিক্কী চালে সে ঐ সব প্রশ্নের জবাব দিতেছিল যে, মনে হইতেছিল, যেন প্রেমের ব্যাপারে সে অনেক কিছুই জানে। কিন্তু Robert South-এর ভাষায় বলিলে বলিতে হয় যে, সে আজও নিজেকে চরম সর্ব্বনাশের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে নাই। তাই তাহার ঐ মোহাবেশ বিদ্যুতের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলাইয়া গেল; আবেগহীন যুক্তি ফিরিয়া আসিয়া তাহার চরম দুর্ব্বলতাকে ব্যঙ্গ করিতে সুরু করিল এবং ঐ ক্ষণিক গর্ব্বানুভবের অসারতা উপলব্ধি করিয়া সে নিজেকে অপরাধী মনে করিল—যাহার ফলে একটা স্থির অবসন্নতায় সে পুনরায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে আর রবিবার নাই। আসিল কঠোর বাস্তবময় সোমবার। ঐ দিন প্রত্যুষে সে কি নিদারুণ নৈরাশ্য! কোথায় সেই সুন্দর সাজ-সজ্জা! আর কোথায় বা সেই হাস্য-লাস্যময়ী বান্ধবীরা! যখন চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল, একাকীই সে তাহার চির-পুরাতন শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। আর পাশেই নিদ্রিত ছোট ছোট অসহায় ভাইবোনেরা। তাহাদের নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ তখনও শোনা যাইতেছে। তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে যে উত্তেজনা, যে কৌতূহল সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ আর তাহা নাই, বাষ্পের মত তাহা কোথায় উবিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল, একটা অতি দীর্ঘ প্রস্তর ও কঙ্করময়

বন্ধুর পথ সর্পিল রেখার মত তাহার সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। ঐ পথ একাকীই তাহাকে অতিবাহিত করিতে হইবে। ঐ পথ-চলায় তাহার না আছে কোন সঙ্গী-সাথী, না আছে কাহারও স্নেহ-সহানুভূতি। দারুণ নৈরাশ্যে সে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, যেন গহন সমাধিতলে আত্মগোপন করিতে পারিলেই তবে সে বাঁচিবে।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে নিজেকে এতটা সামলাইয়া লইল যে, রবিবার সকালে গির্জ্জায় যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল না। গির্জ্জায় সমবেত সঙ্গীত ও বাইবেলের বচনগুলি শুনিতে এবং প্রভাত-প্রার্থনায় যোগদান করিতে তাহার বড়ই ভাল লাগিত। তাহার এই অন্তরের সঙ্গীত-লিপ্সা সে লাভ করিয়াছিল তাহার সঙ্গীত-মুখরা মায়ের নিকট হইতে। উহা এতই তীব্র ছিল যে, সামান্যতম সঙ্গীতও তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে এরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করিত যে, তাহার মনে হইত, যেন এই বুঝি তাহার বক্ষ-কন্দর হইতে হৃৎপিণ্ডখানা বাহির হইয়া আসে!

গ্রাম্য ছোকরাদের উপদ্রব এবং প্রতিবেশীদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি এড়াইবার জন্য ঘণ্টা বাজিবার পুর্ব্বেই সে গির্জ্জাভিমুখে যাত্রা করিল। গির্জ্জায় পৌঁছিয়া সে গ্যালারির সব চেয়ে পিছনের সারিতে—যেখানে বৃদ্ধ নর-নারীরা উপবেশন করে—সেখানে আসন গ্রহণ করিল।

দুই বা তিনটির ছোট ছোট দলে গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহার সম্মুখের সারিগুলিতে দণ্ডায়মান হইল। আধ মিনিটখানেক তাহারা এমনভাবে মাথা নীচু করিয়া রহিল যে, মনে হইল, যেন কত তাহারা প্রার্থনা করিতেছে! কিন্তু আসলে তাহারা কোন প্রার্থনাই করিতেছিল না। তারপর আসন পরিগ্রহণ করিয়া তাহারা এদিক ওদিক তাকাইতে সুরু করিল। যখন প্রার্থনা-সঙ্গীত সুরু হইল, সে দেখিল যে, তাহারই একটি প্রিয় সঙ্গীত গাওয়া হইতেছে। সঙ্গীতটির নাম Langdon। কিন্তু সে উহার নাম জানিত না, যদিও অনেক বারই সে উহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছে। সঙ্গীতটি শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্তে একটা এলোমেলো চিন্তাস্রোত বহিতে আরম্ভ করিল। ভাবিতে লাগিল, কি বিচিত্র এবং ঐশী ঐ সঙ্গীত-রচয়িতার শক্তি! তিনি আজ মরজগতে নাই। তথাপি সঙ্গীতের সুরধারা সৃষ্টি করিয়া তিনি এমন একটি বালিকার হৃদয়কে আবেগ-আন্দোলিত করিতে পারিয়াছেন, যে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই বা যে কোন দিন তাঁহার ব্যক্তিত্বের সন্ধানও পাইবে না।

প্রার্থনা ও সঙ্গীতের ফাঁকে ফাঁকে সমবেত লোকজনেরা পুনরায় এ দিক ও দিক তাকাইতে লাগিল। হঠাৎ জন-কয়েকের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্র তাহারা অস্ফুট কণ্ঠে কি সব বলাবলি সুরু করিল। তাহারা যে তাহার সম্বন্ধেই বলাবলি করিতেছে এবং প্রসঙ্গটা যে কি, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ফলে স্থির করিল, ভবিষ্যতে আর কোন দিন গির্জ্জায় আসিবে না। যে-কক্ষটিতে সে ভাই-ভগিনীগণসহ শয়ন করিত, আজ তাহাই তাহার আত্ম-গোপনের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইল। এখানে, মাত্র কয়েক বর্গ গজ খোড়ো চালের তলে বসিয়া সে প্রকৃতির বিচিত্র পট-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত। দেখিত, বাতাস হু হু শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, তুষার-কণায় পথ-ঘাট, বৃক্ষ-লতা, ঘর-বাড়ী সব কিছু ঢাকিয়া গেল। অবিশ্রান্ত বারিপাত, বর্ণ-সমারোহময় সূর্য্যাস্ত, ধীরে ধীরে চন্দ্রের পূর্ণতা-প্রাপ্তি কোন কিছুই তাহার সতৃষ্ণ ও সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। এত কম সে ঘরের বাহিরে আসিত যে, সকলেরই ধারণা জন্মিয়া গেল যে, সে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে যখন বিশ্বজগৎ তমসায় অবলুপ্ত হইয়া যাইত, তখন সে চুপে চুপে বাহিরে আসিত। অন্ধকারময় বনভূমিতে আসিলেই সে যেন একটু কম একাকীত্ব বোধ করিত। আসন্ন সন্ধ্যার যে পরম ক্ষণটিতে আলো ও আঁধারের শুভ পরিণয় হয়, ফলে দিবসের বন্ধন-ভয় ও রাত্রির উৎকণ্ঠা কিছুই আর থাকিতে পায় না, বরং তৎপরিবর্ত্তে একটা পরিপূর্ণ মানসিক স্বাধীনতার অবকাশ ঘটে—সেটির আগমন-বার্ত্তা সে নিখুঁত ভাবে ধরিতে পারিত। কেবল মাত্র তখনই তাহার মনে হইত, যেন বাঁচিয়া থাকার দুর্ব্বিষহ যাতনা অনেকটা লাঘব হইয়া গিয়াছে। রাত্রির ছায়ামূর্ত্তিতে আর তাহার ভয় হইত না। তাহার একমাত্র লক্ষ্য থাকিত, কেমন করিয়া মনুষ্য-সমাজ বা সেই বিশ্ব-সংসার হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিবে, যাহা বহু লক্ষ কোটি জীব ও বস্তুর সমাবেশের সমষ্টি। তাহার মনে হইত, সমষ্টিগত ভাবে এই বিশ্ব কি বিরাট, কি ভয়ঙ্কর কিন্তু যাহাদের লইয়া তাহা গঠিত, তাহারা কত তুচ্ছ, কত অসহায়!

নির্জ্জন পাহাড় ও উপত্যকা-শ্রেণীতে তাহার ঐ অতি ধীর ও শান্ত বিহরণ নিসর্গ-প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার নির্ব্বাক ও লতার মত ছন্দায়িত তনুখানি ঐ নৈশ দৃশ্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া

গিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার আজগুবি কল্পনা নৈসর্গিক ঘটনাবলীকে এমন ভাবে বাড়াইয়া তুলিত যে, তাহার মনে হইত, তাহারা যেন তাহারই জীবন-কাহিনীর একটা অংশ। ক্রমে, যাহা নিছক কল্পনা ছিল, তাহা যেন সত্যে পরিণত হইল। কেননা এই বিশ্বটা আমাদের মনেরই সৃষ্টি ছাড়া আর কি! বহির্জগত আমাদের মনোজগতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহাই ত তাহার আসল রূপ! তাই গহন রাত্রির ঝড়-ঝঞ্ঝা যখন দৃঢ়-দল কোরকপুঞ্জ এবং শীতের পত্রহীন বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া খরবেগে বহিয়া যাইত, তখন তাহার মনে হইত, উহা আর কিছু নয়, তাহারই প্রতি প্রকৃতির কঠিন ভৎর্সনা। আবার যখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামিত, তখন বৃষ্টি-স্নাত দিবসটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইত, উহা যেন তাহারই দুঃখে-দুঃখিত কোন শোকার্ত্ত আত্মার করুণ ক্রন্দন! কে ঐ দেবতা? তিনি কি তাহার শৈশবের কল্পনার ভগবান অথবা অপর কেহ? কিছুই সে বুঝিতে পারিত না।

এই যে আত্ম-চরিত্র-চিত্রন ইহা টেসের কল্পনারই একটা দুঃখ ও ভ্রান্তিজনক সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার ভিত্তি-ভূমি ছিল বহু কুসংস্কার, যাহার মধ্যে সে নানা প্রতিকূল ছায়া-মূর্ত্তি ও শব্দের দর্শন ও শ্রবণ লাভ করিত। এই ভাবে স্বকপোল-কল্পিত নৈতিক-মেঘলোকচারী অপদেবতাগণের দ্বারা সে বিনা কারণেই নিপীড়ন ভোগ করিতেছিল। বস্তুতঃ যদি কেহ এই বাস্তব জগতের সহিত বেসুরা হইয়া থাকে, সে তাহারাই হইয়াছিল—সে নয়। লতা-গুল্ম-শাখে বিনিদ্রিত বিহগকুলের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রান্তরে ক্রীড়া-চঞ্চল কাঠবিড়ালিগুলির নৃত্য দেখিতে দেখিতে অথবা বিহঙ্গকূজিত-তরু-শাখার তলে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মনে হইত, সে যেন মূর্ত্তিমতী অপরাধ, এই নিষ্পাপের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাহার শান্তি ভঙ্গ করিতেছে। তাই যেখানে কোন পার্থক্যের অস্তিত্ব ছিল না, সেখানেও সে বিভেদের সন্ধান পাইত। এই ভাবে নিজেকে ঐ রাজ্যের বিঘ্ন-চারিণী কল্পনা করিয়া সে যেন স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হৃদয়ে শান্তি পাইতেছিল। একটা সর্ব্বজন-স্বীকৃত সামাজিক আইন লঙ্ঘন করিয়া নিঃসন্দেহে সে অপরাধী হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে রাজ্যে সে নিজেকে বেসুরা ও অবাঞ্ছনীয় মনে করিতেছে, সে রাজ্যের কোন আইনই সে ভঙ্গ করে নাই।

…চৌদ্দ…

আগষ্টের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত। উপত্যকা ও লতা-গুল্মের অভ্যন্তরে সঞ্চিত ঘনীভূত নৈশ বাষ্পরাশি নবোদিত সূর্য্যের উষ্ণ কিরণ সম্পাতে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন মেষ-লোমপুঞ্জের আকার ধারণ করিতেছিল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তাহারা শুষ্ক হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

চতুর্দ্দিকস্থ কুয়াশার জন্য সূর্য্যকে একটা অদ্ভুত-দর্শন চেতনাশক্তি-সম্পন্ন জীব বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহার আকৃতিতে এমন একটা ব্যক্তিত্বের চিহ্ন প্রকাশমান ছিল, যাহার জন্য তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে গেলে পুং-সর্ব্বনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সর্ব্ব প্রকার জন-মানব-বর্জ্জিত ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সূর্য্যের বর্ত্তমান প্রকাশ মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাচীন যুগের সূর্য্যোপাসনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঐ দৃশ্য অবলোকনে মনে হয়, ঐ সূর্য্য যেন স্বর্ণকেশ, জ্যোতির্ম্ময়, স্নিগ্ধনয়ন কোন দেবকল্প প্রাণী, যিনি যৌবনের আগ্রহ ও কামনায় পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর পৃথিবীও যাহার আকর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

অল্প ক্ষণের মধ্যেই তাহার জ্যোতির্ধারা মৃন্ময় কুটীরগুলির খড়খড়ির ছিদ্র-পথে প্রবেশ করিয়া কাবোর্ড, চেষ্ট, ড্রয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্রের উপর অগ্নি-লোহিত লৌহ-শলাকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল এবং যে সকল ক্ষেত-মজুরের তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, তাহাদের জাগরিত করিয়া দিল।

কিন্তু ঐ প্রভাতের সমস্ত কিছুর লালিমাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল এক জোড়া বিস্তৃত কাষ্ঠ-ফলকের গভীর রক্তিমা। মারলট গ্রামের সন্নিহিত হরিৎ শস্যক্ষেত্রের এক প্রান্তে ঐগুলি মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐ দুইটি এবং নীচের আরও দুইটি কাষ্ঠ-ফলক মিলিয়া শস্য-কর্ত্তন যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান Maltese cross গঠন করিয়াছিল। যাহাতে আজ সকাল হইতেই যন্ত্রটিকে কাজে লাগান যায়, এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় উহাকে ক্ষেতে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। যন্ত্রটির লাল রং সূর্য্যালোকে এরূপ গাঢ় দেখাইতেছিল যে, মনে হইতেছিল, যেন উহাকে গলিত অগ্নিতে নিমজ্জিত করা হইয়াছে।

ক্ষেতটিকে ইতিপূর্ব্বেই উন্মুক্ত করা হইয়াছিল; অর্থাৎ ঘোড়া এবং যন্ত্র যাইতে পারে, এরূপ কয়েক ফিট চওড়া রাস্তা ক্ষেতের চারিধারের পক্ক গাছগুলিকে হাতে কাটিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছিল।

দুইটি দল—একটি পুরুষ এবং বালকদের, অপরটি নারীদের—ঐ রাস্তায় আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা এমন সময়টিতে ক্ষেতে আসিয়া দাঁড়াইল, যখন সবে মাত্র পূর্ব্বদিকস্থ লতা-গুল্মের ছায়া পশ্চিমদিকস্থ লতা-গুল্মের মধ্যভাগ স্পর্শ করিতে সুরু করিয়াছে। ফলে তাহাদের মস্তকে প্রভাত সূর্য্যের অরুণালোক পতিত হইলেও পদতলের শিশির-সিক্ত মৃত্তিকা তখনও শুষ্ক হইয়া উঠে নাই। নিকটতম ফটকের কাছে যে দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ ছিল, একটু পরেই তাহার আড়ালে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

অল্প ক্ষণের মধ্যেই কীট-পতঙ্গের প্রেম-নিবেদনের টিক টিক শব্দের মত এক প্রকার শব্দ ক্ষেত হইতে উত্থিত হইতে লাগিল; অর্থাৎ বুঝা গেল, যন্ত্রটি চলিতে সুরু করিয়াছে। তিনটি ঘোড়া এবং পূর্ব্বোল্লিখিত জীর্ণ যন্ত্রটিকে ফটকের উপর দিয়া দৃষ্টিগোচর হইল। একটি ঘোড়ার উপর চালক বসিয়াছিল, আর যন্ত্রটির উপর বসিয়াছিল তাহার সহকারী। ক্ষেতের এক পাশ ধরিয়া ঘোড়া, যন্ত্র এবং লোকজন চলিল। যান্ত্রিক কর্ত্তকটির বাহুগুলিও ধীরে ধীরে ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা পাহাড়ের আড়ালে লুকাইয়া গেল। মিনিট খানেকের মধ্যে তাহারা ক্ষেতের অপর পার্শ্বে আসিয়া হাজির হইল। কর্ত্তিত গাছগুলি মাড়াইয়া পুরোবর্ত্তী ঘোড়াটি আগাইয়া আসিতেই প্রথমে তাহার কপালস্থিত পিত্তল-নির্ম্মিত তারকাটি, পরে যন্ত্রটির উজ্জ্বল বাহু দুইটি, সর্ব্বশেষে সমস্ত যন্ত্রটি দৃষ্ট হইল।

প্রত্যেক পরিবেষ্টনান্তে ক্ষেতের চারি ধারের সঙ্কীর্ণ পথটি বিস্তৃততর হইতে লাগিল। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, দণ্ডায়মান পক্ক শস্য-পূর্ণ ক্ষেতটি ততই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। কাঠবিড়ালি, খরগোস, সাপ, ইঁদুর প্রভৃতি জীব-জন্তুরা প্রাণভয়ে দ্রুত অভ্যন্তর-ভাগে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের ঐ আশ্রয় কত ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু যে তাহাদের প্রতীক্ষায় আছে, ইহা কিন্তু তাহারা টের পাইল না। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আশ্রয় যতই ভীষণ ভাবে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, ততই তাহারা শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে এক জায়গায় গাদাগাদি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। অবশেষে যখন শেষ কয়েক গজ ক্ষেত্রের শস্য-কর্ত্তন সমাধা হইল, তখন মজুরেরা ছড়ি এবং ইট-পাথর ছুড়িয়া তাহাদের প্রত্যেকটিকে মারিয়া ফেলিল।

কর্ত্তনান্তে কর্ত্তন-যন্ত্রটি ক্ষেত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে অল্প অল্প স্থানের ব্যবধানে স্তূপীকৃত কর্ত্তিত শস্য আঁটি বাঁধিবার অপেক্ষায় পড়িয়া

রহিল। পিছনে আঁটি বাঁধিবার জন্য যে দলটি ছিল, তাহারা আসিয়া তৎপরতার সহিত আঁটি বাঁধিতে সুরু করিল। এই দলটির অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তবে পুরুষ যে একেবারে ছিল না, তাহা নয়। ছাপা-কাপড়ের সার্ট এবং ট্রাউজার পরিহিত কয়েক জন পুরুষও ছিল। চামড়ার ফিতায় ট্রাউজার আঁটা ছিল বলিয়া পিছনের বোতামগুলি কোন কাজে লাগিয়াছিল না। তাহারা যতই এদিক ওদিক নড়িতেছিল, ততই সূর্য্যালোকে ঐগুলি ঝক ঝক করিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন তাহাদের প্রত্যেকের পিঠে এক জোড়া করিয়া চোখ গজাইয়াছে।

কিন্তু এই বাঁধাই-দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল মেয়েরা। বস্তুতঃ নারী যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া বিরাজ করে, তখনই সে এবম্বিধ মোহিনী শক্তির অধিকারিণী হয়। অন্য সময়, যখন সে বাহির হইতে আমদানী-করা বস্তুর মত স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অবস্থান করে, তখন কিন্তু এমনটি ঘটে না। বস্তুতঃ পুরুষ যখন ক্ষেতে কাজ করে, তখন তাহার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না। কিন্তু নারী যখন ক্ষেতে কাজ করে, তখন সে ক্ষেতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া দাঁড়ায়। কোন না কোন কারণে সে তাহার নিজের সত্তার সীমা-রেখা হারাইয়া ফেলে। তারপর চতুষ্পার্শ্বস্থ আবেষ্টনীর সার-ভাগ গ্রহণ করিয়া নিজেকে তাহাতে বিলীন করিয়া দেয়।

বাঁধাই-দলটির মেয়েগুলি—তাহাদিগকে বালিকা বলাই সমীচীন, কেননা তাহাদের অধিকাংশই ছিল তরুণী—লম্বা লম্বা ঝালর-সম্বলিত সুতার বনেট এবং হাতে দস্তানা পরিয়াছিল। প্রথমটি পরিবার উদ্দেশ্য ছিল প্রখর সূর্য্যতাপ হইতে আত্মরক্ষা করা, আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে কর্ত্তিত শস্যাগ্র-ভাগে হস্তাঙ্গুলি ক্ষত বিক্ষত না হয়। মেয়েগুলির মধ্যে একটি মেয়ে অল্প লালাভা যুক্ত জ্যাকেট, একটি মেয়ে ক্রিম রং-এর শক্ত হাতা গাউন, আর একটি মেয়ে কর্ত্তন-যন্ত্রের বাহুগুলির মত গভীর লাল রংএর পেটিকোট পরিধান করিয়াছিল। অন্যরা—ইহাদের অধিকাংশই বয়স্কা নারী—ক্ষেত-মজুরানীদের চিরাচরিত এবং যথোপযুক্ত বাদামী রং-এর পোষাক পরিধান করিয়াছিল। আজিকার এই প্রভাতে সকলের চক্ষু যাহার প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিবদ্ধ হইতেছিল, সেটি ঐ লালাভা রং এর সুতার জ্যাকেট পরা মেয়েটি। দলের মধ্যে তাহারই দেহটি ছিল সর্ব্বাপেক্ষা লীলায়িত ও সুঠাম। কিন্তু তাহার বনেটের গলার ঝালর এমন ভাবে তাহার কপালের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল

যে, যত ক্ষণ সে আঁটি বাঁধিতে ব্যস্ত ছিল, তত ক্ষণ কেহ তাহার মুখাবয়ব দেখিতে পাইতেছিল না। তবে গাউনের ঝালরের নীচে লম্বমান দুই এক গাছি গভীর সোনালী রং-এর চুল হইতে তাহার গাত্র-বর্ণ আন্দাজ করা যাইতেছিল। সে যে মাঝে মাঝে তাহার পুরুষ সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার কারণ সম্ভবতঃ সে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে নাই। অথচ তাহার সঙ্গিনীরা প্রায়ই এ দিক ও দিক তাহাদের দিকে চাহিতেছিল।

ঘড়ির কাঁটার চলার মধ্যে যেমন কোন বৈচিত্র্য থাকে না, তেমনই যন্ত্রের মত এই মেয়েটি আঁটি বাঁধিয়া চলিয়াছিল। একটি আঁটি বাঁধা শেষ হইলে সে উহার প্রান্তভাগ বাম হাতের তালুতে ঠুকিয়া সমান করিয়া লইতেছিল। তারপর নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সামনে একটু আগাইয়া যাইয়া প্রেমিক যেমন করিয়া প্রেমাস্পদকে আলিঙ্গন দান করে, তেমনই ভাবে শস্য-স্তূপের নীচু দিয়া বাম হাত গলাইয়া, অপর দিক দিয়া ডান হাত বাড়াইয়া শস্যগুলিকে কোলের কাছে টানিয়া আনিতেছিল। তারপর যাহা দিয়া আঁটি বাঁধিতেছিল, সেই শস্যগাছির দুই প্রান্ত একত্র করিয়া গাঁট বাঁধিবার জন্য আঁটিটার উপর হাঁটু মুড়িয়া বসিতেছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাতাসে বিশ্রস্ত গাউনের প্রান্তভাগকে মাঝে মাঝে সংযত করিতেছিল। দস্তানার চামড়ার তৈয়ারী হাতবন্ধ এবং গাউনের হাতার মধ্যে তাহার নগ্ন বাহুর কিয়দংশ মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই কর্ত্তিত শস্যাগ্রভাগের ঘর্ষণে তাহার হস্তের নারীসুলভ মসৃণতা নষ্ট হইয়া তথা হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল।

কখনও অসংলগ্ন বস্ত্রখণ্ডকে বাঁধিবার জন্য কখনও বা কুঞ্চিত বনেটকে সরল করিবার জন্য, কখনও বা বিশ্রামের জন্য সে মাঝে মাঝে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতেছিল। তখনই কেবল এই সুশ্রী তরুণী মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি, গভীর কালো চোখ এবং দীর্ঘ অলকগুচ্ছ লোকের চোখে পড়িতেছিল। চুলগুলি এমনভাবে দুলিতেছিল যে, মনে হইতেছিল, যেন যাহাকেই সম্মুখে পাইবে, তাহাকেই তাহারা জড়াইয়া ধরিবে। সাধারণ পল্লীবালার যাহা হইয়া থাকে, তাহাপেক্ষা এই মেয়েটির গণ্ডদ্বয় অপেক্ষাকৃত বিবর্ণ, দন্তরাজি অধিকতর সুসম্বদ্ধ এবং রক্তাধর দুইটি অপেক্ষাকৃত পাতলা ছিল।

মেয়েটি আর কেহ নয়, আমাদের টেস ডারবিফিল্ড। তাহাকে ডি, আরবারভাইলও বলা যাইতে পারে। তাহার কিছুটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একই বটে কিন্তু ঠিক একই ও নয়। এক্ষণে তাহার জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় সে এখানে অপরিচিতা ও বিদেশিনীর ন্যায় বাস করিতেছে, যদিও এই স্থান তাহার কাছে কিছু মাত্র অপরিচিত নয়। দীর্ঘকাল নির্জ্জন বাসের পর এত দিনে সে তাহার আপন জন্মভূমিতে ক্ষেত-খামারের কাজ করিতে বাহির হইয়াছে। কৃষি-জগতে সারা বৎসরের মধ্যে এই সময়টাই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যস্ততাময় ও কর্ম্ম-মুখর। ঘরে থাকিয়া এত দিন সে যাহা রোজগার করিতেছিল, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাহাপেক্ষা বেশী পাইবার আশায় সে ক্ষেত-মজুরের কাজ গ্রহণ করিয়াছে।

অন্যান্য মেয়েদেরও নড়াচড়া ও চলাফেরা টেসের মতই ছিল। এক একটি আঁটি বাঁধিয়া সমস্ত মেয়েগুলি যখন ঐগুলিকে একত্র জমায়েৎ করিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল, যেন তাহারা নৃত্য-চক্র রচনা করিয়াছে। এই ভাবে দশ বারটি আঁটি একত্র করিয়া এক একটি বোঝা তৈয়ারী হইতেছিল।

শ্রমিকেরা প্রাতর্ভোজনে গেল এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। আবার কাজ-কর্ম্ম পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল। ক্রমে ঘড়িতে এগারটা বাজে বাজে হইল। এই সময় যদি কেহ টেসকে লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত যে, সে দূরের পাহাড়-চূড়ায় ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে। অবশ্য তাই বলিয়া যে তাহার হাতের বিরাম ঘটিতেছিল, তাহা নয়। ঠিক এগারটার সময় কর্ত্তিত শস্যে আচ্ছাদিত গিরি-শৃঙ্গের উপর একদল নানা বয়সী—যথা ছয় হইতে চৌদ্দ পর্য্যন্ত বৎসরের—বালক-বালিকার মস্তক দৃষ্টিগোচর হইল।

তাহাদের দেখিবা মাত্র টেস ঈষৎ রাঙিয়া উঠিল কিন্তু তবুও কাজ বন্ধ করিল না।

আগন্তুক দলটির মধ্যে যেটি বয়োজ্যেষ্ঠ, সেটি ছিল একটি বালিকা। তাহার গায়ে একটা ত্রিকোণাকারে ভাজ-করা শাল ছিল। শালটির দুইটি কোণা মাটিতে লুটাইতেছিল। বালিকাটির কোলে দীর্ঘ পোষাকাচ্ছাদিত একটি শিশু ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে, সেটি শিশু নয়, যেন একটি পুতুল। আর একটির হাতে ছিল কিছু আহার্য্য। মজুরেরা কাজ বন্ধ করিয়া যে যাহার আহার্য্য লইয়া শস্যের বোঝায় ঠেস দিয়া

বসিল। তারপর আহারে ব্যাপৃত হইল। একটা পাথরের তৈয়ারী কলস দিলদরিয়া ভাবে পুরুষগুলির হাতে এ দিক ও দিক ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। তাহা হইতে প্রত্যেকে আপন আপন পেয়ালা পানীয়তে ভরিয়া লইল।

দলের মধ্যে যাহারা সর্ব্ব শেষে কাজ বন্ধ করিয়াছিল, টেস ডারবিফিল্ড তাহাদের একজন। সে একটা বোঝার এক প্রান্তে উপবেশন করিল। সর্ব্বক্ষণই সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল; এক বারের জন্যও সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। সে বসিলে কাঠবিড়ালির চামড়ার টুপি-পরা এবং বেল্টে লাল রুমাল-গোঁজা একটি পুরুষ শ্রমিক তাহার দিকে তাহার ale-এর (এক প্রকার মদ্য) পেয়ালাটি বাড়াইয়া দিল। কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। তাহার আহার্য্য সাজান হইতেই সে বড় বালিকাটিকে ডাকিয়া শিশুটিকে তাহার কোল হইতে গ্রহণ করিল। বালিকাটি বোঝা নামাইয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল এবং আর একটি বোঝার কাছে, যেখানে তাহার ভাইবোনরা খেলা করিতেছিল, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। টেস অদ্ভুত চুপে চুপে অথচ অসঙ্কোচে এবং সাহসের সহিত ফ্রকের বোতাম খুলিয়া শিশুটিকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। স্তন্যপান করাইতে করাইতে তাহার গণ্ডদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল।

যে-সব পুরুষ তাহার অতি নিকটে বসিয়াছিল, তাহারা অনুকম্পা করিয়া মাঠের অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। কেহ কেহ ধূমপান করিতে লাগিল। আর এক জন অন্যমনস্ক চিত্তে কলসটিকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল কিন্তু তাহা হইতে আর এক ফোঁটাও পড়িল না দেখিয়া আপসোস করিতে লাগিল। টেস ছাড়া অপর সব মেয়েরা কথাবার্ত্তায় মাতিয়া উঠিল এবং নিজেদের অবিন্যস্ত কেশ-পাশ পুনরায় বাঁধিতে লাগিল।

শিশুটির স্তন্যপান শেষ হইলে তরুণী মা তাহাকে কোলের উপর খাড়া ভাবে বসাইয়া দিয়া সুদূর দিগন্তপানে এমন একটা বিষাদময় ঔদাসীন্যের সহিত নিষ্পলকে তাকাইতে তাকাইতে তাহাকে নাড়াচড়া করিতে লাগিল, যাহাকে গভীর বিতৃষ্ণাই বলা যাইতে পারে। তারপর সহসা তাহাকে উন্মত্তের মত চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ঐ চুম্বনের দৃশ্য দেখিয়া মনে হইবে, যেন সে আর থামিবে না। শিশুটি এই চুম্বনের তীব্রতা সহিতে পারিল না, তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ঐ চুম্বনে ছিল কামনা ও ঘৃণার বিচিত্র সংমিশ্রণ।

লাল পেটিকোট-পরা মেয়েটি মন্তব্য করিল ‘সত্যিই ছেলেটাকে সে খুব ভালবাসে, যদিও এমন ভাব দেখায়, যেন সে তাকে কত ঘৃণা করে! আবার কখনও কখনও মুখে বলে যে, তাদের দু জনেরই যদি মৃত্যু হোত, তাহলে তা সুখেরই হোত।’

আর এক জন বলিল ‘এ রকম বলা সে শীঘ্রই ছেড়ে দিবে। ভগবান! কেমন করে যে এই দেহটা এক দিন সব কিছুই সইতে শিখে, ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়!’

‘স্বেচ্ছায় যে সে এই দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনেছে, তা নয়। শুধু অনুনয়-বিনয়েতেও এ ঘটনা ঘটে নি। তার চেয়েও বেশী কিছুর প্রয়োজন হয়েছিল। অনেকের কাছে শুনেছি, গত বৎসর এক রাত্রে চেজ বনেতে তারা একটি মেয়ের বুক-ফাটা কান্না শুনেছে। সময় মত লোকজন এসে গেলে হয়ত এমনটি হতে পারত না।’

‘বেশীই হোক, আর কমই হোক, আর কারুর অদৃষ্টে না ঘটে, তারই অদৃষ্টে যে ঘটল—এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক আর কি হতে পারে! যাদের রূপ আছে, সংসারে তাদের অদৃষ্টেই এমনটি ঘটে। আর যাদের রূপ নেই, তারা গির্জ্জার মতই নিরাপদ—না জেনি?’ এই বলিয়া বক্তা যে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল—নিছক দুষ্ট বুদ্ধির বশেই যে তাহাকে রূপহীনা বলা হইয়াছিল, তাহা নয়।—প্রকৃতই তাহার রূপের বালাই ছিল না।

সত্যই মর্ম্মান্তিক; টেসের ফুল্ল কুসুমের মত মুখখানি ও গভীর আয়ত চোখ দুইটির পানে চাহিয়া অতি বড় শত্রুর প্রাণেও করুণার উদ্রেক হইবে। ঐ চোখ দুইটির রং না ছিল কালো, না ছিল নীল, না ছিল পাংশু, না ছিল বেগুনী। তাহার অক্ষিতারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইত, সেখানে শুধু ঐ রংগুলির ছায়া নয়,—ছায়ার পশ্চাতে ছায়া, রং-এর ওপারে রং—শত শত রং-এর খেলা চলিয়াছে। কি গভীর, কি অতল সেই চোখ দুইটি! চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ অনবধানতা ছাড়া—যাহা সে তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে জন্মগতভাবে লাভ করিয়াছিল—সে ছিল একটি আদর্শ নারী।

অনেক দিনের পর এই প্রথম সে ক্ষেতে ও খামারে কাজ করিতে আসিয়াছিল। যেদিন সে স্থির করিল যে, ঘরের মধ্যে নিজেকে আর আবদ্ধ না রাখিয়া ক্ষেতে কাজ করিতে যাইবে, সেদিন সে নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই বিস্মিত হইয়াছিল। কিছু কাল নির্জ্জন বাসের ফলে যখন তাহার দুর্ব্বল

হৃৎপিণ্ডখানি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আসিল, তখন তাহার এই সুবুদ্ধিটুকুর উদয় হইল। তাহার মনে হইল, যদি সে নিজেকে পুনরায় সংসারের কাজে লাগাইতে পারে, বা যে কোন মূল্যে নূতন করিয়া স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করিতে পারে, তাহা হইলে সে বিবেচনার কার্য্যই করিবে। অতীত অতীতই। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন প্রতিকার নাই। ইহার পরিণাম যাহাই হউক না কেন, এক দিন কাল তাহার উপর বিস্মৃতির যবনিকা টানিয়া দিবে। বৎসর কয় পরে এমন মনে হইবে, যেন ঐ সব ঘটনা তাহার জীবনে কোন দিন ঘটেই নাই। সে মরিয়া যাইবে, তাহার সমাধিস্থল নব ঘন শ্যাম দূর্ব্বাদলে ঢাকিয়া যাইবে। সকলেই তাহার কথা ভুলিয়া যাইবে। কই তাহার জীবনের এই চরম দুর্ব্বিপাকের পর গাছের পাতা ত শুকাইয়া যায় নাই! আগের মতই সবুজ রহিয়াছে। পাখীর কণ্ঠে গান ত বন্ধ হয় নাই! আজিও তাহারা আগের মতই গান গায়। সূর্য্যের জ্যোতিঃ ত নিষ্প্রভ হইয়া যায় নাই! আজিও তাহা প্রতিদিন পুর্ণ গৌরবে উদিত হয়। বস্তুতঃ তাহার শোকে ও দুঃখে পরিচিতা ধরণী ত কিছু মাত্র ম্লান বা বিধুর হইয়া উঠে নাই। তবে কেন সে এত ভাবিয়া মরিতেছে!

তাহার এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ার কারণ, লোকে তাহার সম্বন্ধে কি ভাবিবে, সে সম্বন্ধে তাহার অহর্নিশ চিন্তা। অথচ একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাইত, উহার মত ভ্রান্তি আর কিছুই নাই। বস্তুতঃ নিজের কাছে ছাড়া অপর কাহারও কাছে তাহার অস্তিত্ব বলিয়াই কিছু ছিল না। তাহার কাহিনী, তাহার বেদনা ও কামনার খবর সে ছাড়া আর কে রাখিত! বাহিরের লোকজনের চিত্তে তাহার অস্তিত্ব ছিল ছায়ার মত অলীক ও সতত সঞ্চরমান। এমন কি যাহাদের সে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া মনে করিত, তাহারাই বা কত ক্ষণ তাহার কথা চিন্তা করিত! সে যদি সমস্ত দিনরাত আপনার দুঃখে আপনি মশগুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিতে পারিলে বড় জোর তাহারা এইটুকু বলিবে 'টেসটা বড়ই দুঃখী।' আর যদি সে সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে দুই হাতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্রফুল্ল হইবার চেষ্টা করে, যদি দিবালোকে, ফুলে-ফলে এবং ঐ শিশু পুত্রটির মধ্যে সান্ত্বনা ও আনন্দের সন্ধান করে, তাহা হইলে হয়ত তাহারা বলিবে 'যাই হোক, টেসটা সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।' তাহা ছাড়া সে যদি একটা জনহীন মরুদ্বীপে নির্ব্বাসিতা হইত, তাহা হইলে তাহার জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য

কি নিজেকে সে এত হতভাগিনী মনে করিত ? না, খুব বেশী হতভাগিনী মনে করিত না। কিংবা যদি এমন হইত যে, জন্মিয়াই দেখিল, পতিহীন জননী রূপেই সে পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং একটি নামহীন শিশুর মাতা ছাড়া আর তাহার কোন পরিচয় নাই, তাহা হইলে তাহার ঐ অবস্থায় কি সে মুহ্যমান হইয়া পড়িত ? না, তাহা হইত না। বরং তাহার ঐ নিয়তিকেই সে শান্ত ভাবে গ্রহণ করিত। শুধু তাহাই নয়, তাহাতেই সুখী হইবার চেষ্টা করিত। বস্তুতঃ তাহার অধিকাংশ দুঃখের মূলে ছিল সংসারের রীতি-নীতি সম্পর্কে তাহার নিজস্ব একটা ধারণা, অন্তরের অনুভূতি নয়।

যে-যুক্তিই সে অবতারণা করুক না কেন, এক প্রকার মানসিক শক্তি ও তেজের ফলেই যে সে পূর্ব্বের মত ফিটফাট পোষাকে ক্ষেত-খামারের কাজ-কর্ম্ম করিতে বাহির হইতে পারিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহা ছাড়া এই সময়টা শস্য-কর্ত্তনের জন্য লোকেরও খুব চাহিদা ছিল। এই সব কারণে সে নিজেকে কিছু মাত্র হীন মনে না করিয়া পরিপূর্ণ মর্য্যাদার সহিত সর্ব্ব সমক্ষে বাহির হইতে পারিয়াছিল। এমন কি, শিশু পুত্রটিকে কোলে করিয়া অসঙ্কোচে লোকজনের মুখোমুখি তাকাইতে তাহার কিছু মাত্র লজ্জা বোধ হয় নাই।

শস্য-কর্ত্তকেরা বোঝায় হেলান দেওয়া ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হস্ত-পদ প্রসারিত করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জড়তা দূর করিল। তারপর নিজ নিজ ধূমপানের কলিকাগুলি নিভাইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। বাঁধন-খুলিয়া-দেওয়া ঘোড়াগুলি এত ক্ষণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছিল। পুনরায় তাহাদিগকে লাল যন্ত্রটির সহিত যুতা হইল। টেস তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া শিশুটিকে লইবার জন্য বড় ভগিনীটিকে কাছে আসিবার ইঙ্গিত করিল। তারপর পোষাক আঁটিয়া, চামড়ার দস্তানা পরিয়া শেষ-বাঁধা আঁটি হইতে একটি গাছি টানিয়া লইয়া পরবর্ত্তী আঁটিটি বাঁধিবার জন্য পুনরায় ঝুঁকিয়া পড়িল।

অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকালের কর্ম্মসূচীরই একটানা পুনরাবৃত্তি চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া না আসা পর্য্যন্ত টেস শস্য-কর্ত্তকদলটির সহিত রহিল। তারপর বৃহৎ মাল-বোঝাই গাড়ীগুলির একটিতে চড়িয়া সকলের সহিত গৃহাভিমুখে রওনা হইল। একটি থালার মত বড় কিন্তু ঝাপ-পড়া চাঁদও যেন ধরাপৃষ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে তাহাদের সঙ্গী হইল। চাঁদটিকে দেখিলে মনে হয়, উহা যেন টাস্কেনী দেশীয় কোন সাধুর চিত্র, যাঁহার মস্তকের স্বর্ণপত্র-জ্যোতির্মণ্ডলটিকে পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে।

গাড়ীতে উঠিয়া টেসের নারী বন্ধুরা গান ধরিল। ঘরের সীমানা ছাড়িয়া সে যে আবার উন্মুক্ত জগতে আসিয়াছে, ইহাতে তাহারা সুখীই হইয়াছে। তাই তাহারা তাহার প্রতি বেশ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারই করিল। অবশ্য গানের মাঝে মাঝে তাহাকে লইয়া দুই একটা ছড়া কাটিতেও ছাড়িল না। ছড়াগুলির মর্ম্মার্থ এই :—একটি তরুণী আনন্দের সন্ধানে সবুজ বনভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু যখন সে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন সে আর সে নাই। বস্তুতঃ জীবনে যেমন ক্ষতি আছে, তেমনই আছে ক্ষতিপূরণও। দাঁড়ি-পাল্লার পাল্লাগুলি সব সময় একই অবস্থায় থাকে না। একটি যখন নামে, অপরটি তখন উঠে। এই নিয়মানুসারে, যে-ঘটনায় টেস সমাজের সকলের কাছে শিক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই আবার তাহাকে অনেকের কাছে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী করিয়া তুলিল। তাহাদের বন্ধুত্ব ও ও সৌহার্দ্দ্য তাহাকে তাহার নিজের নিকট হইতে যেন বহু দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। সঙ্গীদের প্রাণময়তা তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইল এবং সেও প্রায় তাহার চিত্তের অবসাদ ও বিষাদ কাটাইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহার নৈতিক দুঃখ-বেদনা যখন ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিতেছে, তখন আর এক নবতর দুঃখের মেঘ তাহার জীবনাকাশে উদিত হইল। এটি আসিল প্রাকৃতিক দিক হইতে। ইহা কোন সামাজিক নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না। বাড়ীতে ফিরিয়া সে শুনিল, অপরাহ্ণ হইতে তাহার শিশুটি গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এই সংবাদ তাহার বুকে শেলের মত বাজিল। শিশুটির স্বাস্থ্য এরূপ দুর্ব্বল ও ভঙ্গুর ছিল যে, এরূপ একটা পীড়া কিছু মাত্র অসম্ভব ছিল না। তথাপি সংবাদটিতে সে প্রচণ্ড আঘাত পাইল।

এই পৃথিবীতে আসিয়া শিশুটি যে সামাজিক অপরাধ করিয়াছিল, বালিকা-মাতা তাহার কথা এক রূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে যত বড় সামাজিক অপরাধ হউক না কেন, ইহাই ছিল তাহার আত্মার কামনা। টেসের শঙ্কাতুর মাতৃ-হৃদয় যতটা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহার চেয়েও সত্বর যে এই রক্ত-মাংসের ছোট্ট বন্দীটির মুক্তি আসন্ন, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। এই অতি নির্ম্মম সত্যটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সে অন্তহীন দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেল। ছেলেটি মরিয়া যাইবে বলিয়া যে তাহার এই দুঃখ, তাহা নয়। তাহার দুঃখের প্রকৃত কারণ এই যে, ছেলেটিকে দীক্ষিত করা হইল না।

টেসের মানসিক অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, নিষ্ঠুরতম শাস্তিকেও বিনা বাদ-প্রতিবাদে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে তাহার আর আপত্তি ছিল না। তাহার কৃত কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি যদি আজীবন তুষানল প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা হইলে সারা জীবন ধরিয়া সে তাহাই করিবে—ইহাই ছিল তাহার মনোভাব। সমস্ত পল্লীবালার মত সেও পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের (Holi Scripture) সহিত সুপরিচিত ছিল। উহাতে সন্নিবিষ্ট Aholah ও Aholibah-র কাহিনী সে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিল। ঐ সব কাহিনীর উপদেশ ও নীতি তাহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু যখন তাহার নিজের শিশুটি সম্বন্ধে একই প্রশ্ন উঠিল, তখন সে তাহাকে উহাদের সহিত এক করিয়া দেখিতে পারিল না। তাহার প্রাণসম-প্রিয় পুত্র মৃত্যু-পথযাত্রী, অথচ মৃত্যুর পর তাহার মুক্তি জুটিবে না—এই চিন্তায় তাহার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাত্রি তখন নিদ্রা যাইবার মত হইয়াছে। কিন্তু টেস শুইতে না যাইয়া ক্ষিপ্র পদে নীচে নামিয়া আসিয়া মাকে প্রশ্ন করিল, ধর্ম্মযাজককে সংবাদ দিবে কিনা। পিতা তখন সবে মাত্র রোলিভারের সরাইখানা হইতে সপ্তাহান্তিক মদ্যপান শেষে ফিরিয়াছেন। মদের নেশায় বুঁদ হইয়া তিনি তাঁহার অতীত বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে মশগুল। শুধু তাহাই নয়, টেস তাঁহার ঐ অমল ধবল বংশ-মর্য্যাদায় যে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও তিনি সহসা সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। তাই তিনি সরবে জানাইয়া দিলেন যে, কেহ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সংসারের খবর জানিয়া যাউক, ইহা তিনি অনুমোদন করেন না। বস্তুতঃ যে সময় তাহাদের গৃহের সংবাদাদি সর্ব্ব প্রযত্নে লুকাইয়া রাখা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন, তখনই সে এক জন বাহিরের লোককে গৃহে ডাকিয়া আনিতে চায়, ইহা ভাবিয়া তাহারও লজ্জা পাইল। একটু পরে পিতা দ্বারে তালাচাবি লাগাইয়া চাবিটি পকেটে পুরিলেন।

বাড়ীর সকলে শুইতে গেল। টেসও অতিশয় ব্যথিত চিত্তে বিছানা আশ্রয় করিল বটে কিন্তু চোখে তাহার ঘুম আসিল না। বার বার সে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রির মধ্যযামে সে লক্ষ্য করিল যে, শিশুটির অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাইতেছে। স্পষ্টই বুঝিল, নিঃশব্দে ও নিঃযন্ত্রণায় শিশুটি নিশ্চিত মৃত্যুর অভিমুখে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে।

যাতনা ও কষ্টে সে বিছানায় ছটপট করিতে লাগিল। ঘড়িতে গুরু গম্ভীর শব্দে একটা বাজিল। রাত্রির এই প্রহরে কল্পনা যুক্তির সীমানা ছাড়াইয়া

অসম্ভবের রাজ্যে বিচরণ করে। যত প্রকার ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা এই সময়ে পর্ব্বত-প্রমাণ বাস্তবের আকার ধারণ করে। তাহার মনে হইতে লাগিল, শিশুটিকে নরকের সর্ব্ব নিম্নতলে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হইয়াছে। ইহার কারণ, তাহার দ্বিবিধ অপরাধ। এক—তাহার দীক্ষা হয় নাই। দুই—তাহার অবৈধ জন্ম। আর সেখানে শয়তান রুটি-সেঁকার তেমুখো কাঁটার মত চিমটা দিয়া তাহাকে খোঁচাইতেছে। ইহা ব্যতীত এই খৃষ্টের দেশে অল্পবয়স্কদের কাছে নরকের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ও শাস্তির যে-সব বর্ণনা শোনান হয়, তাহার নানারূপ অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত চিত্রের কল্পনাও সে করিতে লাগিল। সুপ্তি-মগ্ন গৃহের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ সব ভয়াল ও লোমহর্ষণ চিত্র তাহার কল্পনাকে এমন সাংঘাতিক ভাবে আচ্ছন্ন করিল যে, তাহার পরিহিত পোষাক উদ্গত প্রবল ঘর্ম্মধারায় ভিজিয়া গেল এবং তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনে খাটিয়াটি যেন দুলিতে লাগিল।

শিশুটির পক্ষে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-হৃদয়ের উৎকণ্ঠাও বাড়িয়া চলিল। কেবল চুম্বন করিলে ও সতৃষ্ণ নয়নে মুখপানে চাহিয়া থাকিলে যে কোন উপকার দর্শিবে না, ইহা বুঝিতে টেসের বিলম্ব হইল না। আর সে বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিল না। বিছানা হইতে উঠিয়া কক্ষমধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা সুরু করিল।

সহসা সে আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল 'হে দয়াময় প্রভু, দয়া কর। আমার এই ছোট্ট শিশুটির প্রতি নির্দ্দয় হয়ো না। তোমার যত ইচ্ছা শাস্তি আমায় দাও। আমি তা মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু শিশুটিকে আমার দয়া কর।'

বাক্স-প্যাঁটরায় হেলান দিয়া বেশ কিছু ক্ষণ সে ঐরূপ অসংলগ্ন ভাবে ভগবানের চরণে করুণ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। তারপর হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—

'আঃ, হয়ত শিশুটিকে বাঁচান যেতে পারে! হয়ত এর ফল একই হতে পারে!'

এমন আশ্বাস ও বিশ্বাসের সহিত সে কথাগুলি বলিয়া উঠিল যে, মনে হইল, যেন চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকারের মধ্যে তাহার মুখখানি দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে।

সে একটি বাতি জ্বালিল। তারপর অপর বিছানা দুইটিতে শায়িত ছোট

ছোট ভাই-বোনগুলির কাছে যাইয়া তাহাদের জাগরিত করিল। তাহারা সকলেই একই ঘরে শয়ন করিত। তারপর হাত ধুইবার মঞ্চটি হাতের কাছে টানিয়া লইয়া পাত্র হইতে তাহাতে জল ঢালিল। ছোট ছোট ভাই-বোনদের হাঁটু মুড়িয়া বসাইয়া দুই হাত প্রার্থনার ভঙ্গীতে একত্র করাইল। ছেলে-মেয়েগুলির তখনও ভাল করিয়া ঘুম ভাঙ্গে নাই। তাহারা দিদির কার্য্যকলাপে ভীতিগ্রস্ত হইয়া সেই অবস্থায় বিস্ফারিত নয়নে তাহার পানে তাকাইতে লাগিল। তারপর শিশুটিকে বিছানা হইতে সন্তর্পণে কোলে তুলিয়া লইল। শিশু ত নয়—যেন শিশুর শিশু—এত খর্ব্বাকৃতি, এত অপুর্ণাঙ্গ যে, যে ইহাকে প্রসব করিয়াছে, তাহাকে মাতৃ আখ্যা দিতে লোকের বাধ বাধ ঠেকিবে। শিশুটিকে এক হস্তে ধারণ করিয়া সমুন্নত মস্তকে সে জলপাত্রটির পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। গির্জ্জায় করণিক যেমন করিয়া ধর্ম্মযাজকের সম্মুখে প্রার্থনা-গ্রন্থটি খুলিয়া ধরে, তেমনই ভাবে পরের বোনটি তাহার সম্মুখে প্রার্থনা-গ্রন্থটি খুলিয়া ধরিল। এই ভাবে টেস স্বীয় পুত্রের দীক্ষাদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

দীর্ঘ ও শুভ্র রাত্রির পোষাকে টেস যখন ঐ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা হইল, তখন তাহাকে অদ্ভুত রকমের উন্নতশীর্ষা ও মহিমাময়ী নারী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একটি আকটি-লম্বিত কৃষ্ণ বেণী দীর্ঘ রজ্জুর মত তাহার পৃষ্ঠে ঝুলিতে লাগিল। প্রখর সূর্য্যালোকে তাহার আকৃতি ও ভঙ্গিমার যে সব তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতি যথা—কব্জির ক্ষতরেখা, চক্ষের ম্লানিমা এবং গভীর নৈরাশ্য-জনিত মুখের কালিমা ধরা পড়িত, সবই স্তিমিত দীপশিখার অস্পষ্ট আলোকে ঢাকা পড়িয়া গেল। পক্ষান্তরে তাহার নব প্রচেষ্টার প্রেরণার আলোকে তাহার মুখখানি কলঙ্কহীন সৌন্দর্য্যের অপার আধারে রূপান্তরিত হইয়া গেল। তাহাতে এমন একটা মহিমার জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, যাহা কেবল মাত্র রাজ-রাজেশ্বরীদের মুখমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয়। ছোট ভাই-বোনেরা হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া ঘুমন্ত এবং লোহিত চক্ষে মিটি মিটি করিয়া তাকাইতে তাকাইতে রুদ্ধ বিস্ময়ে দিদির ঐ আয়োজন-পর্ব্ব অবলোকন করিতে লাগিল। শারীরিক অবসন্নতা হেতু তাহাদের ঐ বিস্ময় সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারিল না।

ভাই-বোনগুলির মধ্যে যেটির মনে টেসের কার্য্যকলাপ সবচেয়ে বেশী রেখাপাত করিয়াছিল সে জিজ্ঞাসা করিল—

'টেস, সত্যিই কি তুমি তাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করতে যাচ্ছ?'

বালিকা-মাতা সম্মতিসূচক উত্তর দিল।

'কিন্তু তার কি নাম দিবে স্থির করেছ?'

সত্যই সে এ সম্বন্ধে এত ক্ষণ কিছুই ভাবে নাই। সহসা Genesis গ্রন্থে উল্লিখিত একটি নাম তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল 'ওর নাম রাখব "দুঃখ"।' তারপর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল—

'দুঃখ, পরম পিতা, পরম পুত্র ও পবিত্র প্রেতাত্মার নামে তোমায় খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দিলাম।'

এই বলিয়া সে শিশুটির গাত্রে জল ছিটাইয়া দিল। কিছু ক্ষণের জন্য পুর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তারপর ভাই-বোনদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিল 'তোমরা "আমেন" বল।'

দিদির নির্দ্দেশ পালন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইল 'আমেন।'

টেস বলিয়া চলিল:

'আমরা এই শিশুটিকে গ্রহণ করিলাম।'—এইরূপ আরও অনেক কথা—'এবং ক্রশের দ্বারা তাহাকে চিহ্নিত করিয়া দিলাম।'

এই স্থানে সে জলপাত্রে হাত ডুবাইয়া তর্জ্জনীর দ্বারা একটা বৃহদাকার ক্রশ-চিহ্ন শিশুটির বক্ষে আঁকিয়া দিল। তারপর কেমন করিয়া সে পাপ, বিশ্ব-জগৎ এবং শয়তানের বিরুদ্ধে পৌরুষের সহিত সংগ্রাম করিবে, কেমন করিয়া আমৃত্যু প্রভুর বিশ্বস্ত সৈনিক ও ভৃত্যরূপে কার্য্য করিবে, সে সম্বন্ধে চিরাচরিত বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়া চলিল। এমন কি প্রভুর প্রার্থনাও যথারীতি সমাপন করিল। ভাইবোনরা জড়িত কণ্ঠে ঐ প্রার্থনায় যোগ দিল। তারপর প্রার্থনান্তে করণিক যেমন উচ্চ কণ্ঠে 'আমেন' বলে, সেইরূপ উচ্চ কণ্ঠে 'আমেন' উচ্চারণ করিয়া তাহারা নীরব হইল।

দীক্ষাদানের কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইতে ঐ পবিত্র অনুষ্ঠানটির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। অনুষ্ঠানান্তে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের যে রীতি আছে, তাহা পালন করিতে গিয়া সে তাহার হৃদয়ের অর্গল উন্মোচন করিয়া দিল। যখন টেসের বাক্যের সহিত অন্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হইত, তখন তাহার কণ্ঠস্বরে যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত-সুষমা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত, তাহা যে এক বার শুনিয়াছে, সে কদাপি তাহা ভুলিতে পারিবে না। সেই বিমোহিনী সুরে, ভয়শূন্য চিত্তে সে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন-পর্ব্ব সমাধা করিল।

ভগবানের প্রতি অতি গভীর বিশ্বাসের ফলে সে যেন তাহার সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার ঐ চেতন-হারা ধ্যানমগ্ন অবস্থা তাহাকে

দেবত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া দিল। উহা তাহার মুখমণ্ডলকে একটা স্বর্গীয় বিভূতি-মণ্ডিত করিয়া তুলিল এবং দুই গণ্ডের মধ্য স্থলে দুইটি রক্তলাল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। ক্ষুদ্র দীপশিখাটি তাহার অক্ষিতারকায় প্রতিবিম্বিত হইয়া হীরক খণ্ডের মত জ্বলিতেছিল। ছোট ছোট ভাইবোনরা ক্রমে তাহাকে অধিকতর শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাকে কোন কিছু প্রশ্ন করিবার মত প্রবৃত্তি তাহাদের আর রহিল না। তাহাদের মনে হইল, সে যেন আর তাহাদের সিসি দিদিটি নাই। পক্ষান্তরে অনেক বড়, অনেক বৃহৎ, অনেক গম্ভীর—এক কথায় দৈবী শক্তিসম্পন্ন অসাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার সহিত তাহাদের কোন সৌসাদৃশ্য নাই।

পাপ, এই বিশ্বজগৎ এবং শয়তানের বিরুদ্ধে কিন্তু বেচারী "দুঃখকে" বেশী দিন যুঝিতে হইল না। তাহার আয়ুদীপ ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। তাহার জন্মেতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হইবে, এই মৃত্যু তাহার পক্ষে মঙ্গলজনকই হইয়াছে। পর দিন প্রভাতে বিশ্বভুবন যখন নীলিমায় ঢাকা, তখন "দুঃখ" শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সকালে উঠিয়া যখন তাহার ভাইবোনরা জানিল যে "দুঃখ" আর বাঁচিয়া নাই, তখন তাহারা অঝোরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং টেস যাহাতে তাহাদিগকে ঐরূপ আর একটি শিশু উপহার দেয়, তাহার জন্য কাতর মিনতি করিতে লাগিল।

শিশুটিকে দীক্ষাদানের পর হইতে তাহার আচরণে ও ব্যবহারে যে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল, শিশুটির মৃত্যুতেও তাহা অক্ষুণ্ণ রহিল। দিবালোকে তাহার এমনও মনে হইতে লাগিল যে, তাহার পুত্রের আত্মার পরিণাম সম্বন্ধে তাহার আশঙ্কা কিয়ৎ পরিমাণে অতিরঞ্জিত এবং অহেতুকও বটে। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হউক, আর না হউক, বর্ত্তমানে তাহার মনে কোন অস্বস্তি ছিল না। ইহার কারণ, এই বলিয়া সে তাহার মনকে প্রবোধ দিয়াছিল যে, যদি তাহার দীক্ষাদানের কার্য্য ভগবানের মনঃপুত না হয় এবং সামান্য রীতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাহার শিশুপুত্রের স্বর্গে স্থান না জুটে, তাহাহইলে তাহার নিজের জন্যই হউক, বা তাহার শিশুপুত্রের জন্যই হউক, অমন স্বর্গের কামনা সে করে না।

এই ভাবে—যে লজ্জাহীনা প্রকৃতি কোন সামাজিক নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না, তাহার জারজ দান—সেই অবাঞ্ছিত ও অনাহূত প্রাণীটি এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই মালিকত্ব-বিহীন শিশুটির কাছে অনন্তকাল

বলিতে ছিল মাত্র কয়েকটি সপ্তাহ। বৎসর ও শতাব্দী বলিয়া যে কিছু থাকিতে পারে, তাহা সে জানিতেই পারিল না। তাহার কাছে কুটীরের অভ্যন্তর ভাগই ছিল বিরাট বিশ্ব, সপ্তাহের কয়েকটি আবহাওয়া ছিল ঋতুচক্রের আবর্ত্তন, মানবজীবন বলিতে নবজাত সংক্ষিপ্ত শৈশবকাল এবং মানবজ্ঞান বলিতে স্তন্যপানের সহজাত প্রবৃত্তি।

দীক্ষাদান সমাপ্ত করিয়াও টেসের মনে কিন্তু স্বস্তি ছিল না। সে সদাই চিন্তা করিত যে, এই দীক্ষাদান শাস্ত্রসম্মত হইল কিনা! শিশুটির মৃত্যুর পর সে ভাবিতে লাগিল, যেভাবে তাহাকে দীক্ষিত করা হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রানুযায়ী তাহার পক্ষে খৃষ্টীয় পদ্ধতিতে সমাধিলাভ সম্ভব হইবে কিনা। স্থানীয় ধর্ম্মযাজক ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর আর কাহারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভদ্রলোক নবাগত। তাহাকে সে চিনিত না। সন্ধ্যার পর সে তাহার গৃহে যাইল কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না, ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে ঐ প্রচেষ্টায় ক্ষান্তি দিতে হইত, যদি না ফটকের কাছে দৈবক্রমে ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাইত। ভদ্রলোক স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনে অসঙ্কোচে কথা বলিতে টেসের বাধিল না।

'মহাশয়, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

ভদ্রলোক তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিতে সম্মতি প্রকাশ করায় সে তাহার শিশুর অসুস্থতা এবং নিজ কর্ত্তৃক দীক্ষাদানের কাহিনী বিবৃত করিল। তারপর সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—

'এখন বলুন, আপনি দীক্ষাদান করলে যা হোত, আমার এই দীক্ষাদানের ফল তাই হবে কিনা?'

যাহা ব্যবসায়ীর করণীয় কর্ত্তব্য, তাহা যদি ক্রেতা করিয়া বসে, তাহা হইলে ব্যবসায়ী যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনই শিশুটির দীক্ষাদানের কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভদ্রলোকও তাঁহার স্বাভাবিক অনুভূতির প্রতিক্রিয়ার বশে বলিতে যাইতেছিলেন যে, উহার ফল এক হইবে না। কিন্তু টেসের সম্ভ্রমব্যঞ্জক কথাবার্ত্তা, অদ্ভুত মধুর কণ্ঠস্বর দুই একত্র হইয়া তাঁহার মহত্তর বৃত্তিগুলির তন্ত্রীতে—মহত্তর না বলিয়া বলা ভাল যে, সত্যকার নাস্তিকতার সহিত যান্ত্রিক বিশ্বাস সংযোজিত করিবার দীর্ঘ দশ বৎসরের প্রয়াসের পর তখনও যে বৃত্তিগুলি বাঁচিয়া ছিল—আঘাত করিল। ভদ্রলোকের মধ্যে মানুষ ও ধর্ম্মযাজকের সংগ্রাম বাঁধিল এবং পরিণামে মানুষই জয়ী হইল।

তিনি উত্তর দিলেন 'বাছা, একই হবে।'

'তাহলে খৃষ্টধর্ম্ম মতে তার সমাধির ব্যবস্থা করবেন ত?' তৎপরতার সহিত সে প্রশ্ন করিল।

এই প্রশ্নে ধর্ম্মযাজকটি নিজেকে কোণ-ঠাসা মনে করিলেন। শিশুটির অসুস্থতার সংবাদ কোন সূত্রে অবগত হইয়া তিনি সন্ধ্যার পর তাহাদের বাড়ী গিয়াছিলেন কিন্তু দ্বার বন্ধ থাকায় ফিরিয়া আসেন। তিনি জানিতেন না যে, গৃহে প্রবেশের নিষেধ টেস দেয় নাই, দিয়াছেন তাহার বাবা। তাই তিনি অশাস্ত্রসম্মত উপায়ে দীক্ষাদানের যে কোন প্রয়োজন ছিল, তাহা স্বীকার করিতে পারিলেন না; বলিলেন—

'সে অন্য ব্যাপার।'

'অন্য ব্যাপার—কেন?' টেস একটু তাতিয়া উত্তর দিল।

'দেখ, এটা যদি কেবল তোমার আমার ব্যাপার হোত, তাহলে স্বেচ্ছায় আমি তা করতাম। কিন্তু কয়েকটি কারণে তা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'এই বারটির মত করুন।'

'না, তা আমি পারি না।'

'দয়া করে এই বারটির মত করুন।' এই বলিয়া সে তাহার হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিল।

ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন।

'তাহলে কিন্তু আমি আপনায় শ্রদ্ধা করতে পারব না। শুধু তাই নয়, আপনার গির্জ্জায়ও আর আসব না।'

'যা তা বোল না।'

'সম্ভবতঃ আপনি না করলেও ফল একই হবে। হবে না? ভগবানের দোহাই পুণ্যবানেরা পাপীদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলে, সে ভাবে না বলে আমার মত অভাগিনীর সঙ্গে যে ভাবে কথা বলা উচিত, সেই ভাবে বলুন।'

এই সব ব্যাপারে ভদ্রলোকের যে সব অনড় ও অচল মতামত ছিল, তাহাদের সহিত তিনি কেমন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত উত্তরটিকে খাপ খাওয়াইয়া লইলেন, তাহা সাধারণ মানুষের যেমন ক্ষমার অতীত, তেমনই বুদ্ধির অগম্যও বটে। একটু বিগলিত হইয়া তিনি এ ক্ষেত্রে অভিমত দিলেন—

'একই ফল হবে।'

অতএব সেই রাত্রেই শিশুটিকে একটি অতি পুরাতন জীর্ণ ও দীর্ণ শালে আবৃত করিয়া একটি কাঠের বাক্সে স্থাপন করতঃ গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া

হইল। তারপর একটি অবহেলিত কোণে, যেখানে অদীক্ষিত শিশু, কুখ্যাত মদ্যপায়ী, আত্মহত্যায় মৃত এবং আর আর মহা মহা পাপীদের কবরস্থ করা হয়, সেখানে সেক্সটন-কে একটি শিলিং এবং এক পাঁইট বিয়ার প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া শিশুটিকে সমাধিস্থ করা হইল। প্রতিকূল আবেষ্টনী সত্ত্বেও টেস দুইটি কাঠি ও এক টুকরা তারের দ্বারা একটি ক্রশ তৈয়ার করিয়া সমাধির উপর স্থাপন করিল। তারপর এক দিন সন্ধ্যায় সকলের অলক্ষ্যে সেখানে প্রবেশ করিয়া একটি পুষ্পস্তবক সমাধির শিরোদেশে আর একটি একই পুষ্পের স্তবক, পাছে না শুকাইয়া যায়, এই জন্য জলপূর্ণ কাঁচপাত্রে ভরিয়া সমাধির পাদদেশে স্থাপন করিয়া দিয়া আসিল। পাত্রটির বহির্গাত্রে যদি "Keelswell's Marmalade" লেখা থাকে, তাহাতে কিই বা আসে যায়! মহত্তর বস্তুর স্বপ্নে ভরপুর স্নেহান্ধ মাতৃ-চক্ষে তাহা ধরা পড়িবার নয়।

...পনের...

Roger Ascham বলেছেন "দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ফলে আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি, তাহাই আমাদের সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান দেয়।" হয়ত তাহাই; কিন্তু ঐ দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ফলে আমরা এরূপ শ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, দ্বিতীয় বার যাত্রা করিবার আর না থাকে শক্তি, না থাকে উৎসাহ। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মানুষের জীবনে এরূপ অভিজ্ঞতার মূল্য কি? টেস ডারবিফিল্ডের জীবনে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। সে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা তাহাকে জীবনের যাত্রাপথে নূতন পথের সন্ধান না দিয়া বরং একেবারে পঙ্গু করিয়াই ফেলিয়াছিল। অবশেষে সে সংসারের রীতিনীতি শিখিল বটে কিন্তু তাহার মূল্য আজ তাহার কাছে কানাকড়িও নয়।

যদি ডি, আরবারভাইলদের ওখানে যাইবার পুর্ব্বে সে বিভিন্ন গ্রন্থে লিখিত নিজের বা সকলের জানা উপদেশগুলি ভাল করিয়া মনন করিত, তাহাহইলে নিঃসন্দেহে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আজ তাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, কদাপি তাহা ঘটিতে পারিত না। কিন্তু ঐ মূলবান উপদেশাবলীর অন্তর্নিহিত সত্যকে যখন হৃদয়ে উপলব্ধি করিলে উহা হইতে লাভবান হওয়া যায়, তখন তাহা করা টেসের শক্তিতে কুলায় নাই। শুধু টেস কেন, কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। সে এবং তাহার মত আরও অনেকে Saint Augustine-এর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া শ্লেষের সহিত ভগবানকে এই প্রশ্ন

করিতে পারিত—"প্রভু, মানুষকে তুমি অনেক সৎ পথের সন্ধান দিয়েছ বটে কিন্তু ঐ সব পথে চলবার মত শক্তিটুকু তাকে তুমি দাও নি।"

সারা শীতকালটা সে পিতৃ-গৃহে হাঁস-মোরগের পরিচর্য্যা ও পরিপালনে কাটাইয়া দিল। কখনও কখনও বা ডি, আরবারভাইলের নিকট হইতে উপহার-পাওয়া সৌখিন কাপড়-চোপড়ে ভাই-বোনদের পোষাকাদি তৈয়ারে ব্যাপৃত থাকিত। একটা নিদারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞায় সে ঐগুলিকে এত দিন স্পর্শ করে নাই, এক পাশে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার কাছে কোন দিন সে আর কিছু চাহিবে না। শুধু দেখা যাইত, প্রবল কর্ম্ম-ব্যস্ততার মাঝে মাঝে দুই হাত মস্তকের পশ্চাতে একত্র করিয়া সে তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বৎসরের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-পঞ্জিকার দিন-ক্ষণগুলি একে একে ফিরিয়া আসিতে লাগিল কিন্তু তাহারা তাহার চিত্ত-সাগরে কোন তরঙ্গ তুলিতে পারিল না। দার্শনিক যেমন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সৃষ্টি-লীলা নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, সেও তেমনই অবিচলিত হৃদয়ে ঐ দিন-ক্ষণগুলির দিকে তাকাইয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে মনে পড়িল, গহন চেজ-অরণ্যের পট-ভূমিকায় সেই দুর্য্যোগময়ী রজনীটির কথা, যেদিন সে তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদটিকে পথের ধূলায় হারাইয়া ভিখারিণী সাজিয়াছিল। তারপর মনে পড়িল, তাহার শিশুটির জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ, নিজের জন্ম তারিখ এবং আরও অন্যান্য দিনের স্মৃতি, যেগুলি তাহার জীবনে-ঘটা ঘটনার চিহ্নে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছিল। এক দিন অপরাহ্নে দর্পণে বিলসিত আপনার অপরূপ রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহসা তাহার আর একটি দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল—যে-দিনটির মত গুরুত্বপূর্ণ দিন তাহার জীবনে আর একটিও আসিবে না। সেটি তাহার মৃত্যুর দিন, যেদিন তাহার এই দেহটার ঐ অপরূপ রূপরাশি কোন অন্ধকারময় শূন্যতায় বিলীন হইয়া যাইবে। বৎসরের অন্যান্য দিনগুলির ভিড়ে এই দিনটি চতুরের মত আত্মগোপন করিয়া আছে। বৎসর যায়, বৎসর আসে কিন্তু সে না করে সাড়া, না করে শব্দ। কিন্তু সে যে আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? কিন্তু সে কবে? বৎসরের ঘূর্ণনের সঙ্গে সে কেন এই নির্ম্মম বন্ধুটির তুষার-শীতল করের স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না? Jeremy Taylor-এর একটা উক্তি তাহার মনে পড়িয়া যায়। মনে মনে তাহার অনুবৃত্তি করিয়া সে বলিয়া উঠে, এমন দিন আসিবে, যেদিন তাহারও আত্মীয়-স্বজন ঐভাবে বলিবে—"এই দিনটিতে হতভাগিনী টেস পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছিল।" এই পর্য্যন্ত! ইহার বেশী তাহারা

একটি কথাও উচ্চারণ করিবে না, একটি চিন্তাও মনে স্থান দিবে না। যুগ যুগ ধরিয়া মহাকালের যে অন্তহীন যাত্রা চলিয়াছে, তাহারই মাঝে এক দিন অকস্মাৎ তাহারও জীবন-লীলায় ছেদ পড়িয়া যাইবে। বৎসরের কোন ঋতু, কোন মাস বা কোন সপ্তাহে ঐ দিনটি লুকাইয়া আছে, আজিও তাহা তাহার কাছে রহস্যাবৃত রহিয়া গেল!

সহসা তাহার মনে হইল, যেন এক লম্ফেই সে সরলা বালিকা হইতে রহস্যময়ী নারীতে রূপান্তরিতা হইয়া গিয়াছে! অমনই তাহার ফুল্ল মুখখানিতে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল, কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল বেদনার বিলাপধ্বনি। তাহার আয়ত চোখ দুইটি আরও বড় হইয়া উঠিল এবং তাহাতে ভাসিয়া উঠিল তাহার বুকের যত পুঞ্জীভূত ব্যথার নীরব ভাষা। তাহার মনে হইল, যেন কোন এক যাদুমন্ত্র বলে সে অপরূপ লাবণ্যময়ী নারীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে একটা দুর্নিবার সৌন্দর্য্য-সুষমা দীপালোকের মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। দেখা গেল, এই দুই বৎসরের ঝড়-ঝঞ্ঝা ও দুর্ব্বিপাক তাহার আত্মাকে নিস্তেজ ও মলিন করিতে পারে নাই, পারে নাই তাহাকে তেজোহীন করিতে। সংসার যদি বিরূপ অভিমত পোষণ না করিত, তাহা হইলে তাহার জীবনের এই অভিজ্ঞতাকে একটা উদার শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিতে কিছু মাত্র বাধিত না।

অমনইতেই তাহার জীবনের মর্ম্মান্তিক ঘটনাটির খোঁজ-খবর বড় কেহ একটা রাখিত না। তাহার উপর এমন ভাবে সে নিজেকে সমাজ ও সংসার হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল যে, অত্যল্প কালের মধ্যে উহার কথা মারলটের সকলেই ভুলিয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দিবালোকের মত তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, যেখানে—ধনী ডি,আরবারভাইলদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা, শুধু তাহাই নয়, তাহাদের বাড়ীতে তাহার বিবাহ দিয়া তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতর হইবার প্রয়াস শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে—সেখানে, সেই অসংখ্য স্মৃতি-মুখরিত স্থানে সে বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারিবে না। অন্ততঃ পক্ষে দীর্ঘকালের ব্যবধানে যত দিন না উহার তীব্র স্মৃতি নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে, তত দিন এখানে সে না পাইবে শান্তি, না পাইবে স্বস্তি। তথাপি তাহার মনে হইল, যেন আশা-মঞ্জুরিত জীবনের স্পন্দন এখনও স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, এখনও তাহার উষ্ণ শোণিতধারা তাহার শিরা-উপশিরায় প্রবহমাণ। তাহার মনে হইল, এখান হইতে দূরে, অতি দূরে, পৃথিবীর এক কোণে, যেখানে স্মৃতি নাই, স্মরণ নাই, সেখানে যদি সে চলিয়া

যাইতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত আবার সে সুখী হইতে পারিত! তাহার মনে হইল, সে যদি অতীত এবং তাহার সহিত যাহা কিছু জড়িত তাহার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে, তবেই সে তাহার দুঃখের অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং তাহার জন্য প্রয়োজন এ স্থান ত্যাগ করিয়া দূর-দূরান্তে চলিয়া যাওয়া।

কখনও কখনও নিজেকে নিজে সে এই প্রশ্ন করিত—সতীত্বটা কি এমনই বস্তু যে, এক বার হারাইয়া ফেলিলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না? তাহার মনে হইত, যদি কোন উপায়ে সে তাহার কলঙ্কিত অতীতটাকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিত, তাহা হইলে দেখাইত, ইহার মত মিথ্যা, ইহার মত অসত্য আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহা ত পারিবার নয়। কেননা সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিয়া পূর্ব্বাবস্থা লাভের যে শক্তি আমরা জৈব জগতে প্রত্যক্ষ করি, একমাত্র কুমারীত্বেই তাহার প্রকাশ সম্ভব।

অন্য কোথাও যাইবার অধীর প্রতীক্ষায় সে দিন গণিতে লাগিল কিন্তু শীঘ্র মধ্যে সেরূপ কোন সুযোগ আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে আসিল এক অপূর্ব্ব রমণীয় বসন্ত, যাহার আগমনে কুঁড়িতে কুঁড়িতে জাগিয়া উঠিল ফুটিবার আকুলতা। পশু-পক্ষী-জগৎও তাহার আহ্বানে চঞ্চল হইয়া উঠিল। টেসও স্থির থাকিতে পারিল না। দূরান্তরে যাইবার উদগ্র কামনায় সেও হইয়া উঠিল ব্যাকুল, বিহ্বল। অবশেষে মে মাসের গোড়ার দিকে এক দিন তাহার মায়ের এক ভূতপূর্ব্ব বান্ধবীর নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র আসিল যে, এখান হইতে অনেক মাইল দক্ষিণে একটি গোয়ালবাড়ীর জন্য একটি নিপুণা গোয়ালিনী প্রয়োজন। গ্রীষ্ম ঋতুর এই কয় মাসের জন্য টেসকে পাইলে মালিক আনন্দিতই হইবেন। মায়ের এই বান্ধবীটিকে সে কোন দিন দেখে নাই। তাঁহার কাছে তাহার পরিচয় পাইয়া একটা কাজের জন্য টেস তাহাকে অনেক দিন আগে পত্র দিয়াছিল।

যতখানি দূরে সে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, বস্তুতঃ স্থানটি ঠিক ততটা দূরবর্ত্তী নয়। তবে তাহার চলাফেরা এবং পরিচয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর তুলনায় স্থানটিকে যথেষ্ট দূরবর্ত্তীই বলিতে হইবে। বস্তুতঃ যাহারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের অধিবাসী, তাহাদের কাছে মাইলগুলি মনে হয় যেন ভৌগোলিক ডিগ্রী, প্যারিসগুলি যেন কাউন্টি এবং কাউন্টিগুলি যেন প্রদেশ বা রাজ্য।

একটা বিষয়ে কিন্তু সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, তাহার এই নূতন জীবনের কর্ম্মে ও স্বপ্নে সে ডি, আরবারভাইল ব্যাপারের

মত কোন কিছুর প্রশ্রয় দিয়া আর অলীক আকাশ-কুসুম রচনা করিবে না। সে যে-গোয়ালিনী টেস, সেই গোয়ালিনী টেসই থাকিবে। তাহার অতিরিক্ত কোন চিন্তা ভ্রমেও মনে স্থান দিবে না। এ বিষয়ে মাতা-পুত্রীতে কোন আলাপ-আলোচনা না হইলেও এ সম্পর্কে টেসের মনোভাব তাঁহার অবিদিত ছিল না। তাই তিনি আর কখনও তাহার কাছে তাহার রাজ-রাজড়া তুল্য পুর্ব্বপুরুষদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই।

অথচ মানব চরিত্র এমনই অস্থির ও দুর্ব্বল যে, যখন সে জানিল যে, তাহার নব কর্ম্মস্থলটি তাহার পুর্ব্বপুরুষদের অঞ্চলে অবস্থিত, তখন সে তাঁহাদের সম্বন্ধে পুনরায় আগ্রহান্বিতা না হইয়া পারিল না। ইহার আরও একটি কারণ এই যে, তাহার মা অস্থি-মজ্জায় ব্ল্যাকমোর-বাসিনী হইলেও তাহারা কোন অর্থে পুরাদস্তুর ব্ল্যাকমোরের বাসিন্দা ছিল না। যে-গোয়াল-বাড়ীটি তাহার কর্ম্মস্থল, তাহার নাম ট্যালবোথেস। তাহার পুর্ব্বপুরুষগণের জমিদারী হইতে অল্প দূরেই অবস্থিত। নিকটেই তাহার প্রবল প্রতাপান্বিত পিতামহ-পিতামহীগণের সমাধিস্থল। তাহার কর্ম্মস্থল হইতে ঐগুলির দৃশ্য দর্শন করা তাহার পক্ষে কিছু মাত্র অসম্ভব হইবে না। হয়ত ঐগুলি দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইবে যে, ব্যাবিলনের পতনের মত শুধু ডি, আরবারভাইলদের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি ধূলিসাৎ হইয়া যায় নাই, তাঁহাদেরই এক অতি দীনা-হীনা বংশধরার সতীত্ব-কুসুমও নিঃশব্দে ঝরিয়া গিয়াছে। সর্ব্ব ক্ষণ সে ভাবিতে লাগিল, তাহার পুর্ব্বপুরুষদের দেশে যাওয়ার ফলে তাহার ভাগ্যহত জীবনে হয়ত কোন অপ্রত্যাশিত শুভ দেবতার আশীষের মত নামিয়া আসিবে। এই সব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে শুষ্ক তরু যেমন পল্লবিত হইয়া উঠে, তেমনই করিয়া তাহার মুমূর্ষু প্রাণও যেন পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তাহার এই নব জীবনের কারণ আর কিছুই নয়, তাহার অনপচয়িত যৌবন, যাহা সাময়িক বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া পুনরায় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আনিতেছিল তাহার জন্য আশা ও আনন্দের পরম বারতা।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত

বঙ্গভারতীর পরবর্তী অনুবাদ-সাহিত্য

মরণ-বিজয়

[বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ব্যাঁঞ্জমা কঁস্তার যুগান্তকারী গ্রন্থ Adolphe-র প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক জন মিডলটন মারী কৃত ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ।]

●

গোয়েন্দা ও ভৌতিক কাহিনী

[ছয়টি রোমাঞ্চকর ইংরাজী গোয়েন্দা ও ভৌতিক গল্পের বঙ্গানুবাদ।]